আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।

১৮৩৮ শক—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ৸৹ আনা।

আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।

১৮৩৮ শক—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ৸৹ আনা।

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ তৃতীয় খণ্ড নূতন সংস্করণ ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। ষ্টার চিহ্নিত পাঁচটী উপদেশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত উপদেশ নূতন।

আচার্য্যের উপদেশ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে একটী কথা উল্লেখ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে ১১২ পৃষ্ঠায় ব্যাকুলতা শীর্ষক উপদেশের ফুটনোটে লিখিত হইয়াছে যে—"পরে পরে ছয়টী উপদেশ প্রদত্ত হয়। এই উপদেশগুলি ভক্তিভাজন স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন লিপিবদ্ধ করেন।" তার পরে যিনি সমস্ত উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করিবার কথা ছিল, কিন্তু জানি না কিরূপে তাঁহার নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডেও এই ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা ছিল যে, যথাস্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভূমিকা অথবা কোন উপদেশের ফুটনোটে তাঁহার নাম না দেখিয়া খুব দুঃখিত হইয়াছি এবং এই ভ্রম স্বীকার করিতেছি।

আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড ১৬৫ পৃষ্ঠার পর হইতে সমস্ত উপদেশ শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড এবং এই তৃতীয় খণ্ডের উপদেশগুলিও তাঁহারই দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। যখন তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেন, সেই সময় ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যদেবের উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতেন। সুতরাং উপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত কতকগুলি উপদেশও ইহাতে আছে। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এই

মহাকার্য্যে নিজের জীবনকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এই সমস্ত অমূল্য নিধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সমগ্র নববিধান মণ্ডলী, তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। তিনি দেশের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব, এবং দেশের লোকও এখন তাহা বুঝিতে অসমর্থ। ভবিষ্যদ্বংশ ইহা বুঝিবে, এবং শ্রদ্ধেয় ভাইর নিকট প্রণত হইবে। বিধানের লীলারস তত্ত্বের সহিত, শ্রদ্ধেয় ভাইর নাম বিজড়িত রহিল। এই সমস্ত অমূল্য উপদেশ পাঠ করিয়া লোকে বিধান বুঝিবে, বিধানের ভক্তকে বুঝিবে। নব আলোকে সকলের মন প্রাণ উদ্ভাসিত হইবে।

বিধানজননী বিধানের সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তাহা গ্রহণ করিতে সকলের হৃদয়কে প্রস্তুত করুন।

কমলকুটীর।
১লা মার্চ্চ, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

আচার্য্যের উপদেশ*

বৈদ্যবাটী ব্রাহ্মসমাজ।

সাম্বৎসরিক উৎসব।

ভ্রাতৃগণ! অদ্য আমাদের এই বৈদ্যবাটীস্থ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎরিক সভা। অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিন সমাগত হইয়াছে! অদ্য আমরা সকল ভ্রাতায় সম্মিলিত হইয়া আনন্দ চিত্তে, সেই আনন্দস্বরূপ পিতাকে প্রীতির সহিত পূজা করিতে আসিয়াছি। অদ্য আমাদের কি সুখের দিন! অদ্যকার দিন আমাদের নিকটে কি রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে যে, যেন আমরা সকলে কোলাহলময় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ দিব্যধামে উপনীত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সমস্বরে সেই দেব দেবের উপাসনাতে নিযুক্ত হইয়াছি। অদ্য আমাদের কি আনন্দ! অদ্যকার এ আনন্দ কি আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করা যায়, না মুখে ব্যক্ত করিয়া অন্যের নিকটে প্রকাশ করা যায়? এ আনন্দ কি আমাদের বাহ্যিক আনন্দ যে, এ আনন্দ অপরাপর সকলেই অনুভব করিতে সক্ষম

* এই উপদেশ আচার্য্যদেবের চিঠির তাড়ার মধ্যে ছিল। তারিখ ছিল না। সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় লিপিবদ্ধ করেন।

হইবে? না, ইহা আমাদের বাহ্যিক আনন্দ নয়, ইহা আমাদের অন্তরের আনন্দ, ইহা কিছু সকলেই অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু শুদ্ধ যাঁহারা শুদ্ধচিত্তে সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপকে আপনার অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি চিত্তার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অদ্যকার এ আনন্দের যথার্থ গৌরব বুঝিয়াছেন, এবং তাঁহারাই অদ্যকার এ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আহা! আমরা কত দিন গত করিয়া অদ্যকার এই সুখময় সুখের সুদিন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনেক দিন অবধি যে যে আশার আশ্রিত হইয়া সেই আশ্রয়-দাতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এত দিনের পর আজ সেই আশার কিয়দংশ সুসিদ্ধ হইল দেখিয়া, আমার মন কৃতজ্ঞতারসে প্লাবিত হইয়া বলিতেছে, ধন্য! ধন্য জগদীশ্বর! ধন্য তোমার করুণা! প্রভো, এই তিমিরাচ্ছন্ন দেশে যে তোমার সত্যের জ্যোতি প্রতিভাত হইবে, ইহা কাহার মনে ছিল? আহা নাথ! ইহার এক বৎসর কাল পূর্ব্বে কাহার এমন প্রতীতি হইয়াছিল যে, আমাদের এই হতভাগ্য বৈদ্যবাটী গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল বিভা বিকীর্ণ হইবে! ইহা শুদ্ধ তোমারই করুণা! নাথ! তোমারই করুণাতে অদ্য আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া, তোমারই পূজার জন্য, তোমার নিকট আসিয়াছি। নতুবা আমাদের এমন কি সাধ্য, এমন কি বল যে আপন বলে তোমার সন্নিকট হইতে পারি। আহা, কোথায় তুমি ভূমা অনাদ্যনন্ত পুরুষ, কোথা আমরা এই মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জীব হইয়া তোমাকে জানিবার উপযুক্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের কেমন মহোচ্চ অধিকার! প্রভো, এই অত্যুচ্চ অতুল্য অধিকার যাহা তুমি আমা-দিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহাতে শুদ্ধ কেবল তোমার অসীম করুণার

চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই তোমার অসীম করুণার নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া জীবনকে সার্থক করি, অদ্যকার এই রজনীর সমাগমে তোমারই জ্যোতি, তোমারই প্রতিভা প্রদীপ্ত হইতেছে, অদ্যকার এই সাধুমণ্ডিত সমাজগৃহে ব্রাহ্মভ্রাতা-দিগের মুখশ্রীতে তোমারই মুখচ্ছবি জাজ্জ্বল্যরূপে সকলের নিকটে প্রকাশ পাইতেছে।

ভ্রাতৃগণ! অদ্য আপনারা যাঁহার সম্বন্ধে, যাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য এই বৈদ্যবাটী গ্রামে আগমন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সদানন্দময়, আনন্দরূপে এই সমাজগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জ্ঞাননেত্রে, সমাহিত চিত্তে, সেই জ্ঞানস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত কর, হৃদয়কে প্রশস্ত কর, জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, আত্মাকে পবিত্র কর, এবং শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ কর। হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া হৃদয়নাথকে হৃদয়মন্দিরে প্রত্যক্ষ করতঃ এই সুদুর্লভ সময়ের সার্থকতা সম্পাদন কর। আমাদের কি সৌভাগ্য, কি পুণ্যবল যে সেই রাজাধিরাজ মহারাজ ত্রিভুবনপালক—যিনি দেশ কালের অতীত, যাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছানুসারে সমুদয় জগৎ স্থিতি করিতেছে—সেই ভূমা, মহান্, ধ্রুব সত্য সনাতন, আমাদিগের এই ক্ষুদ্র সমাজমন্দিরে অধিষ্ঠান হইয়াছেন! ইহা জানিয়া, প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কি কখনও প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা যায়? হায়! সেই প্রাণের প্রাণ, সেই নয়নের জ্যোতি সেই চিরসখাকে কি আমরা প্রাণ মন সমর্পণ করিব না? তাঁহাকে প্রীতি করিবার অধিকারী হইয়া কি আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিব না? আমরা কি ছার দেশাচারের দাস হইয়া, সামান্য

লোকভয়ে ভীত হইয়া, সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, সেই চিরকালের পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিব? যিনি প্রতি নিমেষে আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, আমরা কি সামান্য লোক গঞ্জনায় তাঁহাকে স্মরণ করিব না? আমরা কি পশুবৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত তাবৎ সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিব? না, কখনই না। পশুদের আত্মজ্ঞান না থাকাতে তাহারা সর্ব্বদা আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্য করে, কিন্তু আমাদের আত্মজ্ঞান আছে, আমরা আত্মজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি যে, সেই পরমাত্মাই আমাদের সর্ব্বস্ব, তিনিই আমাদের সহায় সম্পত্তি, তিনিই আমাদের আশা আনন্দ; তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আমাদের সকল গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরম আনন্দঃ।" ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনিই ইহার পরম আনন্দ।"

ভ্রাতৃগণ! আইস আমরা পবিত্র হৃদয়ে সেই পরম সখার চরণে কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক প্রীতিপদ্ম অর্পণ করি। হৃদয়পতে! আমাদের এমন কি আছে যাহার দ্বারায় তোমার পূজা করিতে পারি, আমাদের প্রাণ মন সকলই তোমারই, সেই সকলকে তোমার কার্য্যে নিয়োগ কর, আমাদিগকে এমন বল প্রদান কর যে, যেন আমরা তোমার অভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করি, নাথ! আমি যখন জানিতেছি যে তুমি প্রাণস্বরূপ, তখন যেন অম্লান বদনে তোমাকে তাহা দান করিতে পারি, ইহাই আমাদের প্রার্থনা, ইহাই আমাদের কামনা এবং ইহাই আমাদের ভিক্ষা। এই উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার জন্য আমরা এই পরম পবিত্র

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, ইহা যেন সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি। ব্রাহ্মগণ! আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ গত এক বৎসর কাল যে সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অদ্যাপি পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিয়াছে, ইহা শুদ্ধ সেই করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ করুণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আহা, তিনি কখন কোন্ অবসরে কাহার অন্তরে উদয় হইয়া যে, কখন কাহার কর্তৃক কি কার্য্য সংসাধন করিয়া লন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছে, তিনি এই পরম পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের মহান ভাব শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীশঙ্কর মিত্র মহোদয়ের অন্তরে উদ্দীপন করাতেই আমাদের এই অনন্যগতি বৈদ্যবাটী গ্রামে এই পবিত্র সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অল্পে অল্পে দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে। সত্যের কি অসাধারণ শক্তি! দেখ ইহার প্রথমাবস্থাতে কত শত শত্রু ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রায় গ্রামস্থ সমস্ত লোক আমাদিগের সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে সকলে শত্রু প্রায়। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে শ্লেষ বাক্য শ্রবণ করিতাম। তৎকালীন আমরা এমন একটী লোক দেখি নাই যে আমাদের হইয়া, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় হইয়া, একটী কথা বলে। এমত বিপক্ষতার মধ্যে দিয়াও যে আমরা এখন পর্য্যন্ত নির্ভয়ে সেই অভয়দাতার পূজার জন্য এই সমাজগৃহে প্রতি সপ্তাহে আগমন করি, ইহা শুদ্ধ তাঁহারই অনুগ্রহ মাত্র; নচেৎ আমাদের এমন কি সাধ্য, এমন কি বল যে, আমরা আপন বলে এই সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারি!

হে পরমাত্মন্! তোমার মঙ্গল ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা যেন তোমার সত্য স্বরূপের প্রতি, তোমার পবিত্র স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্য করি, সুখ দুঃখে সম্পদ বিপদে তোমার অভয় চরণ স্মরণ করি, তোমার মঙ্গলজনন সুন্দর আনন সন্দর্শন করত জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া মানব জন্মের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন করি, প্রভো, তোমার নিকটে আমার এই মাত্র প্রার্থনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আত্মার গঠন সামাজিক।

সোমবার, ২রা মাঘ, ১৭৯৩ শক; ১৫ই জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যের আত্মার গঠন সামাজিক। আত্মা নিরবলম্ব হইয়া একাকী বাস করিতে পারে না। এক দিকে যেমন ঈশ্বর ভিন্ন আত্মা বাঁচিতে পারে না, তেমনই অন্য দিকে আবার ভাই ভগ্নী ভিন্ন আত্মা সুখী হইতে পারে না। ঈশ্বর যখন আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে এমন প্রকৃতি এবং গুণ দিলেন যে ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে এক পরিবার-বদ্ধ না হইলে তাহার সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে না। এইজন্য আত্মার উন্নতি এবং পরিত্রাণও সামাজিক। আত্মা জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কদাচ একাকী উন্নত হইতে পারে না।

ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে একাকী মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বর আত্মার প্রাণ, এইজন্য আমরা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা পরলোকে বিশ্বাস করি। কারণ যখন প্রাণস্বরূপ পিতার চরণে অধিষ্ঠান করি, তখন শরীর বিহীন হইলেও অনন্তকাল জীবিত থাকিব, এই বিশ্বাস সহজেই আত্মার গূঢ়তম স্থানে প্রকাশিত হয়। চিরকাল প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের ঘরে বসিয়া তাঁহার অভয় চরণ দর্শন করিব। মৃত্যুর সাধ্য নাই সেই ঘরে প্রবেশ করে, পবন সেখানে যাইতে পারে না, অগ্নির কোন শক্তি নাই সেখানকার কোন দ্রব্য দগ্ধ করে। ঈশ্বর জীবনের জীবন এই সত্য বুঝিতে পারিলে সেই আশা অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার নিগূঢ় প্রাণযোগ, তেমনই আবার তাঁহার সৃষ্ট অন্যান্য আত্মার সঙ্গেও ইহা বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ। সকলকে ছাড়িয়া যিনি ঈশ্বরের নিকট যাইতে চাহেন, নিশ্চয়ই তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন। ভাই ভগ্নীদের দুঃখ দেখিয়া যাঁহার চক্ষে এক ফোটা জল পড়ে না ; কিন্তু কিরূপে আপনি ভবনদী পার হইব, কেমন করিয়া নিজে সুখী হইব, এই ভাবে যিনি ধর্ম্মতরী আরোহণ করেন, কত দূর যাইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার নৌকা ডুবিবে। কেবল সেই নৌকা বাঁচিবে—যাহার আরোহী আপনার প্রাণ দিয়াও ভাই ভগ্নীদের বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত। জগতের মঙ্গলে তাঁহার মঙ্গল, এবং তাঁহার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল, জগতের সঙ্গে এইরূপ গূঢ়ভাবে যাঁহার জীবন সম্বদ্ধ হইয়াছে, দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? পিতা স্বয়ং কাণ্ডারী হইয়া সকল বিঘ্ন বিপদ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া তাঁহাকে শান্তি-নিকেতনে লইয়া যান।

ঈশ্বরের দয়াময় নাম একাকী কীর্ত্তন করিয়া চিরদিন কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? যতই কেন একাকী সেই নাম লইতে চেষ্টা কর না, কিছুতেই সেই চেষ্টা সফল হইবার নহে। এই নামের এমনই স্বভাব যে লৌহপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইহা বাহির হইয়া পড়ে। একবার যিনি প্রাণ ভরিয়া এই সুধা পান করেন, সাধ্য কি আর তিনি প্রাচীরের মধ্যে বসিয়া থাকেন? কখন এই সুধা ভাই ভগিনীকে পান করাইবেন, কখন তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবেন, তখন এই ভাবিয়াই তিনি ব্যস্ত। পাপ তাপের আর্ত্তনাদ, চারি দিকের হাহাকার ভক্তের প্রাণে কি সহ্য হয়। এ সকল দেখিয়া তিনি কি ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন, না সেই স্বর্গের ধন গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? পিতার করুণা বলিতে যাহার মন কুণ্ঠিত হয়, সে কি মনুষ্য? যদি বল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনও কেন এত স্বার্থপরতা? তাহা এইজন্য যে ব্রাহ্মেরা এখনও দয়াল নামে যে কত সুধা তাহার আস্বাদ জানে না। আত্মা যতই গভীররূপে এই অমৃত পান করে, ঈশ্বরের এমনই নিগূঢ় করুণা, ততই প্রবল বেগে ইহার মধ্যে উদারতা এবং প্রেম সঞ্চারিত হয়। আত্মা তখন প্রেম-ব্রত অবলম্বন না করিয়া বাঁচিতে পারে না। সেই প্রেম, জগতের সহস্র প্রকার কঠিনতা চূর্ণ করে। ধন্য জগদীশ! ধন্য তোমার প্রেমরাজ্য বিস্তার করিবার আশ্চর্য্য কৌশল!

দয়াল নামের এমনই ভাব যে বাস্তবিক, তাহা একাকী গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না। ব্রহ্মনামে যদি এই ভাব না থাকিত, কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ, কোথায় বা ব্রহ্মমন্দির, কোথায় বা ব্রাহ্মপরিবারের কথা, কিছুই শুনিতাম না। এক বৎসর যাঁহারা সমস্বরে

ব্রহ্মনাম করিলেন, গূঢ়রূপে কি তাঁহাদের মধ্যে প্রেমজাল বিস্তৃত হয় নাই? শত শত ভাই ভগিনী মিলিয়া ব্রহ্মমন্দিরে এত কাল উপাসনা করিলাম, এত দিনের পর কি এই বলিতে হইবে, আমরা পরস্পর কাহাকেও চিনি না? যাঁহারা এই কথা বলিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় যে তাঁহারা প্রেমময় পিতার উপাসনা করেন নাই। তবে কি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে কতকগুলি আত্মা বিহীন, প্রেম বিহীন শরীর উপস্থিত হয়? যদি এই কথা সত্য হয় তবে সে সকল জড় দেহের উপর আমাদের কোন অধিকার নাই। কিন্তু এ সমুদয় দেহ অবলম্বন করিয়া, যদি ঈশ্বরের পুত্র কন্যা সকল আমাদের সঙ্গে বসিয়া, প্রতি রবিবার এক দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কোন্ মুখে বলিবেন—আমরা পরস্পরকে চিনি না, একাকী আমরা স্বর্গ্যরাজ্যে চলিয়া যাইব, ভাই ভগিনীদের প্রয়োজন নাই, যে যাবে সে যাবে, আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই—আমরা নিজে মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে, সরস উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মধামে চলিয়া যাইব—কোন মনুষ্যের কথা শুনিব না, মনুষ্যের সাহায্য চাই না; কাহারও অধীনতা স্বীকার করিব না।—এ কথা যাহাদের মুখ হইতে নির্গত হয়, নিশ্চয়ই তাহারা ঘোর স্বার্থপর এবং কৃতঘ্ন। তাহাদের স্বর্গ, কল্পিত স্বর্গ; সেই স্বর্গ স্বার্থপরতার স্বর্গ। যদি হৃদয়কে বিনাশ করিয়া স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই স্বর্গে বাস কর; কিন্তু যদি প্রেমধামে যাইতে চাও, এখনই তবে স্বার্থ নাশ কর। যতদিন অন্তরে স্বার্থ পোষণ করিবে, নিশ্চয় জানিও ততদিন সেই সর্ব্বত্যাগী উদার ধনী ঈশ্বরের দেখা পাইবে না। কেবল স্বার্থশূন্য আত্মা সকলই তাঁহার নিকট যাইতে পারে।

যাঁহার অন্তরে পরিবারের ভাব নাই তিনি কথনই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন না। কারণ যথন আমরা উপাসনা করিতে যাই তথন আমরা কি দেখি? সম্মুখে পিতা, বামে ভগ্নী, দক্ষিণে ভাই। ইহাঁদের একজনকে ছাড়িলেও শান্তি নাই। ঈশ্বরের পরিবার উচ্ছন্ন যাউক, ভাই ভগিনীরা পাপ-সাগরে ডুবিয়া থাকুক, আমি কেবল নির্জনে বসিয়া ধ্যান করিব, যাঁহার মনের ভাব এইরূপ, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তিনি এথনও তাহা জানেন নাই। ব্রাহ্ম যিনি তিনি চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্ম-পরিবার দর্শন করেন। সেই পরিবারের মধ্যেই ঈশ্বর-কৃপা এবং তাঁহার নিজের পরিত্রাণ লাভ করিবেন মনে করিলেও হৃদয় পুলকিত হয়। যাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি, কত সহস্র ভাই ভগিনী তাঁহারই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য লালায়িত—যে পথে আমি যাইতেছি, তাঁহারাও সেই পথের যাত্রী। যাই আমি পিতার দ্বারে আঘাত করিলাম, নয়ন খুলিয়া দেখি সহস্র সহস্র ভাই ভগিনী সেই দ্বারে আঘাত করিলেন। কি অপরূপ দৃশ্য! সহস্র সহস্র ভাই ভগিনী দিন দিন পিতাকে দেখিতে যাইতেছেন। অতএব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে অরণ্যে বাস করা স্বর্গ নহে; কিন্তু এই বৃহৎ ব্রাহ্ম পরিবার লইয়া ঈশ্বরের পবিত্র আলয়ে বাস করাই স্বর্গ। এই পরিবারের একজনকে ছাড়িলেও চলিবে না। শরীর যেমন কোন অঙ্গ বিহীন হইলে অপূর্ণ থাকে, এবং ভালরূপে তাহার কার্য্য সম্পন্ন হয় না; এই পরিবারও সেইরূপ কোন অঙ্গ শূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। চরণ না থাকিলে কি শরীর চলিতে পারে, না শরীর না থাকিলে কেবল চরণ চলিতে পারে? সেইরূপ পরিবারের যদি একটী

অপকৃষ্ট অঙ্গও বিদ্রোহী হয়, সমস্ত পরিবারের অশান্তি ও অকুশল হয়। সেই দিন যথার্থ পরিবার হইবে—যখন সমুদয় ব্রাহ্ম এবং সমুদয় ব্রাহ্মিকারা এক হৃদয় হইবেন। পাঁচটী ব্রাহ্ম স্বতন্ত্র থাকিলে হইবে না। যদি ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, তবে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ, মস্তক চরণ ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ হস্ত পদ সকল যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া, একত্র হইলে যেমন একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শরীর হয়—সেইরূপ যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমুদয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা প্রেম যোগে সম্মিলিত হইয়া, একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর হইবে; ব্রহ্ম তখন তাহার প্রাণ হইয়া ব্রাহ্ম-পরিবার সংগঠন করিবেন। ইহারই জন্য দয়াময় দীনবন্ধু আমাদিগকে লইয়া বৎসর বৎসর উৎসব করিতেছেন। উৎসবের সময় কতবার দেখিলাম শত শত ভাই এক মুখ, এক প্রাণ এবং এক হৃদয় হইয়া ব্রহ্মনাম করিতে লাগিলেন এবং সেই ধ্বনিতে সহর কম্পিত হইল। যতদিন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন ততদিন কিছুই হইতে পারে নাই; কিন্তু যাই সকলে একত্রিত হইলেন, জগতে তখন অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল। এক দেশ হইতে মস্তক, অন্য দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং অন্য দেশ হইতে কর্ণ ইত্যাদি লইয়া, একটী দেহ সংগঠন করিয়া, যদি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করি, জগৎ দেখিয়া বলিবে কি আশ্চর্য্য! কিন্তু নানা দেশ হইতে বৎসর বৎসর ব্রহ্ম-সন্তান সকল আসিয়া, যখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম যোগে সম্মিলিত হইয়া একটী শরীর হন, এবং যখন ঈশ্বর সেই আধ্যাত্মিক শরীরে প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিয়া, শত শত ব্যক্তিকে নব জীবন দান করেন, তখন যে ব্রাহ্ম জগতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়, ব্রাহ্মেরা

এখন পর্য্যন্ত তাহার গভীরতা বুঝিতে পারিলেন না। কেমন আশ্চর্য্য সেই প্রেমযোগ! কেমন মধুময় সেই শরীরের ভাব! কত শত মৃত ব্যক্তি এই শরীরে যোগ দিয়া সজীব হইল; কত শুষ্ক হৃদয় ইহার মধ্যে পড়িয়া প্রেমে উন্মত্ত হইল। যাহারা একটী কথা বলিতে জানে না, উৎসবের সময় তাহারা কোথা হইতে ব্রহ্ম-অগ্নি উদ্গীরণ করে? কোথা হইতে এই মধুরতা, কোথা হইতে এই উত্তম, কোথা হইতে এই তেজ? ব্রহ্মোৎসব কি সামান্য! ব্রাহ্মগণ! বল দেখি এক একটী উৎসবে কি তোমরা এক একটী প্রেম-সরোবর দেখ নাই? ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের সম্মিলনে জগতে ব্রহ্মের প্রেম পুণ্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় দুর্ব্বল বলী হয়, ইহা কি মিথ্যা কথা? অপ্রেমিক প্রেমিক হয়, কে না ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে? সকলেই আমরা এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাণ। অতএব সাবধান, কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না। সকলের চক্ষু যখন ব্রহ্মকে দেখিবে তোমার চক্ষু যেন পৃথিবীর ধূলি দর্শন না করে, সকলের কর্ণ যখন ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিবে, তোমার কর্ণ যেন সংসার-কোলাহলে নিমগ্ন না থাকে; সকলের প্রাণ যখন ঈশ্বরের প্রেমে মজিবে, সাবধান, তোমার প্রাণ যেন অনিত্য সুখ অন্বেষণ না করে। সপ্তাহ পরে সেই গম্ভীর সময় আসিতেছে, যখন শত শত ভাই ভগিনীর মধ্যে আবার সেই পরম সুন্দর প্রাণেশ্বরকে উৎসবকর্ত্তারূপে এবং জগতের প্রেমময় পিতারূপে দর্শন করিব। এই সময়ের মধ্যে বৎসরের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লও। ভাই ভগিনীদের সঙ্গে প্রেম পবিত্রতায় সম্মিলিত হও। কেন না, এই উৎসব কেবল তাঁহারাই উপভোগ করিতে পারিবেন যাঁহারা ক্ষমারূপ অস্ত্র দ্বারা ভাই ভগিনীর সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা

করিতে পারিবেন। যাঁহারা এক হস্তে প্রেম এবং অন্য হস্তে ক্ষমা লইয়া এক প্রাণ, এক হৃদয়, এবং এক পরিবার হইতে অভিলাষ করেন, পিতা তাঁহাদেরই জন্য উৎসব করিবেন। যাহারা স্বার্থপর হইয়া সমস্ত বৎসর ভাই ভগিনীদের মারিয়াছে, কাটিয়াছে, আঘাত করিয়াছে, এবং অন্তরে কিছু মাত্র অনুতাপ নাই, তাহারা যতই কেন আড়ম্বর করুক না, কিছুতেই তাহাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রকাশিত হইবার নহে। অতএব বলি, যদি কোন ভাই ভগ্নীর নিকট অপরাধী হইয়া থাক তবে এই সহজ উপায় অবলম্বন কর। তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন কর, যতক্ষণ না তোমার পবিত্রতা সেই ভাই ভগ্নীর মধ্যে প্রবেশ করে ততক্ষণ ক্রন্দন কর। তোমার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া, দেখিবে পিতা তাঁহার প্রসন্ন মুখ তুলিয়া বলিবেন; "সন্তান! তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম; কিন্তু সাবধান, আর আমার কোন পুত্র কন্যার প্রতি দুর্ব্যবহার করিও না।" তখন দেখিবে, পিতার সঙ্গে এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সঙ্গে এক আশ্চর্য্য মধুর সন্ধি সংস্থাপিত হইল। বিবাদ নাই, বিরোধ নাই, কোন শত্রু রহিল না। সকলের মুখে শান্তি, সকলের মুখে সুকোমল পুণ্য-প্রভা। ইহারই নাম প্রেমধাম, এবং প্রেমিকদিগের নিকটে ইহাই শান্তি-নিকেতন। উৎসবের দিন দয়াবান্ ঈশ্বরের নিকট আমরা যেন বলিতে পারি, "জগদীশ! আমরা সকলেই এক পবিত্র প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। পিতা, খোল দ্বার একবার দেখাও, নাথ, সে আনন্দধাম।"

ব্রহ্মোৎসব।

দ্বাচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

গোলদীঘীর মাঠে বক্তৃতা। *

অপরাহ্ণ, সোমবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৩ শক ;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে নগরবাসীগণ! ভ্রাতৃগণ! অদ্য তিন বিজয় নিশান হস্তে লইয়া আমরা এথানে উপস্থিত হইলাম। প্রথম নিশান—বল "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" দ্বিতীয় নিশান—বল "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং।" তৃতীয় নিশান—বল "সত্যমেব জয়তে।" পরব্রহ্মের জয়! এই নগরে আজ এত আন্দোলনের কারণ কি? অবশ্যই বঙ্গদেশে মহাব্যাপার সংঘটিত হইল। কি আশ্চর্য্য লোকের সমারোহ! চারিদিকে পুষ্পমালা, বায়ু হিল্লোলে নিশান সকল উড্ডীয়মান হইয়াছে। আবার বলি ব্রহ্মের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়! এ ধর্ম্মের সংস্থাপক ঈশ্বর, তিনি এ দেশের নর নারীকে ধর্ম্মের পথে আনিবার জন্য, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম এথানে প্রেরণ করিয়াছেন। যথা সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছে। লোকের মন প্রস্তুত হইয়াছিল। চারিদিকে অভাব বোধ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়াছিল। যথা সময়ে স্বর্গের বস্তু পাওয়া গিয়াছে। যথা সময়ে স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছে। অদ্য কে আমাদিগের উৎসাহ অগ্নিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? কাহার সাধ্য যে বিঘ্ন

দিয়া এ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে? ধর্ম্মের নিকটে কি অসত্যের বল দাঁড়াইতে পারে? ধর্ম্ম নিজের বলে অপবিত্রতা পাপ মৃত্যুকে বিনাশ করিবেন। চারিদিক হইতে নর নারী একত্র হইয়া, ঈশ্বরের পদ ছায়া লাভ করিতে আসিবেন। কেহ কোন বাধা মানিবেন না। এ সকলই ঈশ্বরের কীর্ত্তি, মনুষ্যের নহে। ঈশ্বর এ ধর্ম্মের প্রেরয়িতা। তাঁহার বলে এই ধর্ম্ম দিন দিন প্রচার হইতেছে। ভ্রাতৃগণ! এ ধর্ম্মের প্রতি কেহ দোষারোপ করিও না। মনে করিও না যে, এ ধর্ম্ম তোমাদের মধ্যে পুণ্য ও পবিত্রতা বিনাশ করিবার জন্য, লোকদিগকে স্বেচ্ছাচারী করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মের দ্বারা সকল প্রকার সত্য ও পবিত্রতা রক্ষিত হইবে এবং প্রত্যেক পাপ বিনষ্ট হইবে। এ ধর্ম্ম দ্বারা জগতে সকলে সমান হইবে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সেই পরব্রহ্মের আরাধনা করিবেন। ইহার প্রতি কেহ বিদ্বেষ করিও না। অনেকে "ব্রহ্মজ্ঞানী" নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে দ্বেষ অমূলক। তোমরা যদি ব্রাহ্ম নাম না চাও তাহা হইলে ঐ নামটী পরিত্যাগ কর। ইহাকে সত্যধর্ম্ম বল, প্রীতির ধর্ম্ম বল, ঈশ্বরের ধর্ম্ম বল। মুসা ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ পুরাকালে যে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন ইহা তাহাই। আজ ঘরের ভিতর আমরা বদ্ধ হই নাই, সকল প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াছি, অসীম আকাশ আমাদের চন্দ্রাতপ, বায়ু আমাদের প্রচারক, ঐ সূর্য্য আমাদের আলোক দাতা। আমাদিগের ধর্ম্মের উদারতা সমুদয় সঙ্কীর্ণতাকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। উদারতার অস্ত্র ধারণ করিয়া, যাহা কিছু সাম্প্রদায়িক ভাব তাহা বিনাশ করিতে হইবে। আমরা কোন সঙ্কীর্ণতা মানি

না, এই সূর্য্য ঐ বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ আমাদের সাক্ষী। চারিদিকে যে সকল লোক দেখিতেছি, সকলেই জাতি নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম এক, পরিবার এক, যেমন তিনি এক। আমরা সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিতা। এ ধর্ম্মের উদারতার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ পরাস্ত হয়। মহাসাগর পারে আজ ব্রহ্মনাম শুনিতেছি। সকল দেশীয় নর নারী, ইহলোক পরলোকবাসী সকল সাধু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগর পারে, পর্ব্বত উপরে, বিজন কাননে, সজন নগরে, যাঁহারা পিতার নাম করিতেছেন তাঁহারা আমাদেরই। যখন এত বড় উদার আমাদের ধর্ম্ম—যাহা বায়ুর সঙ্গে পৃথিবীময় প্রচারিত হইতেছে, সে ধর্ম্মকে কে বাধা দিতে পারে? কাহারও প্রতি শত্রুতা করিতে আমরা আসি নাই, কিন্তু বক্ষঃ প্রসারণ করিয়া সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যে বিদ্বেষী সে ব্রাহ্ম নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দেশ বিদেশস্থ সকল লোকের চরণতলে যে অবলুণ্ঠিত হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রেম দান করিতে পারে সেই ব্রাহ্ম। যাহার মনে সঙ্কীর্ণতা নাই তাহাকে ব্রাহ্ম ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি।

অতএব ভ্রাতৃগণ! এই কথাগুলি লইয়া ঘরে প্রত্যাগমন কর। এক ঈশ্বর, তাঁহারই প্রেমে পাপী পরিত্রাণ পায়, সেই একমাত্র ঈশ্বর সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে। নিরাকার ঈশ্বরকে চক্ষু দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রত্যেকের নিকট প্রকাশিত হন। সেই ঈশ্বর এক, তাঁহার প্রেম সকলের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। পরিত্রাণ কোথা? মুক্তির পন্থা কি? গুরু কে? শাস্ত্র কি? সাধন কি? ভ্রাতৃগণ! সকলই তিনি;

তাঁহার নাম ধরিয়া ডাক সকল পাপ দূর হইবে। ব্যভিচার করিও না, তোমরা মদ্য পান করিও না, ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিও না, যত বিবাদ বিসম্বাদ সমূলে বিনাশ কর। জ্ঞানী হইতে চাও এই বিদ্যালয়ে এস ; ধনী হইতে চাও হও, ক্ষতি নাই ; ব্যবসা বাণিজ্য করিতে চাও কর ; কিন্তু কোন জ্ঞান তোমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারিবে না—যতক্ষণ না জ্ঞানের জ্ঞান তিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ কর। দিনান্তে নিশান্তে একবার, শতবার নহে, ঈশ্বর, ঈশ্বর, দয়াময়, দয়াময় বলিয়া ডাক। বল আজ সকলে ডাকিবে কি? প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ঈশ্বরকে ডাকিও, আর সময় নাই বলিও না। অন্ন যেন মুখে যায় না যতক্ষণ না ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হয়। পিতার চরণে সকল দিতে পার আর না পার, কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ! যেন একবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে ভুলিও না। আমার কথা গ্রহণ কর, একবার ডাক। যদি বল এই ব্যক্তি কোন্ জঙ্গল হইতে আসিয়া চীৎকার করিতেছে? প্রমাণ আছে। আমার প্রমাণ হিমালয়ের মধ্যে, মূর্খের অন্তরে, জ্ঞানীর মুখে ; যে সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে তাহা আমার প্রমাণ। যে বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এই বায়ু আমার প্রমাণ। ঈশ্বর আছেন ইহাতে আর সংশয় করিও না। সকল ধর্ম্ম এই ধর্ম্মের দিকে আসিতেছে। অবশেষে ঈশ্বরের ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম মন্দ হয় উহা চূর্ণ হউক। সকলে ঈশ্বরের নাম কর। তাঁহার নামে পরিত্রাণ হইবে। এক ঈশ্বর দয়াময় উপরে, এক পরিবার, এক রাজ্য ; এক্ষণে তাঁহার এক পরিবার হইয়া আমরা কত সুখ কত শান্তি পাইব। কবে আমরা সকলে এক আকাশের নীচে একত্র হইয়া ঈশ্বরকে সাধারণ

পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব? আর অধিক বলিব না, এই বলি ভ্রাতৃগণ! তোমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য একবার সেই প্রেমময় ঈশ্বরকে ডাক যিনি এখন আমাদের কাছে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ভারত ছারখার হইল, কত পাপ, কত অপবিত্রতা আর উপেক্ষা করিও না। বল ব্রহ্মের জয়, বল দয়াময়ের জয়!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রেম-সরোবর।

সায়ংকাল, সোমবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৩ শক;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

নগরের চারিদিকে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন। ঐ শুন, এখনও দূর হইতে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি আমাদের হৃদয় প্রফুল্ল করিতেছে। কত ঘরে আজ প্রেমের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এ সকল দেখিয়াও কি কেহ নাস্তিক থাকিতে পারে? আজ কি দেখিয়াছি বল দেখি? ব্রহ্ম আজ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া নগরে প্রকাশ পাইলেন। স্বর্গ হইতে আজ এই মহানগরে ব্রহ্মতেজ বিকীর্ণ হইল। চারিদিকে আজ ব্রহ্মনামের পবন বহিতেছে, ব্রহ্মনামের স্রোত যেরূপ প্রবলবেগে ধাইতেছে, বুঝি আর এদেশে শুষ্কতা অভক্তি থাকিতে পারিবে না। ভক্তি বিনা প্রাণ বাঁচে না ইহা আজ প্রত্যক্ষরূপে শিক্ষা করিতেছি। জ্ঞানের গৌরব, সাধু কার্য্যের আড়ম্বর হৃদয় পবিত্র করিতে পারে না;

এইজন্যই আজ এই নগরে ভক্তির বন্যা। কেন নর নারীকে অসাধু হৃদয়ে চিন্তা করিয়া জনসমাজ কলঙ্কিত করিলাম? ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিয়া কেমন অব্রাহ্ম থাকা যায় তাহা আর কত দিন জগৎকে দেখাইব? না, ব্রাহ্মগণ নিরাশ হইও না। মৃত দেবতার পূজা করিতে তোমরা জন্মগ্রহণ কর নাই। কল্পনার কিম্বা হৃদয়ের কোন ভাবের পূজা করিতে আমরা আসি নাই। সেই জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর আজ জ্বলন্তরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে আজ তাঁহাকে প্রচার কর। আলস্যে পাথরের মত হইয়া থাকিও না। পরের দুঃখে উদাসীন হইয়া যদি অত্যন্ত ঈশ্বরের নিকট কঠোর হৃদয় দেখাইতে চাও, তবে আজ ব্রহ্মমন্দিরের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। প্রেমে যাহার মন গলে ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল সেই ব্যক্তিই স্থান পায়। তবে আর কেন মনকে পাষাণের মত রাখিয়াছি। চারিদিকের লোক এই বলে ব্রাহ্মেরা প্রেমশূন্য হইয়াছে। যদি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সত্যরূপে বলিতে পার প্রাণস্বরূপকে প্রাণের সহিত ভালবাস, তবে জানিব যে তোমরা যথার্থ ই ব্রাহ্ম। অদ্যকার ব্যাপারের পরেও যদি মৃত প্রাণে জীবনসঞ্চার না হয়, অন্ধ দেখিতে না পায় এবং বধির শুনিতে না পায়, তবে বুঝি নিরাশা আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিল, কিন্তু দূর হও, নিরাশা, প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে আর অস্বীকার করিতে পারি না। সঙ্কল্প করিয়াছি আর তাঁহাকে ছাড়িব না। এ ঘরে যিনি আছেন, তিনি প্রেম-সরোবর। ভাই ভগিনীগণ ইহাতে অবগাহন করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রাণ শীতল না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িও না। সাধু অসাধু, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলকে বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত

পাথর গলিয়া আর্দ্র না হয় সে পর্য্যন্ত এই মন্দির ছাড়িও না। আমরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়া থাকি আমাদিগকে ক্ষমা কর। আজ কে এই ঘরে এসেছেন? তোমাদের কি চক্ষু নাই, আজ এখানে আনিয়া কে কথা কচ্ছেন? ভাই ভগ্নীগণ, তোমাদিগকে কেন ভালবাসি? এইজন্য যে তোমাদের সঙ্গে পিতার গূঢ় সম্পর্ক। এক ঘরে বসে যিনি আমাদের সাধারণ পিতা মাতা তাঁহার পূজা করিব। এই মন্দিরে যদি প্রেমময়ের নামে পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে ঈশ্বর মিথ্যাবাদী। আজ চক্ষু যাহা দেখিল, কর্ণ যাহা শুনিল, হৃদয় যাহা অনুভব করিল, ইহা কি আর ভুলিতে পারি? হৃদয় প্রেমে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হয় ভাই ভগ্নীদিগকে ডেকে এনে পিতার চরণতলে পড়ে প্রেমাশ্রুপাত করি। বড় দুঃখের বিষয় এখনও পিতার ঘর পূর্ণ হইল না। এখনও বঙ্গবাসীরা বাহিরে পড়িয়া রহিলেন। হা, জগদীশ! আজ এমন করে ব্রহ্মমন্দিরে প্রেম বর্ষণ করিলে; কিন্তু অবিশ্বাসীরা ইহা দেখিল না। কবে বাহিরের ভাই ভগিনী সকল তোমার মন্দিরে ফিরিয়া আসিবেন? আমাদিগকে এমন করে শান্তি-নিকেতনের সুধা পান করাও যে আমরা আর কখনও কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি শত্রুতা করিব না। বন্ধুগণ, গত বৎসরের অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমরা যদি আমাদিগকে শত্রু বলে পদ দ্বারা দলন কর এবং আমরা যদি তোমাদিগকে নির্যাতন করি তবে কিরূপে একত্রে ব্রহ্মধামে যাইব? নগরবাসী বন্ধুগণ, আজ এই নগরে কি হইল দেখিলে ত। বড় দুঃখ হয় আমরা কেন পিতার এমন স্বর্গের ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিলাম। পিতার এমন প্রেম দেখিয়াও কি তোমাদের মন গলিবে না? এত

শুনেও যদি প্রাণ না গলে তবে আর আমাদের নিস্তার নাই। বারম্বার ঈশ্বরের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি যে ভাই ভগ্নীদের প্রাণের সহিত ভালবাসিব; কিন্তু বারম্বার তাহা লঙ্ঘন করিয়াছি।

হে জ্ঞানী, হে কর্ম্মী, হে বিষয়ী, বল তোমাদের মস্তকে শান্তি আছে কি না? যদি শান্তি না থাকে, নিশ্চয় জানিও, এখনও তোমাদের হৃদয়ে অহঙ্কার গরল রহিয়াছে। প্রেম বিনা শান্তি নাই। ভাইকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিলে না। একাসনে বসিলে যদি ভ্রাতৃভাব হইত তবে কোন্ কালে পৃথিবীতে স্বর্গ আসিত। এতকাল একত্র বসিয়া উপাসনা করিলে, বলিতে অন্তর শুষ্ক হয়, এখনও তোমরা পরস্পর শত্রু। ভাইকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয় না, ইহার কারণ কি? ভাইকে ভাই বলে যতদিন বুকে বেঁধে রাখিতে না পার, ততদিন নিস্তার নাই। যে দিন ভাইকে সমাদর করিবে সেইদিন হইতে এই ব্রহ্মমন্দির তোমাদের নিকট শান্তি-সরোবর হইবে। প্রেমময় আমাদের কাছে বসে সকল কথা শুনিতেছেন। যতদিন তাঁহার কাছে বসে ভাই ভগ্নীদের ভালবাসিতে না পারিব ততদিন সুখ নাই। শান্তি বিনা প্রাণ গেল। সুখ্যাতি, ধন, মান, কিছুতেই সুখ নাই। বৎসরান্তে বিনীতভাবে তোমাদের কাছে এই নিবেদন করিতেছি, পিতাকে ভালবাসিতে হইবে। কথা আর কত বলিব। এক পিতার কথা, এক প্রেমের কথা। তাঁহাকে হৃদয়ের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে গাঁথ। ভ্রাতৃগণ, ভাই বলে তোমাদিগকে বড় ভালবাসি, তোমাদের কাছে এই বিশেষ অনুরোধ, পিতাকে ভালবাস। ভগ্নীগণ, তোমাদের কাছেও অনেক প্রত্যাশা করি। আজ থেকে কেহই ঈশ্বরকে শুষ্ক বলিও না। সে ঈশ্বর নয়, সে দৈত্য। ঈশ্বরের

নাম মধুময়। এত যে পাপ করিয়াছি তবুও যখন প্রেমময় প্রসন্ন হয়ে একবার হাস্যমুখ প্রকাশ করেন তখন যে হৃদয় মুগ্ধ হয়। এই নগরে যে, প্রেমময়ের নামামৃত বর্ষিত হইল। আজ এই প্রতিজ্ঞা কর, তাঁহার নিভৃত রাজ্যে একটী পরিবার হয়ে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিবে। কেমন সুন্দর সেই পরিবার, ঈশ্বর যাহার স্নেহময়ী মাতা। প্রেমিকদের প্রেমময় ঈশ্বর আজ উৎসবে আসিয়াছেন, তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন কর। প্রাণাধিক পরমেশ্বরকে, সাবধান, কখনও শুষ্ক মনে ডাকিও না। ভক্তি এবং প্রেম-সিংহাসনে বসাইয়া দিন দিন তাঁহার পূজা কর, ইহকাল, পরকালে কল্যাণ হইবে।

স্বর্গীয় পরিবার।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক ;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

সাম্বৎসরিক উৎসব দিনে ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তিনি গত বৎসর প্রিয়তম উপাসক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যত অপরাধ করিয়াছেন তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। প্রিয়তম ব্রাহ্মগণ! এইজন্য আমি গত বৎসর তোমাদিগের প্রতি যত পাপ করিয়াছি তাহার জন্য তোমাদের চরণতলে পড়িয়া আজ ক্ষমা চাহিতেছি (মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার)। আমার আদেশ কিম্বা আমার উপদেশের দ্বারা তোমাদের আত্মার যতদূর অনিষ্ট হইয়াছে, এবং আমার শুষ্ক উপাসনা দ্বারা এই পবিত্র মন্দির যতদূর কলঙ্কিত হইয়াছে, তজ্জন্য তোমাদিগকে সাক্ষী করিয়া দয়াময় ঈশ্বরের পদতলে

পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ! তোমাদের নিকটেও আমি ক্ষমা চাহিতেছি, আমার কঠোর উপদেশ দ্বারা তোমাদের কোমল হৃদয়ে যতবার আঘাত করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাদের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা দয়া করিয়া আমার অপরাধ সকল ক্ষমা কর।

ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! এই মাত্র তোমরা এই সুমধুর সঙ্গীত শুনিলে "বড় আশা করে, তোমার দ্বারে, এসেছি ওহে দয়াময়। প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"—ঈশ্বরের কাছে সকলে মিলিয়া, আজ এই মিনতি করিলাম, "যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা কি এবং আমার মনোবাঞ্ছা কি পিতা তাহা জানেন। এক একজনের অবশ্যই এক একটী মনোবাঞ্ছা আছে এবং তাহা পিতা জানিয়া নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। বন্ধুগণ! আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকট বিশেষরূপে একটী মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। আমিও গোপনে তাঁহাকে এই কথাটী বলিয়াছি "যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" সে বাঞ্ছাটী কি, বন্ধুগণ! তোমরা কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ? বহুকাল হইতে পিতা এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, যখন যাহা বাসনা করিয়াছি তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, আবার বিনা প্রার্থনায় কত স্বর্গের সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাহা ত গণনাই করিতে পারি না; কিন্তু আজ যে ধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, সে ধন না পাইলে কিছুতেই এই দীনের দীনতা যাইবে না। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা অতি নিষ্ঠুর তাঁহারা বলিতে পারেন আমার এই মনোবাঞ্ছা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে,

ইহা আমার ভ্রম এবং দুরাশা। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট বিনয় করিয়া বলিতেছি, এমন নির্দ্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও না। আমার যে মনোবাঞ্ছা তাহা কল্পনা নয়, তাহা কবিত্ব নয়; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহাই এই জগতে পরম সত্য, এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আমার জীবনের প্রধান আশা। কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাঞ্ছা নহে; কিন্তু ইহাই প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার গূঢ় অভিপ্রায়। সেই বাঞ্ছাটী কি? ভক্তি বিহীন হইয়া তাহা শুনিও না; কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনোবাঞ্ছাটী শ্রবণ কর। সেই বাঞ্ছাটী এই;—আমাদের দয়াময় পিতা যেমন অনেক স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদিগকে লইয়া তিনি একটী আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন করুন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম! স্বর্গের কত আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা স্মরণ করিলেও কৃতজ্ঞতা-রসে হৃদয় আর্দ্র হয়! কিন্তু এ সকলই মিথ্যা এবং অস্থায়ী, যদি এ মন্দিরের দ্বারা এবং এই মন্দিরের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী মন্দিরের সূত্রপাত না হয়। বাহিরের মন্দিরে বসিয়া আর কত কাল পুণ্য শান্তি লাভ করিব? ইহার সঙ্গে ত কেবল শরীরের যোগ। তাই এমন একটী মন্দিরের প্রয়োজন যাহার মধ্যে বসিয়া অনন্তকাল পিতার সৌন্দর্য্য দর্শন করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধাম! কোথায় সেই প্রেমধাম? তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে! ইহাঁদের মধ্যেই তাঁহার প্রেম বিস্তার। ইহাঁরা ভিন্ন ভালবাসিবার আর তাঁহার কে আছে? এবং ইহাঁরা ভিন্ন তাঁহাকে ভালবাসে জগতে এমন আর কেহই নাই।

দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং এই প্রেম-নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "পুত্রগণ, কন্যাগণ! তোমরা আমার এই স্বর্গীয় ব্যাপারে যোগ দান করিয়া পরিত্রাণ লাভ কর।" আরও বলি তোমরা কেবল অল্পসংখ্যক কয়েকটী বঙ্গবাসী এই পবিত্র কার্য্যে বিব্রত হইয়াছ, এবং পৃথিবীতে আর কেহই তোমাদের সহায় এবং সহযোগী নাই, কথন এরূপ মনে করিও না। তোমাদিগকে অনেকে ভালবাসেন, এবং তোমরা যে মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছ, অনেকে তাহার প্রশংসা করেন, এবং যাহাতে তোমরা আরও উন্নত ও পবিত্র হইতে পার এইজন্য তাঁহারা ব্যাকুল। তাহার চিহ্নস্বরূপ দেখ ঐ যন্ত্র (বিলাত হইতে প্রেরিত বহুমূল্য অর্গান যন্ত্র)। বল দেখি তোমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের ভাই ভগ্নীদের কি সম্পর্ক? কেন তাঁহারা বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিগকে এই সুন্দর যন্ত্রটী দান করিলেন?

তোমরা তাঁহাদের কে? সাগরের অপর পার হইতে অজানিত অপরিচিত ভাই ভগ্নীদের উদার হস্ত হইতে এমন আশাতীত দান পাইয়া, কি তোমরা সহস্র গুণ উৎসাহ এবং আশার সহিত এক হৃদয় হইয়া, এক তানে দয়াময় নাম সংকীর্ত্তন করিবে না? দেখ, তোমরা দয়াময়ের নাম কর বলিয়া জগৎ তোমাদিগকে কেমন ভালবাসে। তোমাদিগকে দেখেন নাই, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় নাই, তথাপি তাঁহারা তোমাদের কথা শুনিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কেমন প্রস্তুত রহিয়াছেন। কেবল ইংলণ্ডের ভাই ভগ্নীগণ তোমাদিগকে ভালবাসেন তাহা নহে, কিন্তু জার্ম্মেনি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের উন্নত-চিত্ত ব্যক্তিরাও তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করেন। ভাল,

তোমরা সকলের প্রণয় এবং শ্রদ্ধা পাইলে; কিন্তু এখনও তোমরা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পার নাই। যে পর্য্যন্ত তোমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলে বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া একটী সুন্দর পরিবার না হও, সে পর্য্যন্ত আমার অন্তরে সুখ নাই। যখন "যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়" এই গানটী হইতেছিল, আমি ভিক্ষুকের ন্যায় দয়াময়ের দিকে তাকাইয়া এই বলিলাম "দীননাথ! আমাদিগকে লইয়া একটী পরিবার কর।"

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ! তাই আজ তোমাদের পদতলে পড়িয়া বিশেষরূপে মিনতি করিতেছি যাহাতে এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহার জন্য তোমরা বিশেষ যত্ন কর। তোমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন ত আর সংসারে ফিরে যাইতে পার না। সংসারের সকল পথে যে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। এখন যে সে স্থানের সমুদয় পথই দুর্গম। ধর্ম্মপথে এতদূর অগ্রসর হইয়া তোমাদের মধ্যে কে মনে করিতে পার যে আবার পৃথিবীর ধন, মান এবং বিষয়ের সুখ সৌভাগ্য তোমাদের আত্মার গভীর দুঃখ দূর করিতে পারে? তাই বলি এতদূর আসিয়াও যদি সেই বহু দিনের প্রত্যাশিত শান্তিগৃহের চূড়া দেখিতে না পাই, তবে যে ভাই ভগ্নীগণ! নিশ্চয়ই অকুল সাগরে ডুবিলাম। ব্রহ্মসন্তান বলে কত আশা এবং কত উৎসাহের সহিত শান্তি পাইব এই বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মসমাজের শরণাগত হইলাম; এখানে আসিয়াও যদি চিরদিন শান্তিবিহীন থাকিতে হইল, তবে যে আর দুঃখের শেষ নাই। ভাই ভগ্নীতে সম্মিলিত হইয়া মধুমাখা ব্রহ্মনাম কতবার শ্রবণ করিলাম, কত সহস্রবার ব্রহ্মের আরাধনা, ব্রহ্মধ্যান এবং তাঁহাকে প্রার্থনা

করিলাম। এ সকল ব্যাপারের পরেও যদি বলিতে হয়, কোথায় আমাদের ব্রহ্ম, কোথায় তাঁহার শান্তি-নিকেতন, কিছুতেই যে আমাদের শান্তি হইল না, তবে ব্রাহ্মগণ! বল দেখি আমাদের দুর্দ্দশার শেষ কোথায়?

পৃথিবীতে যাঁহারা ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্যাভিমানী, তাঁহারা ত অনেক দিন হইল, আমাদিগকে জঘন্য, নীচ, বলিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, অনন্যগতি হইয়াই আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। অতএব এখানে আসিয়াও যদি শান্তি না পাই তবে যে আমাদিগকে আজীবন কেবল দুঃখ যন্ত্রণাতেই মৃত্যুর হস্তে পড়িতে হইল। হে ব্রাহ্মগণ! আমাদের যে মৃত্যুশয্যায় এরূপ ক্রন্দন করিতে হইবে না তাহা কে বলিল? যাঁহাদিগকে আগে কত আহ্লাদ করিয়া পিতা মাতা এবং ভাই ভগ্নী বলিয়া ডাকিতাম, তাঁহারা ত একবারও আর আমাদের প্রতি তেমন স্নেহচক্ষে তাকাইলেন না। এখন পরিত্যক্ত, ঘৃণিত এবং অপমানিত হইয়া, হে ব্রাহ্মগণ, হে ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ, তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তাই তোমাদের হৃদয়, প্রাণ এবং মন ধরিয়া মিনতি করিতেছি, তোমরা আর এই ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে অপ্রেম, বিবাদ, কলহ এবং বিচ্ছেদ আনিও না। পিতা তাঁহার নিজের প্রেম দিয়া যে সুন্দর গৃহ বাঁধিতেছেন, সাবধান, তোমরা হিংসা, লোভ, স্বার্থ এবং অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া সেই ঘর ভাঙ্গিতে উদ্যত হইও না।

দেখ্‌ছ ত, আজকার দৃশ্য কেমন মনোহর! বল দেখি নানা দেশ হইতে এ সকল ভাই ভগ্নী আসিয়া কেন আজ এই মন্দিরে বসিলেন? কে ইহাঁদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন? কাহার সদাব্রত ভোগ

করিয়া ইহাঁরা এত আনন্দিত? তোমরা কি আপনাদের চেষ্টায় এতগুলি ভাই ভগ্নীকে আনিতে পারিতে? দেখ, পিতার নামে উন্মত্ত হইয়া কতদূর হইতে, কত পরিশ্রম এবং কত ব্যয় করিয়া ইহাঁরা আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিলেন। পিতা আজ কেমন সুন্দররূপে ইহাঁদের সঙ্গে বসিয়াছেন; কেমন প্রেমভরে বারবার ইহাঁদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন তোমরা কি তাহা দেখিতেছ না? হা! কঠিন-হৃদয় পাষাণগণ! একবার বিগলিত হও! দেখ, সম্মুখে আজ কি অপরূপ দৃশ্য! দেখ আজ কত শত প্রেমফুল ফুটিয়াছে, সৌরভে স্বর্গ আমোদিত হইল। তোমরা কি এখনও নিদ্রিত রহিলে? আশ্চর্য্য তোমাদের মোহ-নিদ্রা! শুনছ ত গভীরস্বরে চতুর্দ্দিকে আজ কি নাম হইতেছে, কাহার মধুর নাম আজ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। আঃ! আজ সকলই মধু! নাম মধু, আরাধনা মধু, ধ্যান মধু, প্রার্থনা মধু, চতুষ্পার্শ্বের প্রত্যেক ভাই ভগ্নী মধু! কোথা হইতে আজ এত মধু আসিতেছে? দেখ পিতার এক বিন্দু প্রেম পড়িয়া, পৃথিবী স্বর্গ এবং মনুষ্য আজ দেবতা হইল। এমন প্রেমময়ের সন্তান হইয়া তোমরা কলহ বিবাদে জর্জ্জরিত? আজ পিতা সকলকে এখানে আনিয়া বলিতেছেন "সন্তানগণ! পরস্পর প্রেমডোরে বদ্ধ হও।" আরও বলিতেছেন "অপরাধী পুত্র! তোমার ভয় নাই, আমি জানি তুমি আমার অনেকটী পুত্র কন্যার প্রতি শত্রুতা করিয়াছ, আমার পরিবার মধ্যে অনেক পাপ অশান্তি আনিয়াছ, তথাপি আজ তুমি এই প্রেমোৎসবে আসিয়াছ এইজন্য সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম, যাও যাঁহাদের প্রতি শত্রুতা করিয়াছ, প্রেমভরে পদচুম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হও।"

পিতা উৎসবের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের সহিত আজ এরূপ উদার প্রেম ভাষায় আলাপ করিতেছেন। ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি এ সকল কথা শুনিতেছ না? পিতা স্বর্গ মর্ত্ত্য বিকম্পিত করিয়া প্রেমধাম নির্ম্মাণ করিবার জন্য তোমা-দিগকে ডাকিতেছেন; কিন্তু তোমরা এতই বধির যে কোন মতেই সেই আহ্বান শুনিবে না। যদি বল কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার, আমি বলি এই দেখ তোমাদের অতি নিকটে। পিতা তোমাদের কাছে থাকিয়া—আরও আনন্দের সহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের দ্বারা এই স্বর্গীয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, তাঁহার প্রেম হস্তের কার্য্য সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাঁহার কথায় সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিলে না। পিতা তাঁহার একটী দুঃখী সন্তানকে ডাকিলেন। অনেক দূর হইতে তোমাদের কাছে তাঁহাকে আনিয়া দিলেন, কিন্তু এমনই নৃশংস তোমরা, তোমরা কি না সেই দুঃখী ভাইটীকে বলিলে, তুমি এখানে স্থান পাইবে না, তুমি দূর হও। হায়! ভাইটী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তোমাদের দয়া হইল না। স্বচক্ষে দেখিলে যন্ত্রণায় তাঁহার অস্থিচর্ম্ম সার, অনাহার পিপাসায় তাঁহার প্রাণ হাহাকার করিতেছে, শীতে কাতর,—কাঁপিতেছেন, মহা রোগে জীর্ণ শীর্ণ, স্ফূর্ত্তি নাই; অন্ধ হইয়াছেন, যিনি পরম আত্মীয় তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না; বধির হইয়াছেন, প্রিয় বন্ধুদিগের মধুময় কথা শুনিতে পাইতেছেন না। তিনি কত মিনতি করিয়া তোমাদের কাছে এক বিন্দু স্থান চাহিলেন, কহিলেন "ব্রাহ্মগণ! শুনিয়াছিলাম তোমরা ঈশ্বরের মধুর

ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের হৃদয় বড় কোমল, দুঃখীদিগের দুঃখ তাপ দূর করিবার জন্যই তোমরা প্রাণ ধারণ করিতেছ। বড় দুঃখী আমি এবং অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না। মনে করিয়াছিলাম আমার মত দুঃখীকে তোমরা কোলে করিয়া তোমাদের দয়াল পিতার নিকট লইয়া যাইবে, তোমরা যদি আমাকে বিদায় করিয়া দাও, তবে এই ত্রিভুবনে আমার আর আশ্রয়ের স্থান নাই। হে দয়ার্দ্রচিত্ত ব্রাহ্মগণ! তোমাদের মধ্যে আমাকে গ্রহণ কর, নতুবা তোমাদের পাপ হইবে, দুঃখী ভাইকে বিদায় করিয়া দিলে যে তোমাদের নামে কলঙ্ক হইবে। অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে আশ্রয় দিয়া তোমরা ভাই ভগ্নী মিলে সেই সুধামাখা নাম কর আমার সকল দুঃখ দূর হইবে।"

দৈত্যের মন কি ইহাতে গলে? এত কথার পরেও তোমরা কি না বলিলে, "যাও অপরিচিত পথিক! তোমাকে আমরা চিনি না, আমাদের নিজেরই স্বর্গ হয় না, আবার পরের জন্য আমরা ভাবিয়া মরিতে পারি না।" কাঁদিতে কাঁদিতে দেখ ঐ দুঃখী ভাইটী চলিয়া যায়। যাহারা এইরূপে ভাইকে পদতলে ফেলিয়া নির্যাতন করে তাহাদের ঘরে কি কখনও পিতা প্রসন্ন হইয়া অধিষ্ঠান করেন? ব্রাহ্মগণ! যদি পিতার প্রেম-মুখ দেখিতে চাও, তবে ঐ ভাইটীকে ধর তাঁহাকে আর নিরাশায় কাঁদিতে দিও না। অতিথি সেবা করিলে যে পুণ্য হয় তাহাও কি তোমরা ভুলিয়াছ? ঈশ্বর যে বলিয়াছেন "আমার যে পুত্র ভাইকে ভালবাসে তার ঘরে যে আমি নিশ্চয়ই থাকিব।" উপাসনা করিতে গিয়া হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা কত দিন পিতার মুখ না দেখিয়া চারিদিক

অন্ধকার দেখিয়াছ ; কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বর তোমাদিগকে কি এ সকল কথা বলেন নাই? "নির্দ্দয় সন্তানগণ! গূঢ় কথা শুন, যে তোমাদের আশ্রয় লইতে আসিল কোন্ মুখে তোমরা তাহাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে? এইরূপে তোমরা কত ভাইকে বধ করিলে, কত নারী হত্যা করিয়াছ। আমি দেখিতেছি তোমরা ভাইকে ভালবাস না! অতএব যতদিন না ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলিত হও ততদিন আমি দেখা দিব না।"

যাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করি, যাঁহাদিগকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় তাঁহাদের প্রতি যাহারা পাষাণের মত ব্যবহার করে তাহাদের মন কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত হইবে? আজ চারিদিকে যে সকল মুখ দেখিতেছি এ সকল কি বিদেশী সংসারীদিগের মুখ? না, এ সকল প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগের মুখ— ঈশ্বরের সন্তানদিগের মুখ। ইহাঁদিগের বিরুদ্ধে যদি একটী কথা বলি, তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ স্বর্গে যাইবে; এবং পিতা শুনিলেই আমাকে অপরাধী বলিয়া আক্রমণ করিবেন। কার সম্পর্কে ইহাঁরা ভাই ভগ্নী? এইজন্য যে ইহাঁরা ঈশ্বরের পুত্র কন্যা। ইহাঁদের মুখ দেখিলে পুণ্য হয়। ঐ দেখ ইহাঁদের মুখে প্রেমময়ের প্রেম এবং পবিত্রতার প্রমাণ রহিয়াছে। যতই ইহাঁদিগকে প্রাণের মধ্যে রাখিতে পারিবে ততই ইহাঁদের মধ্যে দয়াময়ের নিগূঢ় প্রেম এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবে। ইহাঁদের সঙ্গে দয়াময় অনন্তকাল বাস করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! প্রাণের বন্ধুগণ! তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া একটী পরিবার হও। এখনও কেন তোমরা পরস্পরকে সমাদর করিতে

শিখিলে না? আজ কেন অনেকগুলি ভাই ভগ্নী মফঃস্বলে রহিলেন, তাঁহাদের উপর কি পিতার কোন আকর্ষণ নাই? এমন আনন্দোৎসবের দিন কেন তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আসিয়া একত্রে পিতার প্রেম-সুধা পান করিলেন না? আমাদের মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি প্রেমভরে দৌড়িয়া গিয়া সকলকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করেন?

ইংলণ্ডের ভাই ভগ্নীরা আজ আধ্যাত্মিক প্রেম-নয়নে আমাদিগকে দেখিতেছেন, তাঁহারা আজ আমাদের উৎসব স্মরণ করিয়া কত আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। পিতা তাঁহাদের সদ্ভাব এবং প্রণয় সহস্রগুণ বর্দ্ধন করুন। সাগর পারে যাঁহারা আছেন, দূর দেশে যাঁহারা আছেন, ভারতবর্ষের নানা স্থানে যাঁহারা আছেন, আজ ব্রহ্মনামে সকলে মাতিয়া প্রচুররূপে তাঁহার সদাব্রতের পুণ্য শান্তি লাভ করুন। আজ যদি কেহ কোথাও কাঁদেন তাহা আমাদের অসহ্য হইবে। আজ সকলে মিলিয়া প্রসন্ন বদনে বল, "ভাই ভগ্নীগণ! কোথায় রহিলে, একবার আজ ব্রহ্মগৃহে এসে দেখ দেখি আমাদের পিতা কেমন সুন্দর। হে বঙ্গবাসী নর নারী, হে ভারতসন্তানগণ! সকলে মিলিয়া আজ একবার ব্রহ্মমন্দির দেখিয়া যাও। সত্য, আমরা বড় পাপী; আমাদের পাপের দুর্গন্ধে বায়ু পরিপূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু প্রেমময় আজ তাঁহার প্রেমের সৌরভে আমাদের সকল জঘন্যতা ঢাকিয়াছেন; তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আমাদের সকল কুৎসিত ভাব আচ্ছাদন করিয়াছেন।" যখন ঈশ্বর একত্র করিয়া আমাদের সমবেত আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা এবং মধুর সঙ্গীত গ্রহণ করেন, তখন সকলের হৃদয় আর্দ্র হয় এবং সহজেই পরিবার হয়; কিন্তু যাই সেই সামাজিক উপাসনা সমাপ্ত হইল,

মন্দির হইতে বাহির হইয়া পথে যাইতে না যাইতে সমুদয় কোমল ভাব শুকাইয়া গেল। তাই আজ হে প্রিয়তম উপাসকমণ্ডলী! তোমাদের চরণ ধরিয়া বিশেষরূপে মিনতি করিতেছি, যাহাতে আর এরূপ শুষ্কতা আসিতে না পারে সকলে একত্র হইয়া এই উৎসবে তাহার উপায় আবিষ্কার কর।

ঐ দেখ, এবার আর ভয় নাই, তোমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য পিতা স্বয়ং স্বর্গ হইতে প্রেমের স্বর্ণ-শৃঙ্খল আনিয়াছেন। ঐ শুন তিনি বলিতেছেন "লও এই স্বর্গের স্বর্ণ-শৃঙ্খল, সমুদয় ভাই ভগ্নীকে এই শৃঙ্খলে বদ্ধ কর।" পৃথিবী! তোমার ক্ষমতা নাই যে তুমি এই শৃঙ্খলকে ছিন্ন করিবে। সংসার, ধন, মান, যশ, তোমরাও ইহার পরাক্রমের নিকট দুর্ব্বল হইলে। বিষয়বুদ্ধি তুমিও ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছ। আজ পিতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল যেরূপ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, ইহার সঙ্গে কি তোমার চাক্‌চিক্যের তুলনা হইতে পারে? আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মিকা সকল এই শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। কে ইহাঁদিগকে বাঁধিতেছেন? ঈশ্বর। আমরা নই, আমাদের ভগ্ন প্রেমের সাধ্য কি যে ইহাঁদিগকে বদ্ধ করে! আজ পিতাকে বলিয়াছি প্রাণের ভাই ভগ্নীদের যেন তাঁহার কাছে দেখিতে পাই। আজ পিতার দয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম। মুখে আর হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। আধ্যাত্মিক প্রেম-শৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্ত্তমান কালের সাধুগণ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছেন। যাই বলিলাম, নাথ! দেখাও তোমার প্রেমধাম, তখনই পুরাকালের ঋষিগণ, মহর্ষি ঈশা, চৈতন্য, নানক, মহম্মদ এবং বর্ত্তমান

ব্রাহ্ম পরিবার সকলেই তাঁহাদের প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়া হৃদয়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনেকবার তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম! আজ কেন আবার পিতা নানা দেশ হইতে তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়া আমাদের সঙ্গে বসাইলেন? তিনি কি নিরর্থক কোন কার্য্য করিতে পারেন? ঐ দেখ স্বর্ণ-শৃঙ্খল আনিয়াছেন, এবার সকলকে চিরকালের জন্য প্রেমডোরে বাঁধিবেন এই তাঁহার মানস। ব্রাহ্মগণ! গত বৎসর তোমরা বলিয়াছিলে ব্রাহ্মদের মধ্যে বড় শুষ্কতা, কেহ কাহাকেও ভালবাসে না। বল দেখি আজ কেন পিতা এত প্রেম ঢালিতেছেন। তোমাদের ত অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম; প্রেমভরে যখন মৃদঙ্গ লইয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছ, তোমাদের সেই শোভাও দেখিয়াছি; কিছুকাল পর আবার তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়াও কাঁদিয়াছি। আজ প্রতিজ্ঞা কর আর কখনও এরূপ করিবে না। পিতার সম্মুখে যদি আজ এই প্রতিজ্ঞা না কর, তবে এই উৎসব কখনই চির-উৎসব হইবে না। কতবার পিতা স্বর্ণের কলসী করে তোমাদের প্রতিজনকে স্বর্গের অমৃত দিলেন; কিন্তু বারম্বার তোমরা আপনার দোষে তাহা হারাইলে। তোমরা এমন স্বর্গের ধন পাইয়াও আবার ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিলে, এজন্য পিতা প্রহার করিতে করিতে তোমাদের নিকট হইতে সেই ধন কাড়িয়া লইয়া তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে দিলেন। তাই বলিতেছি, তোমরা আগে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন কর, তাহা হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া জগতের লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিবে; স্বর্গরাজ্যে আনিবার জন্য আর তাঁহাদিগকে ডাকিতে হইবে না।

তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ এক হইবে। কালের ব্যবধান, স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। পুরাকালের ঋষি সকল আসিয়া তোমাদের সঙ্গে দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিবেন। এবং বর্ত্তমান সময়ের মুর্খ জ্ঞানী, দীন ধনী, নর নারী, যুবা বৃদ্ধ, সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে এক প্রাণ এক আত্মা হইয়া দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়া উঠিবে আমরা স্বর্গে যাইব। যদি জিজ্ঞাসা কর তোমাদের নিদর্শন পত্র কি? তাহারা বলিবে চক্ষের জল। সাধন কি? প্রেম। গৃহ কি? ব্রহ্মধাম। প্রচারকগণ! অহঙ্কার করিও না, তোমাদের যত্নে নয়; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপ তাঁহার সন্তানদিগের দুঃখ দূর করিবেন। যখন তোমরা স্বার্থপর এবং নিরুৎসাহ ভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলে, পিতার নাম শুনিয়া দলে দলে তাঁহার সন্তানগণ আসিয়া তোমাদের সেই গভীর নিদ্রা ভাঙ্গিলেন। সমস্ত জগতের জন্য তিনি এক ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। যদি শান্তি চাও সকলেই এই ঘরে প্রবেশ কর। আবার দেখ ভবনদী পার হইবার জন্য একটী তাঁহার নির্ম্মিত ঘাট, তাহার নাম ভক্তি-ঘাট। যদি পরিত্রাণ চাও এই ঘাটেই আসিতে হইবে। ঐ দেখ এই ঘাটে পিতার চরণতরী রহিয়াছে; দেখ পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত মহাপাপী পার হইয়া গেল; তাই বলি হিংসা, স্বার্থ, লোভ, অহঙ্কার পদে দলন কর এবং ভাই ভগ্নীদের গলায় হাত দিয়া আনন্দ মনে একটী পবিত্র পরিবার হইয়া পরম সুন্দর প্রেমময় পিতার নিকট দণ্ডায়মান হও। দয়াময় এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! *

ধ্যান।

অপরাহ্ণ, বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক ;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

যাঁহারা এই মন্দিরে উপস্থিত আছেন, সকলেই নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করুন। যাহাতে বিষয়-চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। আমরা যে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া আছি, উপাসকগণ! যাহাতে ইহা উপলব্ধি করিতে পার তাহার জন্য যত্ন কর। ধ্যান কঠিন, কিন্তু ইহা আবার সহজ। একবার নিমীলিত নয়নে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর ; বল "ঈশ্বর! তুমি আছ।" দেখিবে ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার গম্ভীর বর্ত্তমানতায় তোমাদের শূন্য আত্মা পূর্ণ হইবে। "সত্যং—ঈশ্বর তুমি আছ" ইহাই ধ্যানের মূলমন্ত্র। আমি আছি এবং জগৎ আছে, এই দুটী সত্য যেমন তোমরা সহজে বিশ্বাস কর, তেমনই, "ঈশ্বর আছেন" সহজ ভাবে যদি ইহা বলিতে পার তবে নিশ্চয়ই তোমরা ধ্যানের সঙ্কেত শিখিয়াছ। কঠোর নীরস ধ্যান আমাদের নহে ; যে ধ্যানে ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতে হয়, সে ধ্যান আমরা চাহি না। যুক্তি, চিন্তা দ্বারা আমরা ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিতে চাহি না এবং কল্পনা দ্বারা আমরা তাঁহাকে সাজাইতে ইচ্ছা করি না। তিনি নিজেই সুন্দর, কল্পনার অলঙ্কার কি তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে? তাঁহার নিরবলম্ব অস্তিত্ব কি মনুষ্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করে? তুমি বলিতেছ ঈশ্বর আছেন, এইজন্যই কি তিনি আছেন? তুমি বলিবে, ঈশ্বর নাই, তাহা হইলে কি তিনি থাকিবেন না? অতএব দেখ, আমাদের বুদ্ধি

কিম্বা আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে না ; অথবা আমাদের সন্দেহ এবং আমাদের অবিশ্বাস তাঁহার অনতিক্রমণীয় সত্তা ধ্বংস করিতে পারে না। সন্দেহান্ধ, অবিশ্বাসী জগতে কত; কিন্তু তাহাদের কথায় কি ঈশ্বর চলিয়া যাইবেন? জগৎ দেখুক আর না দেখুক ; বারবার দেখিয়াও তোমরা তাঁহাকে ভক্তি কর আর নাই কর, তিনি তোমাদিগকে দয়া করেন, এত দয়া করেন, এক মুহূর্ত্ত তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন না। তোমাদের প্রত্যেকের দুঃখ দূর করিবার জন্য দিন দিন তিনি কত করিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? তাঁহার সঙ্গে ভক্তিযোগই আমাদের ধ্যান। পিতা আছেন, এইজন্য আমি হইয়াছি ; তিনি দয়াময়, তাই আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য এত বড় জগৎ ধারণ করিতেছেন—এই সম্পর্কই ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ইহাই মধুর ভক্তিযোগ।

ব্রাহ্মগণ! প্রত্যেক রবিবারে আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে ধ্যান করি ; কিন্তু ধ্যান হইল কি না তাহা কি আমরা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখি? জড় জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক দেশে প্রবেশ করিতে গেলে প্রথমে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, না জড়-রাজ্যের চন্দ্র সূর্য্য, না হৃদয়-রাজ্যের সুশীতল পবিত্র পদার্থ ; কিন্তু আশাপূর্ণ হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিলে ক্রমেই সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল সত্তা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন বাহিরের জগৎ বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয় ; তেমনই সেই অন্তরতম চিরজাগ্রত পুরুষ, আত্মার অন্তরতম ভক্তি-চক্ষুর নিকট বিদ্যমান। কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস-নয়নে দেখিতেছেন ; কেহ তাঁহাকে প্রেম ভাবে স্পর্শ করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়া

রাখিতেছেন। সকলের এখনও এক সোপানে আসিবার সময় হয় নাই; অতএব নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চল সকলে তাঁহার সেই নিভৃত গৃহে গমন করি। চল তাঁহার আলয়ে যাইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করি। তাঁহার বাড়ীতে অনেক গৃহ আছে, চল, এক এক গৃহে যাইয়া আমরা বসি, প্রত্যেকের নিকট তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। প্রত্যেক ঘরেই তাঁহার আবির্ভাব। একাগ্রচিত্তে তদ্গত ভাবে, বিষয়-রাজ্য হইতে ক্রমে চলিয়া যাও, অন্ধকারের পর অন্ধকার, তাহার পর অন্ধকার, গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকার এবং তাহা অপেক্ষাও ঘোরান্ধকার অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, ভয় নাই, নিরাশ হইও না, শীঘ্র কাজ সারিয়া লইব এরূপ মনে করিও না; কিন্তু শান্ত ভাবে ধীরে ধীরে সেই পুণ্যালয়ের দিকে গমন কর, কিছুদূর গেলেই দেখিবে কেমন সুন্দর সেই মঙ্গলময়ের প্রেমরাজ্য। কোথায় সেই মঙ্গলময়ের প্রেমরাজ্য, কোথায় সেই পুণ্যধাম? আত্মার মধ্যে, তোমাদের প্রাণের মধ্যে। যাত্রীগণ! যাও সেই প্রাণ-রাজ্যে, দেখিবে প্রাণের অধিপতি হইয়া, প্রাণ-সিংহাসনে সেই "রাজরাজেশ্বর" প্রতিষ্ঠিত। ধ্যানেচ্ছু সাধকগণ! সাবধান, আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করিও না, ব্রহ্মভক্তি অবলম্বন কর, তাঁহার কৃপাস্রোতে ভাসিয়া যাও। চল সেই পিতার ধ্যান করিতে যাই, প্রেম যাঁহার সিংহাসন এবং ভক্তি যাঁহার গৃহ, চল সেইরূপ দেখি, যাহা দেখিলে হৃদয় পবিত্র হয়. এবং জীবন সার্থক হয়। পিতা দয়াময়, তিনি জানেন যে আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি স্বয়ং করুণা করিয়া আমাদিগকে ধ্যানগৃহে লইয়া যাউন যেখানে তিনি ভক্তদিগকে দেখা দেন।

ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র।

সায়ংকাল, বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

উৎসব রজনীতে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য কি? বৎসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাহ্মেরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিবেন? ১১ই মাঘের সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ হইতেছে। গত বৎসর এই মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী এখানে কি শুনিয়াছেন? প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত কথা হইয়াছে তাহার সার কি? না ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র। শাস্ত্র ধর্ম্মজীবনের মূল। শাস্ত্র বিনা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে বিশ্বাস করা পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়। যিনি শাস্ত্র অগ্রাহ্য করেন তাঁহার ধর্ম্ম বালির উপর স্থাপিত; ঝড় বৃষ্টি আসিলেই তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব যিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ধর্ম্মজীবন নির্ম্মাণ করিতে চান তাঁহাকে একটী শাস্ত্র অবলম্বন করিতেই হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য কোন পুত্তল নির্ম্মাণ করিতে হয় না, বহুকাল অতীত হইল ব্রাহ্মেরা এ সকল সত্য লাভ করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে কথা কন এবং সাধকেরা স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে পান, গত বৎসরেই কেবল বিশেষরূপে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এমন সময়ে বঙ্গদেশে জন্মধারণ করিয়াছি। আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবন্ত সত্য লাভ করিয়াছি পৃথিবীর আর কোন অংশেই কেহ এই ভাবে

সত্য লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগের নিকট যেরূপ জীবন্ত ভাবে তাঁহার সত্য সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন পৃথিবীর কোন্ অংশে জীবন্ত ভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইতেছে, আমি বলিব—হে পৃথিবীনিবাসিগণ! বঙ্গদেশে যাও, দেখিবে সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া উপদেশ দান করিতেছেন। ব্রাহ্মেরা তাঁহার জ্বলন্ত জীবন্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া অগ্নিময় উৎসাহের সহিত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইহা কি সামান্য অধিকার যে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বর আমাদের ন্যায় মহাপাতকীর অন্তরে তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ করেন?

ব্রাহ্মগণ! বড় দুঃখের বিষয়, এখনও তোমরা এই ব্যাপারের গভীরতা বুঝিলে না। ইহার মধ্যে যে প্রেমময়ের কত বড় সত্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে, ব্রাহ্মজগৎ এখনও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বর বৎসর বৎসর তোমাদিগকে কত কথা বলিলেন; কতরূপে তোমাদের মনের সংশয় ঘুচাইলেন, এখন তোমরা কোন্ মুখে বলিবে যে ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন নাই! ঈশ্বর কত কথা বলিয়াছেন, কত প্রকারে তোমাদের কাছে তাঁহার মনোবাঞ্ছা জানাইয়াছেন, যদি একবার তাহা স্মরণ কর, একবার যদি সেই ইতিবৃত্ত পাঠ কর, তবে যে কঠোর নাস্তিকতাও চূর্ণ হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ব্যাপার যে দুর্জ্জয়রূপে তাঁহার দয়ার কথা প্রচার করিতেছে। অবিশ্বাস, নিরাশার কথা মুখে আনিতে পার না। ব্রাহ্মগণ! তোমরা—যাহাদের নিকট প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, পিতা স্বয়ং তাঁহার প্রেমশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন—

বল তোমরা, কোন্ মুখে আজ তাঁহার প্রেম অস্বীকার করিবে? ঐ দেখ তোমাদের জীবনে, তোমাদের ব্রাহ্মজগতে কত অগ্নি-শিখা উঠিতেছে; কোথা হইতে এই অগ্নি আসিতেছে? অন্ধ তোমরা, কি ব্যাপার তোমাদের সম্মুখে হইতেছে, তাহা দেখিলে না। কিন্তু দুই শত বৎসরের পর তোমাদের ভবিষ্যদ্বংশ যাঁহারা এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যখন তোমাদের ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন, চমকিত হইয়া বলিবেন কোথা হইতে জগতে এত অগ্নি আসিল। সেই অগ্নির মধ্যে আমরা বাস করিতেছি; যদিও কোথায়, কতদূর এই অগ্নি জ্বলিতেছে জানি না; কিন্তু ইহার তেজ অনুভব করিতেছি। কোথা হইতে এত অগ্নি উঠিতেছে, ইহা যে আর নির্ব্বাণ হয় না, ক্রমেই উঠিতেছে, দেখ কেমন প্রবলরূপে সমস্ত বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, বুঝি শীঘ্রই সমুদয় পৃথিবী ইহাতে আচ্ছন্ন হইবে।

পৃথিবীর অগ্নি ইহা নহে, ইহা যে সত্যের অগ্নি। স্বর্গ হইতে এই অগ্নি আসিতেছে। কে এই অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন? ব্রহ্ম। দেখ এই অগ্নিতে ব্রাহ্মসমাজ কেমন উজ্জ্বল হইয়াছে! পৃথিবীর কলমে কেহ ইহার ইতিবৃত্ত লিখিতে পারে না; স্বর্গের স্বর্ণ কলমে ঈশ্বর স্বয়ং ইহার প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক পংক্তি লিখিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মগণ! নিশ্চিন্ত হও, ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী সত্যও বিলুপ্ত হইবে না। ঈশ্বর স্বয়ং যাহা বলিতেছেন, তাঁহার লেখনী যাহা লিখিতেছে তাহার কি ধ্বংস হইতে পারে? কে বলিবে ঈশ্বরের বাক্য লুপ্ত হইবে এবং তাঁহার লেখা বিনষ্ট হইবে? তাঁহার কথাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। অতএব ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অবিনশ্বর। ব্রাহ্মগণ! এই

তোমাদের শাস্ত্র, ইহা গ্রহণ কর, আর ভয় থাকিবে না। কোন কোন ব্রাহ্মের পতন ও পরিবর্ত্তন দেখিয়া জগৎ বলিতে পারে ব্রাহ্মদিগের আবার শাস্ত্র কি! যাহাদের মধ্যে ভয়ানক স্বেচ্ছাচার—এই উৎসাহ, এই শুষ্কতা; এই জীবন্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, এই ভিন্ন ধর্ম্মগ্রহণ; এই ভাই ভগ্নীদের জন্য প্রাণ দিবার প্রতিজ্ঞা, এই আবার তাঁহাদের সঙ্গে কলহ বিবাদ—তাহাদের আবার শাস্ত্র কি? দুঃখের বিষয় এইরূপ অস্থিরতা এখনও ব্রাহ্মসমাজকে দূষিত রাখিয়াছে। এ সকল দেখিলে বোধ হয় ব্রাহ্মদিগের কোন শাস্ত্র নাই। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের গভীর মূলদেশে প্রবেশ করেন, তাঁহারা দেখিতে পান, ব্রাহ্মসমাজ এক অটল অনন্তকাল স্থায়ী প্রস্তরের ন্যায় শাস্ত্রের উপর সংস্থাপিত। সেই মূল শাস্ত্র কি? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ।

প্রতিদিন ভক্তকে কাছে ডাকিয়া দয়াময় পিতা যাহা বলেন, পুত্রের প্রার্থনার যে উত্তর দেন, তাহাই ব্রাহ্মদিগের অখণ্ড শাস্ত্র। তিনি যদি আত্মাতে কথা না বলিতেন, কে শুনিত সাধুদিগের বচন, কে বিশ্বাস করিত ধর্ম্মগ্রন্থ এবং কেবা গ্রাহ্য করিত পুস্তকের রচনা? জগতে ভক্তদিগের উপদেশ কেন এত মধুর? এইজন্য যে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই তাঁহারা জগতে প্রচার করেন। এইজন্যই জগৎ তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য এত ব্যস্ত। বিনীতভাবে বলি প্রকাণ্ড সহস্র সহস্র বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ঈশ্বরের একটী কথার সমানও হইতে পারে না। যদি ইচ্ছা হয় মৃত পুস্তকদিগকে প্রাণ দাও এবং সমুদয় পুস্তক জীবিত হইয়া যদি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, এবং তাহাদের কথায় যদি মেদিনীও বিকম্পিত হয়, তথাপি ব্রহ্ম নিঃশব্দে নিস্তব্ধভাবে যে একটী কথা

বলিবেন, তাহার নিকট সমুদয় পরাস্ত হইবে। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত কথা আমাদের শাস্ত্র; কিন্তু এই বলিয়া কি আমরা জগতের পুরাতন এবং বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পরিত্যাগ করিব? না। কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে সত্য সঙ্কলন করিব। কিন্তু কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় আমাদের উপর পরান্ন গ্রহণ করিবার দোষ আরোপ করিতে পারেন না। কারণ, অন্যের শাস্ত্র হইতে কেন আমরা সত্য গ্রহণ করি—এইজন্য নয় যে তাহা কোন মহৎ ব্যক্তি লিখিয়াছেন, কিম্বা তাহা কোন শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র; কিন্তু এইজন্য যে ব্রহ্ম স্বয়ং তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

ব্রহ্মের কথাই আমাদের প্রমাণ, যখন ব্রহ্ম বলিলেন এই সত্য লও, তখন কি পুস্তকে কি সাধুর নিকট যেখানে তাহা পাইলাম তৎক্ষণাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করিলাম। যাই বলিলেন এই ভ্রম ছাড়, তৎক্ষণাৎ পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, বেদ, বাইবেল, কোরাণ সমুদয়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সেই ভ্রম ছাড়িলাম। ব্রহ্মের কথা না শুনিয়া বল, কে সত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে? তাঁহার কথার সতেজ বল না পাইলে কাহার সাধ্য সত্যের জন্য জীবন দান করে? আমি যেমন শুষ্ক, পুস্তকগুলিও তেমনই শুষ্ক; তাহারা কিরূপে আমার কঠোর মনকে সরস করিবে? কিন্তু যাই ব্রহ্মের কথা শুনিলাম, তখনই জীবন পাইলাম, তখন দেখি এক নূতন দেশে প্রবেশ করিলাম। জড় পুস্তকগুলিও তখন সেই ব্রহ্মের কথাই প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ব্রহ্ম একবার বলিলেন "সন্তান! প্রেমিক হও, বৎস, ভক্ত হও" এই কথা শুনিবা মাত্র, হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু-পাত হইল। দয়াময়ের মধুর বচন শুনিয়া বল কে আর কঠিন

থাকিতে পারে? তাই বলি আমাদের শাস্ত্র আছে—তাহা দেখা যায় না, অবিশ্বাস নয়নে পাঠ করা যায় না; কিন্তু তাহাই জগতের প্রাণ। দেখ আর আর শাস্ত্র মৃত। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, বল কাহাকে উদ্ধার করিয়াছে? কিন্তু যিনি একবার ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি জীবনের পথ দেখিয়াছেন। একবার যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছে, আর কি তিনি সেই মধুর স্বর ভুলিতে পারেন? প্রেমময়ের কথা যেমন মধুর, তেমনই আবার ইহা উৎসাহকর।

ব্রহ্মবাণী শুনিবা মাত্র মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়। তাঁহার কথার বল এমনই আশ্চর্য্য যে শুনিবা মাত্র পৃথিবীর সম্রাট সকল ধরাতলে পতিত হয়। কে সেই কথা শুনিতে পান? যিনি বলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, আমি আর বাহিরের কথা শুনিতে চাহি না। পৃথিবীর কোলাহল নিস্তব্ধ হও। জীবজন্তুগণ! তোমরা নিস্তব্ধ হও। ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল! তোমরা কিছুকাল বিবাদ বিসম্বাদ হইতে ক্ষান্ত হও; আমি একবার সেই পার্থিব রাজ্যের অতীত জ্ঞানময় পিতার নিঃশব্দ বাক্য শ্রবণ করি। যিনি সেই নিগূঢ় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া বলেন, "পিতা, তুমি একবার কথা বল।" এইরূপ ব্যাকুল এবং সরল আত্মার সঙ্গেই ঈশ্বর কথা বলেন; এই প্রকার ব্যক্তির অন্তরেই তিনি অগ্নিময় উপদেশ দান করেন। সাধক যখন সেই অগ্নিপূর্ণ কথা শুনিতে পান, তখন আর তাঁহার সংশয় থাকে না। তখন আর—বোধ হয়, বুঝি, যেন, অনুমান হয়—এ সকল সন্দেহাত্মক ভাষা সাধকের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। প্রত্যাদেশ মনুষ্যের কল্পনা নহে; কিন্তু ইহা জীবাত্মার অন্তরে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ

আদেশ। ভক্তি-শিখরের যতই উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিবে, ততই অধিক পরিমাণে ঈশ্বরের জ্বলন্ত জীবন্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পাইবে। যদি কোন ব্রহ্মসন্তান বলেন, "ঈশ্বর আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা কহিয়াছেন যে, আমি আর কোন মতেই তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তিনি পাপীর সঙ্গে কথা কন, ইহা সন্দেহ করা অসম্ভব" আমি তাঁহার পদধূলি লইয়া জগৎকে এই কথা বলিব, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। সংসারের জালে পড়িয়া যখন তিনি ঈশ্বরকে হারাইয়াছিলেন, অন্ধ হইয়া যখন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেন না, সরল ভাবে তাহা যেমন স্বীকার করিলেন, আবার যখন ব্রহ্মের জ্বলন্ত কথা শুনিলেন তাহাও আনন্দ মনে স্বীকার করিলেন। যাহা অন্তরে আসিয়াছে তিনি তাহাই বলিলেন।

যাঁহারা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভ্রাতৃগণ! তোমরা কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ? ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া যদি এখনও ব্রহ্মের কথা না শুনিয়া থাক, তবে বিপদের সময় কাহার কথা তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে? তবে কাহার মুখপানে তাকাইয়া তোমরা বাঁচিয়া থাকিবে? মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত, পুণ্যপ্রদ সাধুসঙ্গ, তোমাদের প্রতিদিনের সরস উপাসনা, এ সকল কি তোমাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে? এ সমুদয়ের উপরে যদি ধর্ম্মগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাক, ভ্রাতৃগণ! নিশ্চয় জানিও, যখন আকাশে মেঘ উঠিবে, যখন ঝড় বৃষ্টি আসিয়া তোমাদের গৃহ অন্দোলিত করিবে, তখন আর তাহা থাকিবে না। পরের কথা এবং অন্যের দৃষ্টান্ত যে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি ভূমি তাহা কখনও অধিক দিন স্থায়ী হয় না; কিন্তু সেই গৃহ যাহা ঈশ্বরের আদেশে নির্ম্মিত এবং তাঁহার আজ্ঞার

উপর সংস্থাপিত তাহার কি আর ধ্বংস আছে? অতএব ভ্রাতৃগণ! যদি এখনও ব্রহ্মের কথা না শুনিয়া থাক, তবে তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও। ঐ দেখ, তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাই আমাদের শাস্ত্র। আগামী বৎসরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই শাস্ত্র গ্রহণ কর। ব্রহ্মের কথা ব্রাহ্মের বল। যাঁহারা মৃতপ্রায়, তাঁহাদিগকে বলি, ব্রহ্মের কথা শ্রবণ কর, জীবিত হইবে। যাঁহারা দুর্ব্বল তাঁহাদিগকে বলি, ব্রহ্মের কথা শুন, বলীয়ান্ হইবে। এক ঈশ্বরের মুখ হইতে একই কথা আসিতেছে। ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, সকলে মিলিয়া সেই কথা শুন, এবং সেই কথা পালন করিয়া, চল আনন্দ মনে স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাই।

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ।

প্রেম সম্ভাষণের সহিত হে বন্ধুগণ! আজ আমাদের পরিবার মধ্যে তোমাদিগকে স্থান দিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় এই গম্ভীর পবিত্র উৎসবের সময় তোমরা হৃদয়ের গূঢ় বিশ্বাস স্বীকার করিলে। বহুদিন হইতে তোমরা অন্তরের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া আসিতেছ; কিন্তু আজ তোমাদের জীবনের একটী বিশেষ দিন। কেন না আজ তোমরা একটী প্রকাণ্ড পরিবার লাভ করিলে। ভবিষ্যতে তোমরা ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে। আজ হইতে অনেকগুলি ভাই ভগ্নী বিশেষরূপে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এতগুলি ভাই ভগ্নীদের সমক্ষে যে ধর্ম্মে আজ তোমরা বিশ্বাস প্রকাশ করিলে, ইহা সামান্য ধর্ম্ম নহে। স্বর্গ হইতে এই ধর্ম্ম আসিতেছে। ইহা যেমন

সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়, তেমনই আবার চন্দ্রের ন্যায় সুকোমল। তোমরা এই উভয় গুণ গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর। এক হস্তে যেমন বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনামের পতাকা লইয়া বিশ্বাসের অগ্নিময় পরাক্রম দেখাইবে, আর এক হস্তে তেমনই প্রেমামৃতের কলসী লইয়া ভাই ভগিনীদিগের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা দূর করিবে। যদি এইরূপে জীবনের মহাব্রত পালন কর, দেখিবে কত ভাই ভগ্নী তোমাদের ভক্তি এবং পবিত্র মুখজ্যোতি দেখিয়া পিতার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইবেন। সাবধান, কোন অবস্থাতেই দয়াময়ের প্রেমের কথা ভুলিও না। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পার; কিন্তু সেই প্রেম কি রোগ, কি শোক, কি পাপ, কি দুঃখে সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। যদি জীবনকে সেই প্রেম-সরোবরের তীরে স্থাপন কর, সংসারের রৌদ্র কখনই তোমাদের হৃদয় শুষ্ক করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের প্রেমে অটল নির্ভর কর।

সহস্র নির্যাতনেও ভীত হইও না; কিন্তু বজ্রদেহী মহাবীরের ন্যায়, হাস্যমুখে সমুদয় আঘাত সহ্য করিবে। তিনি ব্রাহ্ম নহেন, যিনি পৃথিবীর ভ্রুকুটী দেখিয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে আন্দোলিত হন; কিন্তু তিনিই ব্রাহ্ম যিনি সকল প্রকার আন্দোলন, সকল প্রকার নিষ্পীড়ন এবং বিপদ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও হিমালয়ের মত অটল। আজ যেমন তোমরা আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ, এইরূপ সর্ব্বদা শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্জ্জয় প্রতাপে অসত্য এবং পাপকে পরাস্ত করিবে। দিবা নিশি ভক্তি ভাবে সেই চরণামৃত পান করিবে। আজ তাঁহার পবিত্র পরিবারে ভুক্ত হইলে। চিরকাল এই পরিবারের সেবা

করিবার জন্য দিন দিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। বিপদে ভীত হইও না। মনুষ্যের কথার মোহিনী শক্তিতে ভুলিও না। সাবধান, বন্ধুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পিতার প্রদর্শিত পথ হইতে এক বিন্দু স্খলিত হইও না। মনুষ্যের অনুরোধ শুনিও না; কিন্তু পিতার কথা শুনিয়া দিন দিন কল্যাণ এবং পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইবে। ব্রহ্ম তোমাদের গুরু, ব্রহ্ম তোমাদের উপদেষ্টা, বিদেশে ব্রহ্ম তোমাদের সঙ্গী, তিনিই ধর্ম্মের প্রচারক এবং তিনিই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পাপ বিকারে তিনি তোমাদের মুক্তি, মৃত্যুশয্যায় তিনি তোমাদের একমাত্র সুহৃদ এবং শেষ গতি। অতএব এই বিশেষ দিনে, তোমরা তাঁহাকে চিনিয়া লও, তাঁহার দয়ায় অটল নির্ভর শিক্ষা কর, বিপদের সময় তাঁহার অভয় মূর্ত্তি দেখিয়া পরিত্রাণ পাইবে। দয়াময়, দয়াময় বলিয়া চলিয়া যাও, বলিতে বলিতে দেখিবে শুষ্ক বৃক্ষে প্রেম-ফুল সকল ফুটিবে, অসত্য কল্পনা পলায়ন করিবে; অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রকাশিত হইবে এবং মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে। দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

ব্রাহ্মিকাদিগের স্থান।

শনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৩ শক; ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

এই সাম্বৎসরিক উৎসবে ব্রাহ্মেরা কত আনন্দ পাইলেন। পবিত্র পিতার চরণামৃত পান করিয়া কত শান্তি ভোগ করিলেন। ব্রাহ্মিকাগণ! এত বড় আনন্দোৎসবের মধ্যে তোমাদের মনই কি কেবল নিরানন্দ

থাকিবে? ব্রহ্মরাজ্যে চলিয়া যাইবার জন্য ভ্রাতারা কত সম্বল করিলেন। দুঃখিনী ভগিনীগণ! তোমাদের দুর্দ্দশা কি এতই গভীর যে, তাহা কখনও ঘুচিবার নহে? চিরকালই কি তোমাদের এই নিদারুণ কথা বলিতে হইবে যে "আমরা ঈশ্বর দর্শন পাইলাম না, তাঁহার মধুর কথা শুনিলাম না? বাহিরের উপাসনা শুনিলাম, সঙ্গীতরসে মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু যাঁহার উপাসনা হইল, যাঁহার নামে সঙ্গীত হইল, তাঁহাকে জানিলাম না, ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি কেমন সুন্দর তাহা দেখিলাম না এবং তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার কথা কেমন মধুর তাহাও শুনিলাম না।" ভগিনীগণ! এই দুঃখ যে সহ্য হয় না। সকলের অনুরাগ দেখিয়া তোমরা স্তব্ধ হইলে; কিন্তু যাঁহার প্রতি তাঁহারা অনুরক্ত হইলেন, তাঁহাকে তোমরা চিনিলে না। বাস্তবিক এই কষ্ট যে দুঃসহনীয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাদের এই কষ্ট শীঘ্র দূর করেন। ভগিনীগণ! তোমরা যে আনন্দিত হও নাই তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তোমরা যদি উৎসবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে, তবে কাহারও মুখ ম্লান থাকিত না। উৎসবের অধিপতি সেই প্রেমময়ের মুখ দেখিলে কি আর কেহ অপ্রসন্ন থাকিতে পারে? যাঁহাকে দেখিলে জন্মের দুঃখ অবসান হয়, তাঁহাকে দেখিয়া কে অবসন্ন থাকিতে পারে? যাঁহার একবিন্দু কৃপা লাভ করিলে জগতের চন্দ্র সূর্য্য, বৃক্ষ লতা, জল বায়ু এবং পক্ষিগণ পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া উঠে, তাঁহাকে দেখিলে কি আর তোমাদের এইরূপ নিরানন্দ থাকিত?

ভগিনীগণ! বলিতে দুঃখ হয়, আমাদের প্রতি তোমরা অত্যন্ত নির্দ্দয়। আমাদের সুখে তোমাদের সুখ হয় না। কোথায় পিতার

কাছে দাঁড়াইয়া দেখাইব—পিতা! ঐ দেখ, তোমাকে পাইয়া যেমন ভাইয়েরা হাসিতেছেন, তেমনই ভগিনীরাও প্রফুল্ল হইয়াছেন—না তোমাদের দুঃখ দেখিয়া এখন কাঁদিতে হইল। বাস্তবিক বলিতেছি আনন্দের সময় কাহারও নিরানন্দ থাকা উচিত নহে। যদি বল উৎসবের আনন্দের জন্য আমাদের মন প্রস্তুত নহে, তবে এক বৎসর তোমরা কি করিলে? তোমরাও কি পৌত্তলিকদিগের ন্যায় চিরদিন বিষয়াসক্ত থাকিবে? কত যত্নের সহিত পুষ্পমালায় তোমাদের এই উৎসব-গৃহ সাজাইয়াছ, তোমাদের মনও যেন এইরূপ লাবণ্যযুক্ত হয় ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা কর।

স্ত্রীজাতির মুখ আর অধিক দিন মলিন থাকিতে পারে না। তোমাদিগকে সুখী করিবার জন্য ভারতের ঈশ্বর আমাদের দয়াময় পিতা বিশেষ ব্যাপার সকল সংঘটন করিতেছেন। তোমাদিগকে লইয়া একটী পবিত্র পরিবার হইবে এই আমাদের আশা। সাবধান তোমাদের মধ্যে কেহই এই পরিবারের কণ্টক হইও না। দুই হাতে পিতা তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে দুজনকেই আকর্ষণ করিতেছেন, এক হাতে পুত্র এবং অন্য হস্তে কন্যা। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক হাতে পুত্রের চক্ষের জল এবং অন্য হস্তে কন্যার চক্ষের জল মোচন করিবেন। এক ক্রোড়ে পুত্র এবং অন্য ক্রোড়ে কন্যাকে রাখিয়া দিন দিন কত মধুময় কথা বলিবেন। এইজন্য তিনি জগৎ সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্য জগৎ ছাড়িয়া যদি কোন দুর্লক্ষ্য স্বর্গে বসিয়া থাকা তাঁহার ইচ্ছা থাকিত তবে আর তিনি এত কৃপা করিয়া এই ব্রাহ্মিকাসমাজ করিতেন না। আজ বলিতেছেন, এই মাঘোৎসবে আমার অনেক পুত্র ঘরে আসিল, কিন্তু আমার অতি স্নেহের ধন

কন্যারা কেন বাহিরে পড়িয়া রহিল। অতএব ভগিনীগণ! আর বিলম্ব করিও না। তোমাদের মনে পিতা যে সকল স্বাভাবিক কোমল প্রেমভক্তি দিয়াছেন তাহা লইয়া চল তাঁহার শান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করি। যে ঘরে বালক আছে, কিন্তু বালিকা নাই ; এবং যেখানে পুরুষ আছে, কিন্তু স্ত্রী নাই ; সে ঘর তাঁহার নহে। ভগ্নীগণ! তোমরা না আসিলে পিতার ঘর পূর্ণ হইবে না, অতএব আমাদের প্রতি সদয় হও এবং আমাদের বন্ধুদের প্রতি সদয় হও। পিতা বলিয়া দিয়াছেন, যে স্বামী স্ত্রীকে এবং যে ভাই ভগ্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, সে ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। ভগিনীগণ! এতদিন ধর্ম্ম সাধনের পর শেষে কি এই হইল, যে আমাদের পরিত্রাণ নাই এবং তোমাদেরও পরিত্রাণ নাই? কোথায় তোমরা আমাদের সহধর্ম্মিণী হইয়া আমাদের সহায় হইবে, না তোমরাই আমাদের ধর্ম্মপথের কণ্টক হইলে? তোমাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখী হইয়া এই কথা বলিতেছি। মানিলাম তোমাদের অনেক পুণ্য আছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও এক পরিবার না হইলে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। সরল ভাবে বল দেখি, শান্তি কি হৃদয়ে পাইয়াছ? ঈশ্বরকে কি আপনার পিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ? আজ বল, এতদিন জগতে থাকিয়া পরিত্রাণের কি সম্বল পাইয়াছ? এখনও ঈশ্বরের রাজ্যে কলহ বিবাদ, এখনও তোমরা ক্রোধে অন্ধ, লোভে উন্মত্ত। পিতার ঘরে কেন এত অশান্তি? ভাইদের চরণতলে পড়িয়া বলিয়াছি, ভ্রাতৃগণ! আর পিতার গৃহে অশান্তি আনিও না। ব্রাহ্মিকাগণ! তোমাদিগকে বলিতেছি আমাকে যদি শান্তি দিতে চাও এবং আমার স্বর্গস্থ পিতার প্রসন্ন মুখ যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়

তবে তিনি যে ভগিনীদিগকে আনিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত বাঁধ। দুঃখের সাগরে ডুবিলে, অপমানিত হইলে আর পুরাতন বন্ধুদের পাইবে না। পিতা বল, মাতা বল, ভাই বল, ভগ্নী বল দুঃখের সময় কেহই কাছে আসিবে না। নূতন পরিবার এবং নূতন সংসারে প্রবেশ না করিলে এখন আর নিস্তার নাই। চল সেই প্রেমধামে সেই শান্তি-নিকেতনে। সেখানে বিবাদ নাই কলহ নাই। পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট সমাদর। তোমাদের মনের প্রীতিফুল ফুটিতে পারিল না। ভক্তি উঠিতে ছিল কিন্তু চারিদিকের প্রতিকূল ব্যাপারে শুকাইয়া গেল। দশ বৎসর পরে তোমরা কি হবে ভেবে দেখ। ঐ দেখ সকলে ভক্তি-ঘাটের নৌকায় উঠে চলে গেল, তোমরা এখনও দুঃখিনী হয়ে রহিলে। কেমন করে পিতার চরণতরী আরোহণ করিবে, তাহা কি একবারও চিন্তা করিবে না ?

তোমরা প্রচারকদের বাড়ীতে থাক, তোমরা তাঁহাদের নিতান্ত আত্মীয়। জগতে ধর্ম্ম সাধনের যত প্রকার সুবিধা সকলই পাইয়াছ। সাধু সঙ্গ, ধর্ম্ম গ্রন্থ, সর্ব্বদা ব্রহ্মোপাসনা এ সকলই তোমরা লাভ করিতেছ। কি আশ্চর্য্য! যাহারা স্বর্গরাজ্যের কাছে থাকে তাহারাই স্বর্গে যায় না। এই দশ বৎসরের পর তোমাদের উচিত ছিল যে, তোমরা লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া দুঃখিনী ভগ্নীদিগকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু এখনও তোমাদের অন্তর স্বার্থপর রহিল। এই কি তোমাদের উচিত ? এই ঘরে থাক, যত রাজ্যের ভাল পুস্তক এখানে আছে, ভাল ভাল বন্ধুরা এখানে রহিয়াছেন, স্ত্রী-বিদ্যালয় আছে, ব্রাহ্মিকা-সভা আছে, পৃথিবীর পক্ষে যে সকল দুর্ল্লভ, সহজেই তোমরা সে সকল ভোগ করিতেছ। এত উপায়ের মধ্যেও যদি

তোমাদের উপকার না হয়, তবে তাদের উপায় কি হবে যাদের কাছে প্রচারক নাই এবং স্বর্গের আর কোন উপায়ই নাই। আমি কি বৃথা বলিতেছি, আমি কি বিদ্বানের মত তোমাদের কাছে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছি? কখনই না। ভগিনীগণ! বিশ্বাস কর, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি, তোমাদের দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিতেছি, আর নিরানন্দ থাকিও না। আমাদের পিতার ঘরে অনেক আনন্দ আছে। যাদের মা আনন্দময়ী তাদের কেন নিরানন্দ। তোমরা এমন স্নেহময়ী মাতার ঘরের কাছে থাকিয়া কেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাও। আজ তোমাদের বিশেষ দিন। আজ একটী বিশেষ উপায় না লইয়া এখান হইতে উঠিও না। আরাধনা কর, ধ্যান কর, প্রার্থনা কর, সঙ্গীত কর, আলোচনা কর, যতক্ষণ না পরিত্রাণের একটী সদুপায় লাভ কর ততক্ষণ এখান হইতে যাইতে পারিবে না। যদি নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও, তবে বুঝিব আমার কথার প্রতি তোমাদের অনুরাগ নাই। যদি ভগ্নী হও ভাইয়ের কথা রক্ষা করিতে হইবে। নিজের কন্যার মত মনে করে, নিজের ভগ্নীর মত মনে করে, আজ আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে বলিতেছি, যদি তোমাদের কোন শুভ সঙ্কল্প থাকে তাহা সম্পন্ন না হইতে হইতে যেন অন্ধকার সূর্য্য অস্তমিত না হয়। যদি দেখি অন্ততঃ দশটী ভগ্নীর মনও পিতার চরণতলে প্রেমডোরে বদ্ধ হইয়াছে আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। কি নির্জনে কি সজনে সর্ব্বদা যেন তোমাদিগকে পিতার সঙ্গে দেখিতে পাই। দেখ ভগ্নীগণ! পিতার চরণ যেন খালি না দেখি। তোমরা নিয়ত ভক্তিজলে পিতার চরণ ধৌত করিতেছ, ইহা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

আমাকে আশা দাও যে তোমরা আজ একটী বিশেষ সদুপায় না করে গৃহে ফিরে যাবে না। কেবল মুখে ভগ্নী বলে, তোমাদের প্রতারণা করিতে আসি নাই, উপদেশ দিতে আসি নাই; কিম্বা ধর্ম্মের কোন গভীর কথাও বলি নাই; কিন্তু যাহাতে পিতার সেই প্রেম-পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা বলিতে আজ আমি তোমাদের কাছে আসিয়াছিলাম।

কৃপাবৃষ্টি।

রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৭৯৩ শক; ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

"হে ঈশ্বর! তুমি মহান্ এবং আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন কর।"

কোন সুবিজ্ঞ ভাবগ্রাহী পর্য্যটক শীত ঋতুর সময় ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেখানকার ভূমি শুষ্ক, তথাকার জীব সকল স্পন্দহীন এবং মৃতপ্রায়। প্রত্যেকের ঘরের নিকট যে কূপ ছিল তাহা শুষ্ক, নদ নদী শুষ্ক, আকাশে মেঘ নাই, অল্প যে জল আছে তাহাও মলিন, সেখানকার স্রোত সকল আর চলে না। স্থানে স্থানে ভয়ানক দুর্গন্ধ। বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প হীন। চারিদিকে কঠিন প্রস্তর। বায়ু কোথায় স্বাস্থ্য বহন করিবে, না চারিদিকে রোগ, যন্ত্রণা এবং অশান্তি বিস্তার করিতেছে। কষ্ট নিবারণ করিবার যে উপায় তাহাও বিনষ্ট প্রায়। প্রত্যেকের ঘরে এক একটী গভীর কূপ আছে, কিন্তু তাহার মূলে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হইতেছে না। তৃষ্ণায় সকলে হাহাকার করিতেছে। প্রাণ দগ্ধ এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাব নাই,

অনুষ্ঠানের অভাব নাই। কৃতবিদ্য যুবকেরা রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। সমস্ত দেশ জ্ঞান এবং কার্য্যের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। কেহ বক্তৃতা করিতেছেন, কেহ উপদেশ দিতেছেন, কেহ প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান-কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন; কেহ কেহ দীন দুঃখীদিগের দ্বারে দ্বারে যাইয়া পরোপকার করিতেছেন, কিন্তু সেই জ্ঞান, সেই অনুষ্ঠানে অনুমাত্র সুখ শান্তি নাই। দেশ সংস্কর্ত্তাদিগের বল বীর্য্য উদ্যম সকলই দেশের জ্ঞানোন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত। কিন্তু বহুদিনের অনাবৃষ্টিতে এবং জলের অভাবে সর্ব্বত্র হাহাকার। নূতন পর্য্যটক এ সকল দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ, কোন মতেই ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। বড় বড় জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত জ্ঞানে সুখ পাইলাম না বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন, বড় বড় কর্ম্মী কার্য্যাড়ম্বরে শান্তি নাই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। সেই ক্রন্দনে সকলকে দুঃখিত করিল, বোধ হইল, যেন পক্ষী সকলও নগরবাসীদিগের দুঃখে দুঃখী হইয়া বিলাপ করিতেছে। এ সকল দেখিতে দেখিতে পর্য্যটকের মনে নানাবিধ আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঘোরান্ধকার উপস্থিত-হইল, ক্রমে ক্রমে সেই মেঘ ঘনীভূত হইল, তুফান উঠিল, ব্রহ্মদেশে এই ঘোরতম অন্ধকার, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ সকল বিদারণ করিয়া বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই মেঘ মালা হইতে অমৃত বারি বর্ষিত হইয়া লোকের ম্লান মুখ প্রসন্ন করিল, কূপসকল পরিপূরিত হইল, নদ নদী সকল পরিপূর্ণ হইল। এত জল হইল যে তাহা মাঠের উপর উঠিয়া স্রোত বহিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া পর্য্যটক চমৎকৃত হইলেন।

পিতা পুত্র প্রফুল্ল, স্বামী স্ত্রী কৃতজ্ঞ, ভাই ভগ্নী সদ্ভাব এবং প্রেমে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে যে সকল পরিবার বিবাদ, বিসম্বাদ, অশ্রদ্ধা ও অবিনয়ের আলয় ছিল, সে সমুদয় পরিবার এখন বিনয়, প্রেম এবং সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইল। আবার আর এক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলেন। নগরবাসী সকল একত্র হইয়া একটী ঘরে আসিলেন, সেই ঘরে শত শত প্রেম ও শান্তি ফুল ফুটিয়াছে। সেখানকার বায়ু স্বাস্থ্যকর। শুভ নিমন্ত্রণানুসারে সকলে আসিয়া সেই শান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। ভাই ভগ্নী সকল বিবিধ পুষ্পের আঘ্রাণে মোহিত হইলেন, এইরূপে সেই ঘরের চারিদিকে সকলের মধ্যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে অনাবৃষ্টিতে সমস্ত দেশ কষ্ট পাইতেছিল, নগরবাসীদিগের আর তাহা মনেও রহিল না। কারণ তাঁহারা এত শান্তি আনন্দ ভোগ করিতে পাইলেন যে তাহা আর হৃদয়ে ধারণ করিতেও পারিলেন না। অবশেষে দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং প্রেমোন্মত্ত হইয়া মহোল্লাসে সংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দয়াময় ঈশ্বরও সন্তানদিগের এইরূপ আনন্দময় নৃত্য ও প্রেম ভাব দেখিয়া স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ শতগুণ বৃদ্ধি করিলেন। কেহ আর নিরানন্দ রহিল না। সেই বিষাদপূর্ণ নিরানন্দ নগর প্রেমানন্দে টলমল করিতে লাগিল। সহৃদয় পর্য্যটক কিছুদিন সেই ঘরে বাস করিবেন মনে করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, চিরাভ্যস্ত পাপের যন্ত্রণায় কতগুলি লোক সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহারা আবার কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় সেই শান্তিবারি, কোথায় সেই ভক্তি-পুষ্প। বলিতে লাগিল, এই যে রমণীয় ঘর দেখিতেছিলাম, ইহা কি স্বপ্নের ঘর। কতগুলি পরস্পরের সঙ্গে

কলহ বিরোধ করিয়া প্রেম পথে কণ্টক রোপণ করিতে লাগিল। এ সকল দেখিতে দেখিতে পর্য্যটকের মনে গভীর হৃদয়-বেদনা উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের কৃপায় অনাবৃষ্টির পর বহু বৃষ্টি হইল, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হইল, মরুভূমি হইতে প্রেমোৎস উৎসারিত হইল; কিন্তু সে দেশের লোকেরা এতদূর কৃতঘ্ন ও অহঙ্কারী যে যাই বলিল আমরা জল পাইয়াছি, তৎক্ষণাৎ তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। ব্রাহ্মগণ! এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিলে? সাবধান ভ্রাতৃগণ, সাবধান ভগ্নীগণ! ১১ই মাঘে যাহা পাইয়াছ তাহাতে স্পর্দ্ধা করিও না। যিনি দিলেন বিনীত অন্তরে তাঁহাকে ভক্তি কৃতজ্ঞতা দিতে হইবে। যাহা পাইয়াছ তাহা ছায়া নহে, তাহা শব্দ নহে, কিন্তু তাহা জীবনের ব্যাপার করিতে চেষ্টা কর, জন্ম সার্থক হইবে। অনেক দিনের অনাবৃষ্টির পর পিতা স্বর্গের জল ঢালিয়া দিলেন, নিজের দোষে তাহা শুষ্ক হইতে দিও না। উৎসবের শেষ রাত্রি আজ। আজ যদি তাঁহার শান্তিবারি সঞ্চয় করিতে কৃতসঙ্কল্প না হও, নিশ্চয়ই শুকাইয়া মরিতে হইবে। কেমন সুন্দর তাঁহার প্রেমমুখ, কেমন সুমিষ্ট তাঁহার কথা, ইহাতেও যদি প্রেম-শৃঙ্খলে হৃদয়কে তাঁহার চরণে বদ্ধ না করি, ইহাতেও যদি তোমরা পরস্পর প্রেমডোরে বদ্ধ না হও, তবে দুঃখের সহিত বাধ্য হইয়া বলিতে হইল, তোমরা আপনার হাতে বিবাদানল লইয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য দগ্ধ করিতেছ। এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে তৃষিত চাতকের ন্যায় ফিরিতেছিলাম, এখন বৃষ্টি হইয়াছে। তাই, কাতরভাবে তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি আর প্রেমময়কে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিও না। আশাকে দূর

করিও না। আর যেন অপ্রেম, অশান্তি আসিয়া আমাদের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া না ফেলে।

ঈশ্বর জড়জগতে।

রবিবার, ২৯শে মাঘ, ১৭৯৩ শক; ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

"সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।"

এই জগৎ যাহা আমরা দেখিতেছি ইহার নাম জড়জগৎ। ঈশ্বর, যিনি ইহার স্রষ্টা তাঁহার নাম চৈতন্য স্বরূপ। জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের যোগ বুঝিতে না পারিয়াই আমরা নানা প্রকার ভ্রমে নিপতিত হই। যতদিন এই নিগূঢ় যোগ অপ্রকাশিত থাকে, ততদিন চারিদিকে কেবলই রাশি রাশি জড় পদার্থ দেখিতে পাই, এবং ঈশ্বর তাহার পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন। জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মুগ্ধ হই, কিন্তু যিনি জগতের প্রাণ তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি না। স্বভাববাদী স্থূল-দর্শীরা এজন্যই ঈশ্বরের সত্তায় সন্দেহ করে। কি আশ্চর্য্য জড় পদার্থ! মনুষ্যের চক্ষু হইতে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া রাখে। যে দেবতা এত কৌশলে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ইহার মধ্যে বাস করিয়া আমরা তাঁহাকেই ভুলিয়া যাই; তাঁহার নির্ম্মিত জগৎ উপভোগ করি, কিন্তু তিনি যে ইহার নির্ম্মাতা তাঁহাকে দেখি না। জড়জগতে থাকিয়া আমরা ঈশ্বরবিহান হইলাম। কোন্ ব্রাহ্ম বলিতে পারেন, আমি যখন একটী জল বিন্দু দেখি তাহার মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন পাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ঈশ্বরশূন্য বাস্তবিক কোন জগৎ নাই। তবে যে আমরা জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না ইহা আমাদের পাপের

শান্তি। অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই জগতই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মেরা জানেন এই মত ভ্রমমূলক; কিন্তু ইহার মধ্যে যে অমূল্য সত্য রহিয়াছে, যতদিন তোমরা সেই সারাংশ গ্রহণ না করিবে, ততদিন তোমাদের সাধন অপূর্ণ থাকিবে। ইহা সত্য যে জড়জগৎ ব্রহ্ম নহে, কিন্তু জড়জগৎ ব্রহ্মময়। চৈতন্যের সঙ্গে যে জড়ের নৈকট্য সম্বন্ধ যতই তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ততই এই সত্যের গৌরব বুঝিতে পারিবে। জড়জগতের এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখানে ব্রহ্মের পূর্ণ আবির্ভাব নাই। অতএব অদ্বৈতবাদীকে ভয় করিও না। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয় কি? অসত্যপরায়ণ অল্প বিশ্বাসীরাই অন্ধকার দেখিয়া ভয় পায়। পূর্ণ বিশ্বাসীরা অভয় পদ পাইয়াছেন। কি অদ্বৈতবাদীদিগের নিকট, কি পৌত্তলিকদিগের নিকট, বিশ্বাসী সর্ব্বস্থানে যাইয়া নির্ভয়ে সত্য সঙ্কলন করেন। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী "আমি ব্রহ্ম," "জড় বস্তু ব্রহ্ম" এইরূপ কল্পনা করিয়া বিষম ভ্রমে পড়িয়া মরিতেছে, বিশ্বাস-খড়্গ লইয়া তোমরা তাহাদিগকে রক্ষা কর। কিন্তু ব্রাহ্ম যোদ্ধাগণ! এমন করিয়া অস্ত্র ঘুরাইবে যাহাতে ভ্রম নষ্ট হয়, কিন্তু সাবধান সেই ভ্রমান্ধ ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে যাহা কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সাধুতা রহিয়াছে তাহা যেন বিনষ্ট না হয়। "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী," তাঁহাদের মধ্যে যে এই প্রধান সত্য, বিনীত ভাবে সেই সত্য সাধন কর। আমার হস্তের এই পুস্তক ঈশ্বর নন, কিন্তু ঈশ্বর ইহার মধ্যে আছেন। সেই যে ভ্রমান্ধ অদ্বৈতবাদী তিনিও এই সত্য জানেন। অনেকে অদ্বৈতবাদকে এইজন্য ভয় করেন—সর্ব্বত্র ঈশ্বর আছেন—এই কথা বলিলে পাছে কল্পনা আসে। তিনি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান—এই কথা বলিলে পাছে সূর্য্যের ন্যায় একটী

জড়পিণ্ড সম্মুখে ধক্ ধক্ করে। সর্ব্বত্র তাঁহার চরণ—ইহা বলিলে পাছে একটী প্রকাণ্ড জড় পদার্থ দেখা যায়, এই ভয়ে তাঁহারা অদ্বৈতবাদের এই মহা সত্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু যিনি এইরূপ ভীরু তিনি কিরূপে ব্রহ্ম সাধন করিবেন। ভয় করিয়া উপরিভাগে ভাসিলে চলিবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম শাস্ত্রের গভীর স্থানে যাইয়া রত্ন আনিতে হইবে। ঈশ্বরকে যতদিন চেতন পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিবে, ততদিন তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিলে ভয় নাই। অদ্বৈতবাদের উদারতা এবং গাম্ভীর্য্য গ্রহণ কর। চন্দন এবং পুষ্প যেমন পবিত্র তেমনই প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু পবিত্র। ঈশ্বর এক স্থানে আছেন, অন্য স্থানে নাই ইহা হইতে পারে না। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, তৃণ ইত্যাদি যতদিন তোমাদের নিকট কেবল জড় বস্তু বলিয়া পরিচিত থাকিবে, ততদিন তোমরা ব্রাহ্ম নহ। ব্রাহ্মের নিকট তৃণের মধ্যে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রেম বিদ্যমান। আকাশে আমার ঈশ্বর, কিন্তু আকাশ ঈশ্বর নহেন; নক্ষত্রলোকে আমার পিতা, কিন্তু নক্ষত্র আমার পিতা নহেন; প্রত্যেক জলহিল্লোলে তাঁহার করুণা; কিন্তু তিনি জলস্রোত নহেন। পবন যখন বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিতে লাগিল তখন দেখিলাম তাহার মধ্যে ব্রহ্মের প্রবল পরাক্রম, কিন্তু পবন ব্রহ্ম নহেন। এইরূপে যে দিকে দেখি সকলই ব্রহ্মময়। তখন জগৎ ব্রহ্মমন্দির হইয়া উঠে।

সকল চক্ষু এই জগৎ দেখিতেছে; কিন্তু কোন্ চক্ষু ইহার মধ্য দিয়া জগতের পিতাকে দেখিতে পায়? এই চক্ষুই যাহা এখন জগতের মধ্যে চৈতন্যের চিহ্ন দেখিতে পায় না, শিক্ষিত হইলে কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে।

জড়জগৎ কেবল বাহিরের আবরণ, ইহার অভ্যন্তরে ঈশ্বর বাস করেন। ব্রাহ্মগণ! তোমরাও কি চিরকাল কেবল বাহিরের শোভা দেখিয়া মোহিত থাকিবে; জড়জগৎরূপ কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া গভীরতম স্থানে অবগাহন কর, সেখানে দেখিবে ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য কেমন মনোহর! দেখিবা মাত্র হৃদয় বলিয়া উঠিবে, "সত্যং শিবং সুন্দরং।" যখন প্রত্যক্ষ দেখিবে সেই সত্য স্বরূপ ঈশ্বর জগতের প্রাণ, তখন সাধ্য কি যে জগতের একটী সামান্য বস্তুকেও অবজ্ঞা কর। তখন একটী সামান্য পুষ্প তোমাদিগের নিকট স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিবে। এইরূপে যিনি একটী ক্ষুদ্র পুষ্পের মধ্যেও ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। অতএব যদি ব্রাহ্ম হইতে চাও, তবে বাহিরের আচ্ছাদন ভেদ কর। বিশ্বাসী হইয়া জগতের যে কোন বস্তু হাতে লইবে, তাহাই ব্রহ্মের সত্তা দেখাইয়া দিবে; ধূলি হাতে লইলে তখন স্বর্ণ হইবে, একটী তুচ্ছ তৃণ তখন গুরু হইয়া পরিত্রাণ পথের সহায় হইবে। সে অন্ধ, যে চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি পর্ব্বত, নদ নদী এবং জল বায়ুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। যাহারা সংসার এবং ধর্ম্ম, ঈশ্বর এবং জড়জগৎ এই দুইকে বিচ্ছিন্ন মনে করে, তাহারা নাস্তিক। জড়জগৎ এবং সংসার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক নিমেষ স্থিতি করিতে পারে না। একটী পুষ্প হস্তে লইয়া যখন ভাবি ইহা ব্রহ্ম-হস্ত-বিরচিত, ইহা মনে করিতে করিতে যদি আত্মা ভক্তিরসে আর্দ্র না হয় এবং হৃদয় আনন্দে নৃত্য না করে, এবং ইহার সৌরভে ব্রহ্ম-কৃপার সৌরভ ঘ্রাণ করিতে না পাই, তবে নিশ্চয় বলিব ইহা কোন দৈত্য-নির্ম্মিত। ব্রহ্মমন্দির এই জগৎ এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মমন্দির। অতএব ঈশ্বরের চন্দ্র সূর্য্য সামান্য নহে। জড়ের

অবমাননা করিয়া কিরূপে ব্রহ্মযোগ আস্বাদন করিবে? যতদিন ইহলোকে অবস্থিতি করিবে ততদিন জড় বস্তু অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে? এই জড় জগতের মধ্যেই সেই চৈতন্যময় পুরুষের সহবাস ভোগ করিতে হইবে; এবং এইজন্যই তিনি আমাদিগকে এখানে রাখিয়াছেন। সাবধান, জড়জগৎকে কখনও সাধনের প্রতিবন্ধক মনে করিও না। কি শরীর, কি পুস্তক, কি জড়রাজ্যের আর কোন বস্তু, প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, তবে যে আমরা জগৎকে অন্ধকার মনে করি ইহা আমাদেরই দোষ। ভক্তের নিকট এই জড়জগৎ ব্রহ্মের সত্তায় পরিপূর্ণ। সূর্য্য তাঁহার নিকট জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ করে; অমাবস্যা-নিশীথের ঘোরান্ধকার তাঁহার আত্মাতে ব্রহ্মের সেই জ্ঞানোজ্জ্বল চক্ষু প্রকাশ করে। পাষাণের মধ্যে তিনি প্রেমের কোমলতা দেখিয়া বিগলিত হন। অবিশ্বাসীদিগের নিকট যাহা নিতান্ত কুৎসিত, তাহার মধ্যেও তিনি স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হন। অতএব ব্রাহ্মগণ! জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা জড় পদার্থের আচ্ছাদন ছেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে ব্রহ্মকে দর্শন কর। প্রস্তর, বৃক্ষ, নদ, নদী, পশু, পক্ষী ভক্তিভাবে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সে দিকেই প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীব, তোমাদিগকে ব্রহ্মের কথা বলিয়া দিবে। এমন পদার্থ কি, যাহাতে সেই অনন্ত প্রেমের প্রমাণ নাই? ঐ দেখ, একটী বৃক্ষ-পত্রের নিকট ভক্তের হৃদয় পরাস্ত হইল, অবনত মস্তক হইয়া তাহার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অনন্ত ভাব উপলব্ধি করিলেন। অতএব আবার বলি, জড়জগৎ সামান্য নয়। পূর্ব্বকালের ঋষিগণ প্রকৃতির শোভা দেখিতে কেন এত ভালবাসিতেন? ইহার কারণ এই যে প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা

ব্রহ্মদর্শন পাইতেন। পর্ব্বত, নদ, নদী, এবং বৃক্ষ সকল, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মকৃপার পরিচয় দিত। সাগর সকল তাঁহাদের মনের গভীর সংশয় দূর করিত। বায়ু এবং পক্ষী সকল তাঁহাদের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে সুমধুর সদুপদেশ দিত। সামান্য পক্ষীর নিকট তাঁহারা স্বর্গের যে সকল মধুময় সুসমাচার পাইতেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর গভীর জ্ঞানগর্ভ শত সহস্র বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিলেও তাহা লাভ করা যায় না। অতএব বলিও না জড়জগৎ আমরা চাহি না। এক একটী জড় বস্তু কতকাল হইতে ব্রহ্মের অতলস্পর্শ প্রেমের পরিচয় দিয়া আসিতেছে, একবার যদি ভাবিয়া দেখ অবাক হইবে। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু এবং ফল শস্য পূর্ণ এই সুন্দর জগৎ কি জন্য তিনি রক্ষা করেন? কত অসংখ্য জীব কতকাল হইতে এই জগতের সামগ্রী ভোগ করিল, ইহা অক্ষয় ভাণ্ডার কাহার সাধ্য এই মহা ব্যাপারের অন্ত করে? এ সকল দেখিয়া কি বলিবে প্রেমময় ঈশ্বর এই জগতে নাই? ব্রাহ্ম যিনি তাঁহার মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইতে পারে না। জগতের কোন্ বস্তু এত নীচ যে তোমাদিগকে ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ দিতে পারে না? যদি বিনীত ভাবে দেখিব শুনিব এই মনে করিয়া যাও, দেখিবে জগৎ তোমাদের গুরু হইবে, এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু তখন তোমাদিগকে স্বর্গের এক এক নূতন সম্বাদ বলিয়া দিবে। ইহাদের নিকটেই পুরাকালের ঋষিরা সহস্র সহস্র গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব পাইয়া কৃতার্থ হইতেন। যে কীট, যে তৃণ, যে বৃক্ষ পত্র, তোমাদের নিকট ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে না, তাহা ঈশ্বর নির্ম্মাণ করেন নাই তাহা তোমাদের কল্পনা। বাস্তবিক এমন কোন

পদার্থ নাই, এমন কোন প্রাণী নাই, যাহার মধ্যে ঈশ্বর নাই। অতএব চক্ষুকে পরিষ্কার কর, নদ নদী এবং ফল ফুলে ঈশ্বরকে দর্শন কর। যেখানে জড় পদার্থ সেখানেই ব্রহ্ম। তোমাদের যেমন সকল শক্তির মূল শক্তি তিনি, তেমনই জড়রাজ্যের সমুদয় শক্তির প্রাণ, তাঁহারই অগাধ এবং অসীম প্রেম। জগতের প্রত্যেক দ্রব্য তাঁহার ভাবে পরিপূর্ণ, তিনি স্বয়ং পূর্ণভাবে প্রত্যেক সামগ্রীতে বর্ত্তমান। যখন এই সত্য স্বীকার করিলাম, তখন অদ্বৈতবাদীদিগের চরণতলে পড়িয়া বলিব, ভ্রাতৃগণ! তোমাদের যে সার সত্য তাহা পাইলাম; কিন্তু জগৎ ব্রহ্ম নহে; এবং জগৎ কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না; কিন্তু জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম বাস করেন। অতএব যাহা কিছু দর্শন করি, যাহা কিছু শ্রবণ করি, যাহা কিছু স্পর্শ করি এবং যাহা কিছু আহার করি, সমুদয় বাহ্যিক ব্যাপারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ। কীট পতঙ্গ, নদ নদী, ফুল ফল, সকলই আমাদের গুরু হইয়া এক আশ্চর্য্য নূতন ভাব প্রকাশ করে। প্রত্যেক বস্তু ব্রহ্মের পবিত্র সত্তা উদ্বোধন করে। সকলে বলে, ব্রহ্মোপাসনা কর, এই দেখ আমরা ব্রহ্মপ্রেম আনিয়াছি। নদ নদী, বায়ু পক্ষী, সকলে মিলিয়া তখন অস্পষ্ট মধুর স্বরে দয়াময় নাম গান করে, তখন এই জগতের মধ্যে এই ভাই ভগিনীদের মধ্যেই স্বর্গ দেখিতে পাই। তখন আর ব্রহ্মহীন রাজ্য দেখা যায় না, ঈশ্বর স্বয়ং সেই রাজ্যে লইয়া যান যে দেশের চন্দ্র সূর্য্য, যে স্থানের নদ নদী, এবং যেখানকার ফুল ফল এবং পক্ষী সকল ঈশ্বরের গুণ গান করে। তখন অন্তর পিতার প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়। শরীর মনের অপবিত্রতা চলিয়া যায়। তখন দেখি আমার পিতা, আমার মাতা দিবা নিশি জড়জগতের মধ্যেও

আমার কাছে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে এইরূপে জগৎ আমাদের নিকট ব্রহ্মমন্দির হইয়া উঠে।

রাজভক্তি।

রবিবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক ; ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

বিশ্বপতি পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য শাসন করিবার জন্য নানা প্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। জীবদিগকে পালন করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এ সকল সম্বন্ধ ও যোগ না থাকিলে জগৎ উৎসন্ন হইত। এই সকল শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনুষ্য-সমাজ কল্যাণ এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জগতের এক একটী পরিবারকে সুশাসন করিবার জন্য দয়াময় ঈশ্বর পরিবার মধ্যে এক একজন পিতাকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করেন এবং পরিবারের সকলকে তিনি সেই পিতাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করিতে আদেশ করেন ও শিক্ষা দেন। পিতা সংসারের অধিপতি হইয়া প্রভুর ন্যায় পরিবারস্থ সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি যতদিন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া পরিবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন, এবং তাঁহার অধীন হইয়া সকলকে শাসন ও পালন করেন, ততদিন সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল কলহ বিবাদ বিশৃঙ্খলা তিরোহিত হয়। পিতা যখন গৃহের মধ্যে শান্তি বিতরণ করেন, সকলেই তখন কুশলে থাকিয়া সুখ শান্তি উপভোগ করেন। এইরূপে দয়াময় পরমেশ্বর এক একটী ক্ষুদ্র পরিবার এক একজন পিতার অধীন করিয়া দিয়া সুন্দররূপে জগৎ পালন

করিতেছেন। পরিবারস্থ সমুদয় ব্যক্তি এক পিতার অধীন, আবার জগতের সমুদয় পিতা সেই পরম পিতার ধর্ম্মশাসনের অধীন ও তাঁহার নিকট দায়ী।

পরিবারের সিংহাসনে যেমন পিতা প্রতিষ্ঠিত, তেমনই আবার এক এক দেশ অথবা নগরের সিংহাসনে এক এক রাজা প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজাও ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পৃথিবীর ক্ষুদ্র পিতা যেমন তাঁহার নিজের সন্তানদিগকে শাসন করেন, পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাজাও সেইরূপ আপনার প্রজাপুঞ্জের উপর রাজত্ব করেন। ঈশ্বর পিতার হস্তে যেমন এক একটী ক্ষুদ্র পরিবার রক্ষা করিবার ভার অর্পণ করেন, তেমনই এক একটী বিস্তৃত দেশকে সুনিয়মে রক্ষা করিবার জন্য এক একজন রাজার হস্তে রাজ্য শাসনের ভার সমর্পণ করেন। ইহাতে কেহই এইরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর ক্ষুদ্র পিতা এবং সামান্য রাজার হস্তে তাঁহার জীবদিগের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে পৃথিবী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ছাড়িয়া দিলে, পিতা বল, রাজা বল, কেহই জগৎকে রক্ষা করিতে পারেন না। পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি তাঁহার অন্তরে শুভ বুদ্ধি এবং পুত্র-স্নেহ সঞ্চার করিতেছেন, এইজন্যই জগতের ক্ষুদ্র পরিবার সকল সুরক্ষিত হইতেছে। তদ্রূপ রাজার হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাজরাজেশ্বর প্রজাবাৎসল্য এবং রাজ্যশাসন করিবার বুদ্ধি ও কৌশল এবং প্রভূত ক্ষমতা নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন। এইজন্যই পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা নিতান্ত দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতিদিগকেও ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মের বশীভূত করিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার পদতলে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, অসীম জগতে যাঁহার পবিত্র

সিংহাসন প্রসারিত, পবন যাঁহার মহিমা দেশ বিদেশে বহন করিতেছে, যাঁহার তেজে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা সকল পৃথিবীতে তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছেন। তাঁহাদের শাসনে সেই রাজাধিরাজ বিশ্বপতিরই অনন্ত জ্ঞান অসীম ক্ষমতা এবং আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। সেই বিশ্বপতির মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্যই ইহাঁরা রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং তদুপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। পিতা যেমন সেই বিশ্বপিতার অবাধ্য হইলে আর পরিবার শাসন করিতে পারেন না, রাজারাও সেইরূপ সেই বিশ্বরাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর বিশ্বস্তরূপে প্রজা পালন করিতে পারেন না। অতএব আমরা যেমন সুসন্তানের ন্যায় পৃথিবীর পিতাকে ভক্তি করিব, তেমনই অনুগত প্রজা হইয়া ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত রাজাকে যথোচিত সম্মান এবং রাজভক্তি প্রদান করিব। পিতার প্রতি যেমন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য, সেইরূপ রাজার প্রতিও আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। পিতাকে অবজ্ঞা করা যেমন পাপ, রাজাকে অমান্য করাও সেইরূপ গুরুতর অপরাধ। কি জন্য আমরা রাজাকে ভক্তি করিব? এজন্য নহে যে তাঁহার অনেক সৈন্য সামন্ত আছে, তাঁহার শাসন প্রণালী অতি আশ্চর্য্য অথবা তাঁহার পরাক্রম অতি দুর্জ্জয়; কিন্তু এইজন্য যে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ব্রাহ্মগণ! পৃথিবীর সামান্য চক্ষে তোমরা রাজাকে দেখিও না; কিন্তু ব্রাহ্মের দিব্য নয়নে রাজার সঙ্গে সেই বিশ্বাধিপতির যে জীবন্ত যোগ তাহা প্রত্যক্ষ কর। ভারতেশ্বরী মহারাণীর শাসনে থাকিয়া আমরা কত বিপদ কত অত্যাচার এবং কত ভয়ানক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং জ্ঞান ধর্ম্ম বিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াছি।

যখন তাঁহার কুশলময় শাসন দেখি, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। এইজন্যই আজ শত শত ব্রাহ্ম কলিকাতা, পঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, রাজ-প্রতিনিধির (লর্ড মেও) অপমৃত্যু নিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিতে সমবেত হইয়াছেন। যদি আমরা রাজাধিরাজকে মানি, পৃথিবীর রাজাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। কেন না পৃথিবীর রাজা রাণী তাঁহারই প্রতিনিধি, তাঁহাদের নিয়োগপত্রে ঈশ্বর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। এইজন্যই তাঁহারা আমাদের ভক্তিভাজন। পৃথিবীর রাজা রাণীর সঙ্গে ঈশ্বরের গূঢ় ধর্ম্মযোগ। এই কথা স্বীকার করিলে কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজার মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া শোক বিহীন হইয়া থাকিতে পারেন? রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে আমরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বিনীত হৃদয়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন করি। রাজার মৃত্যু দেখিয়া কি প্রজারা আমোদ প্রমোদ করিতে পারে? যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ তাঁহারা কি রাজভক্তি প্রকাশে বিমুখ হইতে পারেন?

যে দিকে দেখি সেই দিকেই আজ শোকের চিহ্ন। যে দিকে কর্ণপাত করি সে দিকেই আজ শোকের ধ্বনি। যে শান্ত চিত্ত গম্ভীর প্রকৃতি বীর পুরুষ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তিনি আর নাই। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া প্রজাবর্গের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল। এমন বীর পুরুষ কেন হঠাৎ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন? অকস্মাৎ জগতে কেন এ দুর্ঘটনা হইল? ঈশ্বরের রাজ্যে কখন কি ঘটনা হয় কেহই বলিতে পারে না। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমরা ইহার কিছুই জানিতাম

না। কর্ত্তব্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাদের শাসনকর্ত্তা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিগের মধ্যে সংস্থাপন করিবার জন্য, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রজাদিগের মধ্যে কুশল বিস্তার করিবার জন্য, তিনি দ্বীপ দ্বীপান্তর ভ্রমণ করিতেছিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাই ২৭শে মাঘ তিনি সমুদ্রের সায়ংকালীন গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া আণ্ডামান দ্বীপের একটী উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে একজন দুরন্ত লোক হঠাৎ লম্ফ দিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত করিল। সায়ংকালে অন্ধকার যেমন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, মৃত্যুর ঘোরান্ধকার আসিয়া ভারতের শাসনকর্ত্তার জীবন হরণ করিল। এমন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। এমন কি নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অথবা অনাথিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। যে দেশ তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সেই দেশের মুখ ম্লান হইল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাকে আনন্দ মনে এই মহানগরীতে আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া আবার সমস্ত দেশ শোকাকুল হইল; কোথায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার রাজসিংহাসনে বসিয়া তিনি আমাদিগকে শাসন করিবেন, না মৃত্যুগ্রাসে পড়িয়া তিনি লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার মৃত কলেবর যেন এ দেশের অকৃতজ্ঞতাকে তিরস্কার করিতেছে। যে দেশের জন্য তিনি এত করিলেন, সে দেশ তাঁহার প্রতি কত দুর্ব্ব্যবহার

করিল তাহা স্মরণ করিয়া আজ কঠিন হৃদয় গলিতেছে। এক ভয়ানক দুর্দ্দান্ত অসুর নিরপরাধ রাজপ্রতিনিধির প্রাণ বিনাশ করিল, এই দুর্ঘটনা জগতের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কোথায় গেলেন সেই মহাত্মা, যিনি অল্পকাল পূর্ব্বে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বিপুল ধন সম্পত্তি, মান সম্ভ্রমে পরিবেষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন? কোথায় রহিল তাঁহার সুখ ঐশ্বর্য্য, কোথায় রহিল তাঁহার উচ্চ পদ? সমুদয় রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া নিঃসম্বল হইয়া দীনবেশে তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কি শোক সন্তপ্ত হইয়া অশ্রুপাত করিব না? সমুদয় প্রজাবর্গের সহিত একত্র হইয়া কি আমরা রাজপ্রতিনিধির আত্মার প্রতি সময়োচিত কর্ত্তব্য সাধন করিব না? কৃতজ্ঞতার উপহার চিরকালের জন্য তাঁহার নামের সঙ্গে কি গ্রথিত করিব না? প্রজা বলিয়া ত আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা দিবই; কিন্তু তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মেরা বিশেষরূপে ঋণী। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে তাঁহার একটী বিশেষ সম্পর্ক হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহবিধি সিদ্ধ করিবার জন্য মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে উদার ও গম্ভীরভাবে যে কথাগুলি মন্ত্রীসভাতে বলিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মের অনুরোধে দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি তাহা দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যখন অনেকে আপত্তি করিয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিল, তখন তিনি আমাদের বন্ধু ও সহায় হইয়া তেজের সহিত বলিলেন—"আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিবই; ব্রাহ্মসমাজের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছি, কোন মতে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারি না। মহারাণীর রাজ্যে ধর্ম্মের জন্য কেহ সামাজিক

অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। বিবাহের অবৈধতা দোষ হইতে ব্রাহ্মদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।” ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে এই তাঁহার শেষ কথা; মৃত্যু তাঁহাকে এ শুভাভিপ্রায় পূর্ণ করিতে দিল না। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লিখিয়া রাখ। যিনি সংসারের সহস্র প্রকার অসুবিধা এবং অনধিকার হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যিনি উদারভাবে সমুদয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিবার জন্য মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতা সত্ত্বেও গম্ভীরভাবে আপনার উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা দিবে। আবার আমি নিজে তাঁহার সহৃদয়তাতে ঋণী ও বশীভূত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীজাতির উন্নতি, এবং এদেশের শাসন প্রণালী সম্পর্কে তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার মন কখনই ভুলিতে পারিবে না। হায়! আমিও জানিতাম না এবং তিনিও জানিতেন না যে সেই আলাপ তাঁহার শেষ আলাপ। সহাস্য মুখে এমনই মধুর ভাবে তিনি সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন যে, একবার যিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহার মধুরতা ভুলিতে পারিবেন না। এমনই আশ্চর্য্য ভাবে তিনি বিনয়, স্নেহ এবং প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে শত্রুও মিত্র হইত। তাঁহার মুখে এমনই এক প্রকার সৌম্যভাব এবং শান্তি-জ্যোৎস্না ছিল যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের মনও আর্দ্র হইত। যিনি শান্তি-গুণে সকলকে পরাজয় করিতে পারেন তিনি কি সামান্য রাজা? অতএব আইস তিনি আমাদের এবং এ দেশের যে উপকার করিয়াছেন এবং উদারতা দয়া, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, সাহস, প্রভৃতি

যে সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি এই সময় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করি। পরমেশ্বর এই সাধারণ দেশব্যাপ্ত শোক ব্যাকুলতার মধ্যে শান্তি ও কুশল বিস্তার করিবেন। আইস তাঁহার নিকট বিনীতভাবে পরলোকগত ভ্রাতা এবং রাজপ্রতিনিধির জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

ঈশ্বর আত্মাতে।

রবিবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

"তোমরা কি জান না যে তোমরা পরমেশ্বরের মন্দিরস্বরূপ, এবং তাঁহার আত্মা তোমাদিগের অন্তরে অধিবাস করিতেছে?"

জগৎ ব্রহ্ম, এই মত অদ্বৈতবাদীদিগের প্রথম ভ্রম; আমি ব্রহ্ম, ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় ভ্রম। ব্রাহ্মের পক্ষে উভয়ই পরিহার্য্য। প্রথম ভ্রমের মধ্যে যে কি নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা জানিয়াছি, জগৎ ব্রহ্মমন্দির, ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জগতের কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্ম বাস করেন, নদ নদী, গিরি পর্ব্বত, ফল ফুল, সকলেই ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর নহেন। যখন এই সত্যের সাধন করিবে, তখন দেখিবে জগতের প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্মের অগ্নি জ্বলিতেছে। সেই অগ্নিতে মনের অন্ধকার তিরোহিত হয়, হৃদয়ের কঠোরতা চূর্ণ হয় এবং আত্মার সমুদয় অপবিত্রতা দগ্ধ হয়।

এইরূপে অদ্বৈতবাদের প্রথম ভ্রম হইতে যেমন তোমরা একটী স্বর্গের অমূল্য রত্ন লাভ করিবে, সেইরূপ দ্বিতীয় ভ্রম হইতেও সর্ব্বদা আপনাদিগকে রক্ষা করিবে, "আমি ব্রহ্ম" নিতান্ত ভ্রমান্ধ ব্যতীত কে এই ভয়ানক মতে সায় দিতে পারে? কিন্তু এই কথা শুনিয়া ভীত হইও না, এই ভ্রমের মূল কি, এবং ইহার মধ্যে ধর্ম্মের কি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, ধীরভাবে তাহা আলোচনা কর। আমি ব্রহ্ম নই, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক কি? ইহা নিশ্চয় যে আমি অত্যন্ত জঘন্য, কিন্তু সেই পবিত্র স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম আমার "প্রাণস্য প্রাণম্ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ।" গভীর ভাবপূর্ণ পূর্ব্বকালের এই ঋষি-বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর। অতি পুরাতন কালে ঋষিরা যেমন এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এখনকার এই সভ্যতার মধ্যেও মনোবিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধানতম এবং উচ্চতম বাক্য এই যে "আমি ব্রহ্মময়।" আমার এমন কিছুই নাই যাহা ঈশ্বরের নহে। বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ, মনুষ্য-শরীর, মনুষ্য-মন এবং মনুষ্যের আত্মা ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মের আশ্রয় ভিন্ন, স্বতন্ত্র ভাবে ইহাদের কিছুই অবস্থিতি করিতে পারে না। এই শরীর, যাহা আমার সহস্র অপরাধে কলঙ্কিত, ইহার সমুদয় শক্তির মূল শক্তি তিনি। তাঁহার শরণাগত থাকিয়া, তাঁহারই প্রসাদে ইহা প্রতিদিন জীবন, বল, সামর্থ্য এবং উদ্যম লাভ করে। এই মন যাহা শত শত কুভাব এবং কুচিন্তায় দিন দিন মলিন হয়, ঈশ্বরের শক্তি ইহার সকল শক্তির মূলাধার। নিমেষের জন্য যদি তিনি তাঁহার শক্তি প্রত্যাহার করেন, মন চিন্তা করিতে পারে না। এই আত্মা, ধর্ম্মাভিমানে কতবার যাহার পতন হইতেছে, এবং

অপবিত্রতায় যাহা কতবার পঙ্কিল হইতেছে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক পদ ইহা অগ্রসর হইতে পারে না। ঈশ্বর ইহার প্রাণ, এবং তাঁহাকে না দেখিলেই ইহার মৃত্যু হয়। অতএব এক দিকে ইহা যেমন সত্য যে আমি ঘোর নারকী, অপরদিকে ইহাও সত্য যে আমার এই জঘন্য দেহ ব্রহ্মের দেবমন্দির, এবং ব্রহ্ম এই পাপাত্মার অন্তরাত্মা। আমি পাপী কিন্তু যিনি আমার এই পাপ মন রক্ষা করিতেছেন এবং যিনি আমার এই ঘৃণিত দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি অনন্ত পবিত্রতার আধার পুণ্যময় ঈশ্বর।

চক্ষু কর্ণের গঠন, এবং হৃদয়ের রক্ত সঞ্চালন এবং মনের দুর্জ্জয় পরাক্রম দেখিয়া যাঁহারা এই বলিয়া ক্ষান্ত হন যে, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল—ব্রাহ্মধর্ম্মের গূঢ় সত্য কি তাঁহারা জানেন না। শরীর এবং আত্মার সঙ্গে যে ঈশ্বরের গূঢ়তম এবং প্রত্যক্ষ যোগ তাহা তাঁহাদিগের নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে কি আমাদের কেবল স্রষ্টা এবং সৃষ্টের সম্পর্ক? গ্রন্থকার যেমন গ্রন্থ রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হন, ঈশ্বরও কি আমাদিগকে সৃজন করিয়া সেই ভাবে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? না, তাঁহার সঙ্গে আমাদের গভীরতর, নিগূঢ়তর এবং নিকটতর সম্পর্ক। যন্ত্রীর ন্যায় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু দিবানিশি তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের শরীর মনের সমুদয় শক্তি পরিচালিত করিতেছেন। যন্ত্র দেখিয়া যেমন আমরা নির্ম্মাতার প্রশংসা করি, এবং গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেমন রচয়িতার জ্ঞান উপলব্ধি করি, সেই ভাবে কি আমরা সৃষ্ট জগতের মধ্যে কেবল ঈশ্বরের দুরবগাহ্য জ্ঞান দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইব? না, তাঁহার সঙ্গে যে আমাদের

মধুরতর সম্বন্ধ, তাহার সাধন করিতে হইবে। শরীর যে কেবল তাঁহার জ্ঞান কৌশল প্রকাশ করে তাহা নহে ; কিন্তু শরীর তাঁহাতে বাঁচিয়া আছে। শরীরের সমস্ত অঙ্গে ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শরীরের প্রত্যেক অংশে, ব্রহ্ম স্বহস্তে তাঁহার দেব নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক অস্থিতে এবং প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই নাম অঙ্কিত দেখিতে পান তিনিই ব্রাহ্ম। আমাদের শরীরের চর্ম্ম তাঁহারই হস্ত লিখিত স্বাভাবিক নামাবলী। চর্ম্মের কি এমন এক বিন্দু স্থান আছে যেখানে ব্রহ্ম নাই? সমস্ত দেহ ব্রহ্মনামময়। ইহার প্রত্যেক অঙ্গ এই নাম উচ্চারণ করিতেছে। আমরা অল্প বিশ্বাসী, নাস্তিক, এজন্যই আমরা শরীর-মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। ভক্তের শরীর আস্তিক, তিনি দেখিতে পান, তাঁহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে ঈশ্বর আবির্ভূত। অতএব যখন প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে ঈশ্বর, তখন বৃক্ষপত্রে রক্তের দ্বারা তাঁহার নাম লিখিবার প্রয়োজন কি?

এইরূপে যখন বিশ্বাস-নয়নে শরীর-মন্দিরে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই তখন পুরাকালের ঋষিদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এই কথা বলি "তোমরা কি জান না যে তোমরা পরমেশ্বরের মন্দির-স্বরূপ, এবং তাঁহার আত্মা তোমাদিগের অন্তরে অধিবাস করিতেছে?" তখন দেখি আমাদের এই দেহ, মন, আত্মা, ঈশ্বরের করতল-ন্যস্ত। অবিশ্বাসী তিনি, যিনি বলেন—পূর্ণ ব্রহ্মের সঙ্গে কিরূপে আমরা পরিমিত জড় এবং অপূর্ণ জীবাত্মার যোগ করিব। বিশ্বাসী বলেন ব্রহ্ম-যোগ ভিন্ন এক বিন্দু রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না, এবং ব্রহ্ম-যোগ ব্যতীত একটী কীট বাঁচিতে পারে না। প্রত্যেকের

অভ্যন্তরে ব্রহ্ম আছেন, এইজন্যই সমস্ত জড়জগৎ এবং সমুদয় জীবমণ্ডলী অবস্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মের শক্তি ভিন্ন কোন শক্তি কার্য্য করিতে পারে না। চক্ষু ব্রহ্ম-বল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অন্ধ হয়; কর্ণ ব্রহ্ম-বল হইতে বিচ্যুত হইলে বধির হয়; রসনা এবং নাসিকা ব্রহ্ম-বল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অসাড় হয়। এইরূপে প্রাণ, মন আত্মা সকলেই ব্রহ্মের বলে জীবিত। যখন দেখি ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের শরীর মনের এইরূপ নিগূঢ় প্রত্যক্ষ যোগ, তখনই বলিতে পারি অদ্বৈতবাদের দ্বিতীয় ভ্রমের মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব তাহা বুঝিলাম। তাহা এই—মনুষ্য ব্রহ্ম নহে, কিন্তু মনুষ্য ব্রহ্মময়; কেন না মনুষ্যের শরীর মন ব্রহ্মের অনতিক্রমণীয় সত্তায় পরিবৃত। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব দেখিতে চাও, তবে এই সত্যের সাধন কর। যতদিন এই সত্য ভোগ করিতে অক্ষম ততদিন তোমরা ঘৃণিত। শরীর ব্রহ্মমন্দির, আত্মা ব্রহ্ম-সিংহাসন এ সকল উচ্চ কথা কি চিরদিনই তোমাদের নিকট অর্থ শূন্য থাকিবে?

অনেক দিন হইল তোমরা শুনিয়াছ, ব্রহ্ম চক্ষুর চক্ষু। এই চক্ষু যাহা ভাই ভগিনীদের প্রতি কত অপরাধ করিল, ঈশ্বর স্বয়ং ইহাকে ধরিয়াছেন; এই রসনা যাহা কত রাশি রাশি পাপ কথা বলিল, ইহার মূলে তিনি স্বয়ং বসিয়া রহিয়াছেন; এই হস্ত যাহা নরহত্যার রক্তে কলঙ্কিত, ইহার বল সেই পুণ্যময় ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর। এই যে আমার অসাধু জীবন ইহা সেই পবিত্র হস্তে বিধৃত। জগৎ বুঝুক আর না বুঝুক, ব্রাহ্মগণ! তোমরা স্বীকার কর আর না কর, যতদিন ব্রহ্ম থাকিবেন ততদিন তাঁহার এই সত্যের গৌরব অবিচলিত থাকিবে। প্রাণের প্রাণ

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া বল কে বাঁচিতে পারে? তিনি কেবল জীবনদাতা নহেন, কিন্তু তিনি জীবনের জীবন। কেবল জীবন দান করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন না; কিন্তু তিনি প্রত্যেক প্রাণীর জীবনের আশ্রয় এবং সহায়। তাঁহার বলে জীবন পাইয়াছি এবং তাঁহারই বলে জীবন ধারণ করিতেছি। অতলস্পর্শ সুবিশাল সাগর মনের গভীর সংশয় দূর করিল, হিমালয় আত্মার নীচতা বিনাশ করিল, পক্ষীগণ ঈশ্বরের দয়াময় নাম শুনাইল, শরীরের চর্ম্ম ব্রহ্ম-নামাবলী হইল এবং প্রত্যেক রক্তবিন্দু ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে পরিপূর্ণ! শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে দিবানিশি ব্রহ্ম-স্ফুলিঙ্গ ফুটিতেছে, ব্রহ্মের অগ্নিময় তেজে ইহা প্রজ্বলিত! সাধ্য কি যে আমি পাপ হস্তে ইহা স্পর্শ করি! কিন্তু ইহাতে কি সাধনের শেষ হইল? শরীর একদিকে আমার পাপে জঘন্য, কিন্তু আর একদিকে ইহা আবার দেবমন্দির। ইহার মধ্যে আত্মা, আত্মার মধ্যে প্রেম-সিংহাসন; সেই সিংহাসনে প্রাণ-স্বরূপ ঈশ্বর। আমার শরীর আত্মা যেমন আমার, তেমনই এ সকল আমার ঈশ্বরের। যখন দেখি আমার এই পাপাত্মার সঙ্গে সেই ধর্ম্মাধিপতি ঈশ্বরের এইরূপ গূঢ় প্রাণ-যোগ তখন পরকালে কিরূপে বাস করিব বুঝিতে পারি, তখন অনন্ত জীবন এবং আত্মার অমরত্ব কি তাহা প্রকাশিত হয়। তখন আর ঈশ্বরকে অধমতারণ বলিয়া ডাকিতে হয় না; কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁহাকে বারম্বার প্রাণের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ বলিয়া ডাকিয়া ধন্য হই।

ঈশ্বর অন্তর্জগতে।

রবিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক; ৩রা মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

"হে মানব! তোমার যে কোন মঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে; এবং যে কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা আপনা হইতে।"

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমি জীবিত আছি ইহা মনে করা যেমন ভ্রম, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমি পুণ্যবান হইয়াছি, ইহা মনে করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক ভ্রম। জড়জগৎ ব্রহ্ম নহে, জীবাত্মা ব্রহ্ম নহে; কিন্তু জড়জগৎ এবং জীবাত্মা উভয়ই ব্রহ্মময়, এই দুইটী সত্য পূর্ব্বের দুই উপদেশে বিবৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের এই দুটী ভয়ানক ভ্রম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুই সত্য-রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, রসনা উচ্চারণ করিতে পারে না, জীবন থাকে না; কেন না, ঈশ্বর চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, রসনার মূল শক্তি এবং জীবনের জীবন; কিন্তু তিনি চক্ষুও নহেন, কর্ণও নহেন, এবং অন্য কোন প্রকার সৃষ্ট পরিমিত বস্তুও নহেন। অথচ দেহ-মন্দিরের প্রত্যেক স্থানে তাঁহার জ্বলন্ত আবির্ভাব। শরীরের অন্তরতম মজ্জা হইতে চর্ম্ম পর্য্যন্ত এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখানে তিনি অধিবাস করেন না।

ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভিন্ন আবার মন চিন্তা করিতে পারে না, স্মৃতি ধারণ করিতে পারে না, এবং বুদ্ধি বিচার করিতে পারে না; কেন না তিনি মনের সকল শক্তিরও মূল শক্তি। "তাঁহাতেই মন জীবিত, তাঁহারই মধ্যে মন সঞ্চরণ করে, এবং তাঁহারই কৃপাতে মনের অস্তিত্ব।" ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মনুষ্য যেমন কিছুই করিতে পারে

না, সেইরূপ তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই সাধুও হইতে পারে না। শরীর মন সৃষ্টি করিয়া যেমন ঈশ্বর তাহাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইতে দেন নাই; কিন্তু সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া আপনার শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; সেইরূপ তিনি সাধু জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেও স্বয়ং কর্ত্তারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর ভিন্ন যেমন মূহূর্ত্তের জন্য শরীর মন বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন নিমেষের জন্যও সাধু জীবন স্থিতি করিতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মগণ! সাবধান, কখনও সাধুতার অহঙ্কার করিও না। তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যাহা কিছু সাধু ভাব আছে সকলই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন কি তোমরা নিমেষের জন্য হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে পার? ঈশ্বর ভিন্ন একটী সত্য কথা বলিতে পার না, তাঁহার করুণা ভিন্ন কাহার সাধ্য অন্তরের একটী রিপুকে দমন করে? অতএব কি আন্তরিক সাধুতা, কি রসনার সত্য কথা, প্রত্যেক সাধুভাব, এবং প্রত্যেক সাধু কার্য্যের মূলে ঈশ্বর। যিনি বলিতে পারেন আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতে পারি, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রেমিক হইতে পারি, এবং ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন পবিত্র হইতে পারি, তিনি কোন মতেই ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহেন।

ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পারে না, ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মজীবন হইতে পারে না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের অন্য অন্য সম্পর্ক অপেক্ষা অতি আশ্চর্য্য এবং পরম সন্তোষকর যোগ এই যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা সাধু হইতে পারি না। সত্য, প্রেম পবিত্রতা, যিনি এই তিন পদার্থে পরিপূর্ণ তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। আমরা ব্রহ্মের সন্তান, এজন্যই আমরা তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার অধিকারী। এই তিন পদার্থেই

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। যে পরিমাণে এই যোগ সাধন করিবে, সেই পরিমাণে জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা লাভ করিবে এবং যে পরিমাণে এই নিগূঢ় যোগ অবহেলা করিবে, সেই পরিমাণে অন্তরের মধ্যে অজ্ঞান, অপ্রেম এবং অপবিত্রতা। এইরূপে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা একটী সত্য, এক বিন্দু প্রেম, এবং এক কণা মাত্র পবিত্রতাও উপার্জ্জন করিতে পার না। যদি দেখিতে পাও কাহারও হৃদয়ে একটী সাধুভাব তারার ন্যায় মিট্ মিট্ করিতেছে, নিশ্চয় জানিও সেই সুন্দর কিরণ মনুষ্যের নহে; কিন্তু তাহা কোটী সূর্য্য-পরাজিত সেই পবিত্র-স্বরূপের প্রতিবিম্ব। তাঁহারই জ্বলন্ত জ্যোতি সাধুজীবনে সত্যরূপে, প্রেমরূপে, পবিত্রতারূপে প্রকাশিত হয়। সাধুর গুণ সকল জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা এবং শান্তি ইত্যাদি প্রকার ভেদে বিবিধ; কিন্তু মূলে একই পদার্থ। যেমন জগৎ এবং আত্মার সমুদয় শক্তি ব্রহ্ম দ্বারা বিধৃত, সেইরূপ সাধুজীবনও তাঁহার অনতিক্রমণীয় সত্তায় পরিপূর্ণ। চন্দ্রের যেমন নিজের কোন জ্যোৎস্না নাই, এবং সূর্য্যালোক বিরহিত হইলেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সাধু হৃদয়ও যতক্ষণ ঈশ্বরের দিকে উন্মুক্ত থাকে ততক্ষণ তাহা অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করে; কিন্তু যাই ইহার মধ্যে ধর্ম্মাভিমান প্রবেশ করে তখনই সমুদয় প্রেম এবং পবিত্রতার আকর, সকল শক্তির মূল শক্তি সেই অনন্ত সূর্য্য তাঁহার জ্যোতি প্রত্যাহার করেন। আমাদের যত সত্য সকলই ব্রহ্মের। আমাদের হৃদয়ে যত প্রেম, ভক্তি, তাহার মূলে সেই প্রেমময়। আত্মার মধ্যে, যত পবিত্র অগ্নি তাহার মূল সেই মুক্তিদাতার অনন্ত কৃপা।

প্রেম, ভক্তি এবং পবিত্রতায় উন্নত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব, কারণ ঈশ্বর মনুষ্যকে এইরূপ করিয়া সংগঠন করিয়াছেন যে, সে আপনা

আপনি এ সকল সদ্গুণে বিভূষিত হয়, যিনি এই কথা বলেন তিনি নাস্তিক। কেন না ঈশ্বর কেবল সৎস্বভাবের স্রষ্টা নহেন, তিনি যে মনুষ্যের আত্মাতে কেবল সাধুভাব সকল সংস্থাপন করেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রত্যেক সাধুভাবের প্রাণরূপে বিদ্যমান। কি জ্ঞান, কি প্রেম, কি পুণ্য, কি শান্তি, প্রত্যেক পদার্থের তিনি প্রাণ। ঈশ্বর ছাড়া যে জ্ঞান তাহা অহঙ্কার, ঈশ্বর ছাড়া যে প্রেম তাহা পৃথিবীর মায়া, ঈশ্বর ছাড়া যে পুণ্য তাহা নিষ্ঠুরতা, ঈশ্বর ছাড়া যে আনন্দ তাহা জঘন্য পাপ বিকার। ঈশ্বর হইতে যিনি সত্য লাভ করেন তিনি যথার্থ জ্ঞানী; ঈশ্বরের প্রেমে যাঁহার হৃদয় কোমল তিনিই যথার্থ প্রেমিক; ঈশ্বর-সহবাসে যাঁহার অবস্থিতি, তিনিই বাস্তবিক পুণ্যবান্। এইরূপে সাধু জীবনের যে কোন বিষয় আলোচনা কর দেখিবে প্রত্যেকের মূলে ঈশ্বর। শরীর সম্পর্কে যেমন তিনি যখন কথা বলিবার শক্তি হরণ করেন, আর কথা বলিতে পারি না, যখন শ্রবণ করিবার শক্তি প্রত্যাহার করেন, আর শুনিতে পারি না; এবং মনের সম্পর্কে যেমন তিনি যদি চিন্তা করিবার শক্তি লইয়া যান, আর চিন্তা করিতে পারি না। ধর্ম্মজীবন সম্পর্কেও সেইরূপ তিনি যদি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার পূর্ণ আধার হইয়া আত্মার অতি নিকটে অবস্থিতি না করিতেন, আমাদের প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান, সাধুতা, উদারতা, প্রেম এবং শান্তি অসম্ভব হইত। তিনি আমাদের জ্ঞানময়, প্রেমময়, পুণ্যময় পিতা হইয়া প্রত্যেকের সন্নিধানে অধিবাস করিতেছেন, ভক্তিভাবে যতক্ষণ তাঁহার এই সুন্দর সন্নিধানে বাস করি, ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃই তাঁহার জ্ঞান প্রেম এবং পবিত্রতা প্রবাহিত হইতে থাকে; কিন্তু যাই

আমাদের মন তাঁহার সহবাস হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তৎক্ষণাৎ সেই স্বর্গীয় প্রেম এবং পবিত্রতার স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়।

শরীর এবং মন যেমন তাহাদের প্রত্যেক শক্তির জন্য সকল শক্তির মূলাধার সেই প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাগত হয়, সেইরূপ তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মজীবন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর ভিন্ন কি কখনও ধর্ম্ম সাধন হয়? নিকটে ঈশ্বর নাই অথচ ভক্তিফুল ফুটিল, ইহাও কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? তবে যে শুনিতে পাই, অনেক নাস্তিক ও অদ্বৈতবাদীরাও ধর্ম্মের অভিমান করে, বাস্তবিক তাহা ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে কঠোর সাধন তাহা কাহার জন্য? প্রাণ বধ করিয়া যে পরোপকার, তাহাও কি বাস্তবিক উপকার? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা জগতের কি মঙ্গল সাধন করিতে পার? তোমাদের নিজের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, তাহা দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের সন্তানদিগের কল্যাণ বিধান করিতে পার, ভাল করিবার তোমাদের কোন গুণই নাই, তোমরা কেবল নাস্তিক, দাম্ভিক এবং কৃতঘ্ন হইয়া জগতে অশান্তি এবং অকুশলই বৃদ্ধি করিতে পার; কিন্তু ধন্য সেই দয়াময়ের অনন্ত প্রেম, তিনি তোমাদের কৃত অমঙ্গল হইতেও তাঁহার মঙ্গল ব্যাপারের সূত্রপাত করেন। তাঁহার দয়া ভিন্ন কাহার সাধ্য এক বিন্দু প্রেমজল লাভ করে? যদি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই কথা বল যে, ঐ দেখ কত নাস্তিক, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংশয় করে, পরের দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছে; আমি বলিব, তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুর মধ্যে আমি সেই প্রেমসিন্ধুর প্রেম দেখিতেছি। তাঁহারা স্বীকার করুন আর না করুন, তাঁহাদের দয়ার মূলে সেই দয়াময়ের কৃপাসিন্ধু বর্ত্তমান। গঙ্গা

কি সাগরে সম্মিলিত হইতে পারিত, হিমালয়ের সঙ্গে যদি ইহার যোগ না থাকিত? ঈশ্বর যদি দয়ার সমুদ্র হইয়া বিদ্যমান না থাকিতেন কেবা জগতের মঙ্গল করিত, কোন্ পিতা বা পরিবারে কুশল বিস্তার করিতেন, এবং কোন্ সাধু বা পাপী জগতে শান্তি সংস্থাপন করিতেন! অতএব দয়ার অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। যতদিন অহঙ্কার আছে ততদিন নিশ্চয় জানিও শান্তি নাই।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদের মধ্যে কত জন দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত দিন দিন কার্য্যালয়ে পরিশ্রম করিতেছে? কেহ কেহ দেশ বিদেশে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাদের মনে কি শান্তি আছে? সরল হৃদয়ে কি এই কথা বলিতে পার, তোমরা প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য্য করিতেছ? শান্তি-দাতার কার্য্য করি, অথচ শান্তি পাই না, এই দুঃখের কথা আর কত কাল শুনিব? এই অশান্তির কারণ কি? আমি বলি কেবল আমাদের অহঙ্কার। যখন অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, তখন দেখিব আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে সেই দয়াময় ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শান্তি-সুধা হস্তে লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। তখন প্রত্যেক কার্য্যে পুণ্য, প্রত্যেক পুণ্যে শান্তি, প্রত্যেক প্রেমভাবে পবিত্রতা, প্রত্যেক পবিত্রভাবে আনন্দ। তখন জ্ঞান প্রেম, পুণ্য, শান্তি সমুদয় একটী ফুল হইয়া হৃদয়কে শোভিত করিবে। ধন্য তিনি যাঁহার অন্তরে সেই ফুল ফুটিয়াছে! তিনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হন। তাঁহার নিজের জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা দেখিয়া তিনি নিজে প্রশংসা করেন; কারণ তিনি জানেন, তাহা তাঁহার নহে। যখন উত্তেজিত হইয়া তিনি উপদেশ দেন, চমৎকৃত হইয়া বলেন,

কি আমার এই অন্ধকারপূর্ণ আত্মা হইতে এমন স্বর্গের আলোক প্রকাশিত হইল! যখন প্রেমিক হইয়া ঈশ্বরের করুণা উপভোগ করিতে করিতে প্রেমাশ্রুপাত করেন তখন অবাক্ হইয়া বলেন, আমার এই পঙ্কিল মনের মধ্যে এমন সুন্দর পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইল! আবার যখন চারিদিকে ভাই ভগিনীকে পবিত্র চক্ষে দর্শন করেন, বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলেন, আমার সেই মলিন মনে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইরূপে তাঁহার জীবনের যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু পবিত্র এবং যাহা কিছু সুন্দর এবং জীবন্ত, প্রত্যেকের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেন। তিনি বুঝিতে পারেন, যাহা কিছু ভাল সকলই তাঁহার পিতার এবং যাহা কিছু মন্দ সকলই তাঁহার নিজের। জীবন, আলোক, সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি, সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ সকলই ঈশ্বরের। মৃত্যু, অন্ধকার, পাপ, নিরানন্দ সকল তাঁহার নিজের। এইরূপে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের সত্তায় নব জীবন লাভ করেন। তাঁহার আত্মাতে তখন সহজেই ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম এবং পুণ্য প্রবাহ প্রবাহিত হয়। ইহারই নাম পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ। যিনি বলেন আমি ব্রহ্ম তিনি ভ্রমান্ধ অদ্বৈতবাদী; কিন্তু যিনি বলেন আমি সেই চির-কলঙ্কিত অপরাধী, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক দয়াময় ঈশ্বর আমার পিতা; তিনি আমার অন্তরে জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য-ফুল সকল বিকশিত করেন; তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম।

ঈশ্বরকে দেখা যায়। *

রবিবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক ; ১০ই মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

"যাঁহারা ঈশ্বরে নির্ভর করেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবার নহেন।"

সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা বলিয়া আরাধনা করা একটী ভয়ানক ভ্রম এবং অসত্য, ইহা হইতে পৌত্তলিকতা উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর যাহা রচনা করেন সেই রচিত বস্তুকে তাঁহার সমান জ্ঞান করিয়া উপাসনা করাই পাপ। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সদংশ আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভ্রমের গূঢ় কারণ কি? জগতে কেন পৌত্তলিকতা আসিল? অবশ্যই মনুষ্য-হৃদয়ে এমন কোন স্পৃহা আছে যাহা তাহাকে বহির্জগতের নিকটে অবনত করে। কি সেই স্পৃহা যাহার উত্তেজনায় মনুষ্যজগৎ বারম্বার পৌত্তলিক হয়? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, মনুষ্যের প্রকৃতি স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে চায়। অনেক জ্ঞানী এবং সাধু লোকেরা কেন এই কুসংস্কারদোষে লিপ্ত হন? ইহার কারণ, মনুষ্যের স্বাভাবিক ঈশ্বর-দর্শন-স্পৃহা। মনুষ্য যখন জানিল, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি আপনার শক্তিতে জগৎ শাসন করিতেছেন, তিনি কেমন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্বভাবতঃই তাহার ইচ্ছা হয়। যে পর্য্যন্ত এই তৃষ্ণার উপযোগী বস্তু না পায়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার শান্তি নাই। যতক্ষণ সংসারে ভুলিয়া থাকে ততক্ষণ এই ক্ষুধানল নির্ব্বাণ প্রায় থাকে ; কিন্তু যাই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি, এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল, তখনই মনুষ্য অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয় দয়াময় পুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। হয় সত্য নতুবা

ভ্রমের দ্বারা এই তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। সরল সাধক সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া তৃপ্ত হন, ভ্রমান্ধ ব্যক্তি সৃষ্ট বস্তু অথবা মনুষ্য নির্ম্মিত পুতুলের মধ্যে ঈশ্বর কল্পনা করিয়াই নিশ্চিন্ত। ব্রাহ্মেরা এই দুয়ের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বরকে তাঁহারা জল বায়ু বলিয়া পূজা করিতে পারেন না। বুদ্ধি তাঁহাদিগকে বলিয়াছে ঈশ্বর জড় নহেন; কিন্তু হৃদয় বলিতেছে, বুদ্ধি, তুমি আমার ভ্রম দূর করিলে, যাহা কিছু দিন দিন দেখিতেছি, এই জড়জগতে আসিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি, ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে, ইহা তুমি বুঝাইয়া দিলে; কিন্তু ব্রহ্ম কি? এবং আমার প্রাণেশ্বর কেমন, তাহা কি তুমি দেখাইতে পার? বুদ্ধি বলিল, না।

শত সহস্র ব্রাহ্ম যুবক বুদ্ধির এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া বলিলেন, ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। মানিলাম বুদ্ধির এই কথা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মগণ, ইহাতে কি তোমাদের হৃদয় তৃপ্ত হয়? এই যে দেশে দেশে, যুগে যুগে জগতের চারিদিকে পৌত্তলিকতার আড়ম্বর দেখিতেছ, ইহাতে কি তোমাদের ঈশ্বর-দর্শন-স্পৃহা বলবতী হয় না? পৌত্তলিকেরা তাঁহাদের সেই মিথ্যা দেবতাকে প্রত্যক্ষ না দেখিলে প্রণাম করেন না, তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া কি সেই জাগ্রত দেবতাকে দেখিবে না? যে দিন তোমাদের উপাসনা শূন্যে বিলীন হয়, নিশ্চয় সেই দিন তোমাদের মনে কষ্ট এবং ব্যাকুলতা হয়। যদি তোমাদের পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করেন, উপাসনার সময় তোমরা কি দেখ? তোমরা কি ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাও? তাঁহার দৈববাণী কি তোমরা শুনিতে পাও? দেখ, আমাদের দেবতা কেমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, তিনি কেমন জাগ্রত, স্বপ্নের দ্বারা তিনি আমাদের

প্রতি কত আদেশ করেন। এ সকল কথা শুনিলে কি তোমাদের মনে ব্যথা হয় না? উপাস্য দেবতাকে দর্শন করা এবং তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করা পৌত্তলিকদিগের সদ্গুণ; কিন্তু ঈশ্বরকে সৃষ্ট বস্তুর সমান জ্ঞান করা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম এবং সর্ব্বনাশের কারণ। ব্রহ্মকে দেখিব না, ব্রহ্মকে দেখা যায় না, এইরূপ যাহাদের ভাব, তাহারা কেন ব্রাহ্ম হইল? অবশ্যই ব্রহ্মকে দেখা যায়, ধর্ম্মজীবনে প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মদর্শনই ধর্ম্মজগতের স্তম্ভ। তাঁহার অদর্শনে ভক্তমণ্ডলী মৃত্যুর অভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হন। যেমন প্রত্যহ সূর্য্যকে দর্শন করি, বায়ুকে স্পর্শ করি, তেমনই আত্মায় প্রেম ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায়। পৌত্তলিক ভাই ভগিনীদের এইজন্য ধন্যবাদ করি যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে সুন্দর বলেন। অতএব যখন মিথ্যা কল্পনা সুন্দর হইল, তখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়া কি সেই পরম সুন্দর প্রেমময়কে দেখিব না? পৌত্তলিকদিগের দৃষ্টান্তে লজ্জিত এবং অপমানিত হইয়া, ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য লালায়িত হও, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। যাই বলিলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, অমনই ঈশ্বরের দ্বার রুদ্ধ হইল, আর যখন বলিলে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তখনই ভক্ত হইলে। যদি বল, কিরূপে ব্রহ্মকে দেখা যায়? তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। তাঁহার রূপ নাই অথচ তিনি পরম সুন্দর, তাঁহার মুখ নাই অথচ তাঁহার মুখ কেমন প্রেমপূর্ণ। যে ধর্ম্ম ব্রহ্মদর্শন অস্বীকার করে, সেই গর্ব্বের ধর্ম্ম ধ্বংস হউক।

অতএব প্রথমতঃ ব্রহ্মকে দেখা যায় এই সত্যে বিশ্বাস কর, দ্বিতীয়তঃ প্রাণপণে এই সত্য সাধন কর। ঈশ্বরকে দেখা যায়,

ঈশ্বরকে সাধন করা যায়, ইহাই আমাদের অনন্তকালের সম্ভোগের বিষয়।

নারী জাতির অধিকার।

রবিবার, ৫ই চৈত্র, ১৭৯৩ শক ; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

মৈত্রেয়ী বলিলেন "হে ভগবন্! যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেইরূপ হইবে। ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?"

পুরাকালের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নী মৈত্রেয়ীর এই ধর্ম্ম-ভাব-পূর্ণ কথোপকথন আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে অমূল্য উপদেশ। এই সামান্য কথোপকথনের মধ্যে মনুষ্য-জীবনের সার কথা নিহিত রহিয়াছে। নির্জ্জনে বসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করি আমরা কি জন্য জন্মধারণ করিলাম, এই পৃথিবীর মধ্যেই কি চিরকাল আমাদিগকে বাস করিতে হইবে? তখন দেখিতে পাই, এই যে সংসারের অতুল বৈভব এবং অপার ঐশ্বর্য্য এ সকল আমাদের জন্য নহে ; অচিরেই এ সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এক অদৃশ্য এবং অজানিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই পৃথিবীর ধন ধান্য ভোগ করিবার জন্য আমরা এই সংসারে আসি নাই। আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র এবং এই পৃথিবীতে

তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপে যখন উজ্জ্বলরূপে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়, এই কথোপকথনের তাৎপর্য্য তখনই সম্যক-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তখন দেখিতে পাই মৃত্যুর পর পৃথিবীর কোন বস্তুর সঙ্গেই সম্পর্ক থাকিবে না। কারণ পৃথিবীর কিছুই মনুষ্যাত্মার নিত্যকাল ভোগ করিবার জন্য নহে। এইজন্যই মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" কিছুদিন ঐহিক সুখ সম্ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই; কিন্তু যাহাতে অনন্তকাল সুখ শান্তি লাভ করিতে পারি সেই সম্বল সঞ্চয় করিবার জন্যই আমরা পৃথিবীর এ সকল অনিত্য ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। অতএব ইহা দ্বারা যদি সেই নিত্য ধন উপার্জ্জিত না হয় তবে এ সমুদয়ের প্রয়োজন কি? যাহা দ্বারা আমরা অমর হইতে পারি তাহাই আমরা গ্রহণ করিব।

এই সংসারে থাকিয়াই আমাদিগকে অনন্ত জীবনের আস্বাদ লাভ করিতে হইবে। সংসার পাইয়া যদি এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলিতে হয়, তাহা আমাদের শত্রু এবং বিষবৎ পরিহার্য্য। অমরত্ব পরিত্যাগ করিয়া যদি এই সংসারের সুখ ভোগ কামনা করি তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলাম। ধন্য সে সকল সাধু যাঁহারা অনন্তকালের জন্য অম্লান বদনে সমুদয় অস্থায়ী সুখ পরিত্যাগ করেন! "যে ব্যক্তি আপনার জীবনকে প্রীতি করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যিনি এই পৃথিবীতে আপনার জীবনকে ঘৃণা করেন, তিনি তাহা অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করিবেন।" এই উপদেশ কেমন মধুর, তাহা কেবল তাঁহারাই অনুভব করেন। ধন্য তাঁহারা সরল ভাবে

যাঁহারা এই কথা বলিতে পারেন—"যদি ধনপূর্ণ এই পৃথিবী দ্বারা অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমরা কি করিব ?" ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর কোমল হৃদয় বিনিঃসৃত এই কথাটী এইজন্য বিশেষ মধুরতা এবং গভীরতায় পরিপূর্ণ যে, ইহা স্ত্রীজাতির এক ব্যক্তি হইতে আসিতেছে। তিনি স্ত্রী হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান শতাব্দীর শত শত জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরাও তাহার মূল্য বুঝিতে অসমর্থ।

পরিত্রাণের জন্য লালায়িত—কি পুরাকালের কি বর্ত্তমান সময়ের, কি বিদেশের কি স্বদেশের কি সুসভ্য কি অসভ্য—সকল অবস্থার নর নারীকেই এই পথের অনুসরণ করিতে হইয়াছে। এই কণ্টকময় সংসারে ইহাই সাধু এবং সাধ্বীদিগের এক মাত্র গন্তব্য পথ। এই এক কথায় ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ী সমস্ত ধর্ম্মনীতির মীমাংসা করিয়াছেন। ইহার মূল্য পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা এবং অতুল পার্থিব সুখভোগের অনুরোধে এই বাক্যের হতাদর করিতে পারি না। ভ্রাতৃগণ! ভগিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা বলিয়া জগতে পরিচিত, জিজ্ঞাসা করি তোমাদের ধর্ম্ম সাধনের লক্ষ্য কি? ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এক হৃদয় হইয়া এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তোমরা কি সেই পুরাতন কথা বলিতে পার যে, "যদ্দ্বারা আমরা অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমরা কি করিব ?" তোমাদের মধ্যে যতই কেন জন্মস্থান, বয়ঃক্রম, জ্ঞান, ভাব এবং মতের বিভিন্নতা হউক না, এ বিষয়ে সকলের সমান অধিকার। সরলভাবে এ কথা বলিবার জন্য তোমাদের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে পথে অমরত্ব, কাহার সাধ্য তোমাদের সেই পথ অবরুদ্ধ করে? নর নারী সকলে মিলিয়া অকুতোভয়ে

সেই পথে চলিয়া যাও, বাধা নাই, বিঘ্ন নাই। পৃথিবীর অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবে, এ বিষয়ে কে তোমাদের প্রতিকূল হইবে? এই পথে ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সহায়, তিনি তোমাদের নেতা, এবং তিনিই তোমাদের লক্ষ্য। সংসারের সমুদয় শৃঙ্খল ছেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হও।

স্বাধীনতা সকলেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু স্বাধীনতা কি? আত্মার সহজ অবস্থাই স্বাধীনতা। সমুদয় পাপ বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া আত্মা যখন সহজেই অমরত্ব কামনা করে এবং সেই অমৃতস্বরূপে বিচরণ করে, আত্মার সেই গোপনীয় অবস্থাই যথার্থ স্বাধীনতা। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আত্মার স্বেচ্ছাচার তাহা স্বাধীনতা নহে; কিন্তু তখন আত্মা পাপেরই অধীন। অতএব পাপ এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাহাতে তোমরা প্রকৃত স্বাধীনতা এবং অমরত্ব লাভ করিতে পার, তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আপনি মরিব এবং অন্যকেও মারিব, আপনি পাপের অধীন থাকিব, এবং অন্যকেও পাপের অধীন রাখিব, যাঁহাদের অন্তরের ভাব এইরূপ কদর্য্য, তাঁহারা ঈশ্বর এবং জগতের নিকট নিশ্চয়ই মহাপাপী বলিয়া ঘৃণিত এবং লজ্জিত। অমরত্ব আমাদের লক্ষ্য এবং অমরত্বই আমাদের জীবনের প্রয়োজন। অতএব কাহাকেও অমরত্ব হইতে বঞ্চিত করা সামান্য অপরাধ নহে। কিন্তু কাহার সাধ্য মনুষ্যের এই অমরত্বের অধিকার অপহরণ করে? আবার বলিতেছি, এই অমরত্বে সকলের সমান অধিকার এবং এ বিষয়ে কেহই কাহারও অধীন নহে। এই অমরত্ব দান করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির উদার ভাবে নর নারী সকলকে সমাদরে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা জ্ঞান ও সভ্যতা চান, তাঁহারা উপযুক্ত

স্থানে গমন করুন; কিন্তু যাঁহারা অমরত্ব অভিলাষ করেন, তাঁহাদের নিকট চিরকাল ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার অবারিত।

পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক ব্রহ্মমন্দির বহন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মদিগের জন্য যেমন ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য ইহা তেমনই প্রসারিত। ব্রাহ্মিকারা ইহার মধ্যে স্থান পাইবেন না, এই দুর্নাম ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে দুঃসহনীয়। যতদিন স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল, ততদিনই ব্রাহ্মজগতের প্রকৃত কল্যাণ। কিরূপে সেই স্বর্গরাজ্য, সেই ব্রাহ্ম পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবে? স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর, পরিবার হইল না; পুরুষকে ছাড়িয়া দাও, পরিবার অপূর্ণ রহিল। স্ত্রী পুরুষ উভয়কে লইয়া এই পরিবার সংস্থাপিত হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের নিকট সমান। ঈশ্বর যখন তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, উভয় জাতিকেই তিনি স্বহস্তে সমান ধর্ম্মাধিকার-পত্র দিলেন। তাঁহার নিকট পুত্রও যেমন কন্যাও তেমন।

পিতা হইয়া তিনি পুরুষ জাতিকে পুত্রের ন্যায় পালন করেন এবং মাতা হইয়া তিনি স্ত্রী জাতিকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। যেমন এক হস্তে সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়া আকাশকে তেজোময় করিলেন, এবং অন্য হস্তে চন্দ্রকে ধারণ করিয়া সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় জগৎকে সুশীতল করিলেন, তেমনই একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্য পরিবার সংগঠন করিবার জন্য এক হস্তে তিনি বীর-পুরুষ জাতিকে রক্ষা করেন এবং অন্য হস্তে তিনি নারী জাতিকে স্নেহ, কোমলতা এবং মধুরতা দ্বারা বিভূষিত করেন। সমস্ত মনুষ্য জগৎকে, বিশেষতঃ, মৃদু-প্রকৃতি স্ত্রী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষদিগকে তিনি সামর্থ্য, পরাক্রম,

এবং বীরত্ব দান করেন, এবং কঠোর-স্বভাব পুরুষ জাতিকে কোমল এবং বশীভূত করিবার জন্য নারী জাতির অন্তরে তিনি মৃদুতা এবং মাধুর্য্য বিধান করেন। কে এই কথা বলিতে পারে যে, ঈশ্বর নারী-জাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিকে অধিক ভালবাসেন? পুত্র কন্যা উভয়ই তাঁহার নিকট সমান, এবং উভয় জাতিকে তিনি সমান অধিকার দান করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের নিকট যাঁহারা সমান স্নেহের আস্পদ, আমরা কোন্ মুখে সেই নারী জাতির অবমাননা করিব? উভয় জাতিকে লইয়া তিনি পরিবার সংগঠন করিতেছেন, ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া তিনি উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। বহু দিন হইতে যেখানে নর নারী সকলে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন, আজ যদি বল এই ব্রহ্মমন্দিরে নারী জাতির স্থান হইল না, এই অপবাদ সহ্য করিতে পারি না। ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না। নর নারী, জ্ঞানী মূর্খ, সভ্য অসভ্য, বৃদ্ধ যুবা, সকলেরই জন্য এই ব্রহ্মমন্দির। এখানে আসিয়া সকলে অমরত্বের আস্বাদ লাভ করিবেন, ইহা এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আদেশ। যাঁহারা এখানে আসিবেন কি পুরুষ কি স্ত্রী আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। প্রত্যেকেই এখানকার আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা এবং সঙ্গীতে যোগ দিয়া, পবিত্র হইতে পবিত্রতর অবস্থায় উন্নত হইবেন।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ! সাবধান, কোন ভাই ভগিনীকে তোমরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিও না। যে কোন ভাই কিম্বা ভগ্নী এখানে উপাসনা করিতে আসিবেন শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্থান দান করিবে। কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহার করিবে না, রুক্ষ ভাবে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিবে না; পিতার প্রেমমুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

প্রত্যেক ভাই ভগ্নীকে পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখানে আসিয়া যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে চায়, বিনীত ভাবে সুমধুর উপদেশ দ্বারা তাহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবে। যাঁহারা এখানে আসেন তাঁহাদের উপাসনা ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহাই আমাদের বিবেচ্য। পাপ হইল কি পুণ্য হইল তাহারই প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্থান লইয়া এখানে কোন বিবাদ নাই। যতদিন দেখিব যে ভাই ভগিনী সকলে অবাধে ঈশ্বরের নিকট যাইতেছেন, তাঁহার উপাসনা করিয়া প্রতি সপ্তাহে অনন্ত জীবনের সম্বল করিতেছেন ততদিন বলিব ব্রহ্মমন্দিরের যে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য তাহা সাধিত হইতেছে। জ্ঞান এবং সভ্যতা সাধন করিবার জন্য পৃথিবীর সহস্র পথ বিস্তারিত রহিয়াছে। ব্রহ্মমন্দির আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য। এখানে আসিয়া আমরা অনন্ত জীবনের মধুরতা এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উপভোগ করিব। অতএব সকলকে অনুরোধ করি, এই উচ্চ অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিও না। কি পুরুষ জাতি, কি নারী জাতি, যাহাতে সকলেই স্বাধীনভাবে জীবনের এই মহা লক্ষ্য সাধন করিতে পারেন, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় সকল বিধান কর। সকলকেই সমান স্বাধীনতা দান করিতে হইবে; ব্রহ্মমন্দিরের এই বিশেষ লক্ষণ কেহ বিনাশ করিতে পার না। যিনি ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে এই লক্ষণ দান করিয়াছেন। তাঁহার হস্ত-নির্ম্মিত-ব্রহ্মমন্দির তিনিই রক্ষা করিবেন। তিনি স্বয়ং বহুদিন হইতে এই মন্দির মধ্যে বসিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের অভাব সকল মোচন করিয়া আসিতেছেন। জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা দ্বারা ব্রাহ্মদিগকে যেমন উন্নত এবং উজ্জ্বল

করিতেছেন, তেমনই তাঁহার কন্যাদিগের আত্মা সকলও সজীব এবং পবিত্র করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন। পুত্র কন্যা উভয়কেই তিনি এখানে ডাকিয়া আনিতেছেন, এবং উভয়কেই উদার ভাবে তিনি তাঁহার স্বর্গের আধ্যাত্মিক ধন সকল বিতরণ করিতেছেন। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া, তাঁহার সুরক্ষিত এই ব্রহ্মমন্দির মধ্যে তাঁহার পূজা করিব; এবং এই মন্দিরের মধ্যেই ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া, আমাদিগকে অমরত্ব এবং আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা দান করিবেন। এই লক্ষ্য সাধন করিবার জন্যই এই ব্রহ্মমন্দির।

উদারতা। *

রবিবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৩ শক; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য এই নূতন যন্ত্রের সুগম্ভীর এবং সুমিষ্ট ধ্বনি সহকারে আমরা আমাদের অতি প্রাচীন দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিলাম। ইহার গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। এই ধ্বনিতে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগের হৃদয় পুলকিত হইল। যে ধ্বনিতে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইল তাহা সামান্য নহে। এই ধ্বনি দেশ কাল অতিক্রম করিয়া, অনন্ত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। জাতিগত সকল প্রকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া এই সুগম্ভীর ধ্বনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা প্রকাশ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা সকলও সমুদয় সাম্প্রদায়িক বাধা বিপত্তি বিনাশ করিয়া উদারভাবে ঈশ্বরের সমুদয় দেশ এবং তাঁহার সৃজিত সমুদয় জাতিকে আলিঙ্গন করিতেছে। যাঁহার মহিমা এবং উদারতায় সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ, তাঁহারই কৃপাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই

উচ্চ ভাব এবং ইহার এমন প্রশস্ত লক্ষণ। যাঁহার প্রসাদে ভূলোক এবং দ্যুলোক সম্মিলিত, তাঁহারই ইচ্ছাতে এই যন্ত্রধ্বনি দ্বারা পূর্ব্ব পশ্চিম এক হইল। পূর্ব্ব দিকের ঈশ্বর, পশ্চিমের ঈশ্বর, সমস্ত জগতের ঈশ্বরকে যেন এই যন্ত্র সুগভীর ধ্বনিতে স্তব স্তুতি গান করিল। এই নূতন যন্ত্রের মধ্যে দেশ, জাতি এবং ধর্ম্মগত সমুদয় বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূর হইল। যখন জগৎ হইতে হিন্দুধর্ম্ম এবং আর আর সমুদয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, তখনও যে ধর্ম্ম আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিবে, সেই ধর্ম্মের প্রসাদেই আজ এই বিদেশীয় যন্ত্রের দ্বারা পবিত্র ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে যে দিন আত্মার যোগ নিবদ্ধ হইল, সে দিন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন কালের কিম্বা কোন দেশের ধর্ম্ম নহে।

ইংলণ্ড হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য ইহা ইংলণ্ডের ধর্ম্ম নহে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল সম্প্রদায় হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন। অতএব যন্ত্র যেমন আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রশস্ততার পরিচয় দিল, অন্য দিকে গত ৬ই চৈত্র মঙ্গলবার যে বিবাহপ্রণালী রাজবিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই লক্ষণ আরও স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, কিন্তু এই রাজবিধির দ্বারা সেই সংকীর্ণতা চূর্ণ হইল। এই বিধি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ এবং শিক্ষিত ভারতসন্তানদিগের যে কতদূর কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত হইল, তাহা সম্যক্‌রূপে আমরা এখন বুঝিয়া উঠিতে

পারি না। ইহা দ্বারা যে বীজ রোপিত হইল, ভবিষ্যদ্বংশেরা যখন ইহার পুষ্প ফল আস্বাদন করিবে, এবং শত বৎসর পর ইতিহাসবেত্তারা যখন ইহার ফল আলোচনা করিবে, তখন ইহার মহামূল্য প্রকাশিত হইবে। আমরা এইজন্য আনন্দিত হইয়াছি যে, এই বীজ ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা রোপিত হইল। ইহা দ্বারা জগতের সমুদয় সভ্যতম জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলন হইল। এখন আর কাহার ক্ষমতা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটী সম্প্রদায় বলে? কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি জৈন, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত নহে। একমাত্র ঈশ্বরের হস্তরচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা কি কোন একটী ক্ষুদ্র জাতি কিম্বা দেশে বদ্ধ থাকিতে পারে? সমস্ত আকাশ যাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, চল্লিশ বৎসর পরেও তাঁহার ধর্ম্ম কি ভারতবর্ষ বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?

কে বলিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা? যদি বল ইহা হিন্দুধর্ম্মের শাখা, তবে আর ইহা ঈশ্বরের পূর্ণধর্ম্ম হইল না। পৃথিবীতে সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না, ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা আর একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। চল্লিশ বৎসর পরেও যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসম্প্রদায়ের একটী উন্নত নূতন শাখা, তবে তোমরা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক। যে লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য দয়াময় তোমাদের হস্তে তাঁহার ধর্ম্ম অর্পণ করিলেন, তাহাই তোমরা বিলোপ করিলে। ঈশ্বর যদি তোমাদের এই কথা শুনিতে পান, তিনি নানা মতে ইহা খণ্ডন করিবেন। তাঁহার মঙ্গল ঘটনা এক। তাঁহার বিবিধ স্বর্গীয় উপায় ও উপদেশ দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ধর্ম্মের উদারতা বুঝাইয়া দিবেন। যে ধর্ম্মে কোন প্রকার

সাম্প্রদায়িক ভাব নাই তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, তোমরা জানিয়াছ। উৎসাহিত হও, সাহস অবলম্বন কর, দয়াময় যে জন্য তোমাদিগকে এই ধর্ম্মে অধিকার দিলেন, কায়মনোবাক্যে তাহা সাধন কর। আলস্য, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার এবং সুখলালসা পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মের স্বর্গীয় লক্ষণ প্রচার কর। দয়াময়ের কৃপাতে তোমাদের সাধনের পথ আরও পরিষ্কার হইল। এতদিন তোমরা রাজাজ্ঞার বল পাও নাই, এই সপ্তাহে তাহাও তোমরা লাভ করিলে। অতএব উত্থান কর, জাগ্রত হও, দেখ ঐ তোমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইতেছে, দুঃখের অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে, শুভ দিন উপস্থিত! এত দিনে রাজাজ্ঞার বল মিলিত হইল। এই সময়ে তোমাদের এক গুণ প্রেম সহস্র গুণ প্রদীপ্ত হউক। এখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তোমরা জগৎকে এই সমাচার বল। যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, অথচ তাঁহাদের নিকট প্রতি সম্প্রদায়ের ভাই ভগিনী শ্রদ্ধা এবং আদরের ধন। ইহাই ব্রাহ্মের উচ্চ আদর্শ। যদি জিজ্ঞাসা কর, জগতে এমন বস্তু কি যাহা দ্বারা সমুদয় সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক পরিবার হইবে? আমি বলিব তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা। ব্রাহ্মগণ, সকল সম্প্রদায়ের উপর যে ঈশ্বরপ্রেমের উচ্চভূমি, সেই অটল হিমালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, বল, আমরা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহি, অথচ সকলের নিকটেই আমরা ঋণী। প্রশস্ত হৃদয়ে সকল জাতি এবং সকলকে গুরু ও উপদেষ্টা মানিয়া সত্য, জ্ঞান, এবং সদ্ভাব গ্রহণ কর।

এই সপ্তাহের মঙ্গল ঘটনাতে জগতের নিকট ইহা আরও স্পষ্টরূপে প্রচার হইল যে, আমরা একটী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় নহি। সাম্প্রদায়িক

সঙ্কীর্ণতা চূর্ণ করিবার জন্যই ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। ধন্য সেই সকল ব্রাহ্ম যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ বহন করিয়া সকল দেশে সকল নর নারীর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ প্রচার করেন। বিবাহের এই নূতন রাজবিধির দ্বারা ব্রাহ্মেরা গূঢ়রূপে প্রভূত ক্ষমতা ও সাহায্য পাইলেন। এতকাল পরে রাজনীতি তাঁহাদের অনুকূল হইল, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবাহ সম্পর্কে এই দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, এই এক বিধিরূপ কুঠারাঘাতে সমুদয়ের মূল উচ্ছেদ করিবার উপায় হইল। ইহার সাহায্যে ভারতবর্ষের নর নারীগণ সমুদয় কুসংস্কার এবং পাপ-মূলক দেশাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, এই দেশে উন্নত এবং পবিত্র বিবাহ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবেন। তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্তে পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণের স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এই রাজনীতে দ্বারা বংশপরম্পরায় সুখ শান্তি এবং মঙ্গল প্রবাহ যে কতদূর বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আর বেদীবদ্ধ হইয়া কেবল সপ্তাহান্তে কপট বক্তৃতার ধর্ম্ম থাকিবে না, কিন্তু ইহা পরিবারের এবং সমস্ত জীবনের ধর্ম্ম হইবে। এই রাজাজ্ঞার সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রসাদে প্রথমতঃ ভারতের নর নারীদিগের চরিত্র সংগঠিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা শান্তি পবিত্রতাপূর্ণ পরিবার সংস্থাপিত হইবে। তৃতীয়তঃ ইহা দ্বারা ভারতবর্ষে একটী উন্নত পবিত্র জনসমাজ সংরচিত হইবে। ইহা কল্পনা নহে, কিন্তু ইহা আমাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস এবং এই আশা পূর্ণ হইবেই হইবে। এই রাজনীতির দ্বারা যে কত বড় মঙ্গল ব্যাপারের সূত্রপাত হইল, ব্রাহ্মগণ, তোমরা

কি একবার বিশ্বাস-নয়নে তাহা দেখিবে না? যাহা দ্বারা ভারতের সহস্র প্রকার অকল্যাণকর ঘটনার স্রোত বদ্ধ হইতে চলিল, তাহাতে কি তোমরা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দর্শন করিবে না? এই রাজাজ্ঞা কেবল কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের মত নহে, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের বিধি দেখিতেছি। ভারতের অমঙ্গল বিনাশ করিবার জন্য ইহা তাঁহারই একটী নিগূঢ় মঙ্গল ঘটনা। অতএব যখন সামাজিক দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্যেও মঙ্গলময় ঈশ্বর রাজবিধিকে এইরূপে আমাদের অনুকূল করিলেন—তখন আর ভয় কি? এই বিধির মধ্যে তাঁহার স্নেহের প্রমাণ পাইয়া, ব্রাহ্মগণ, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর নির্ভর শিক্ষা কর। অকুতোভয়ে সমস্ত জীবন তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর। সমুদয় ঘটনায় বীরের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্ম পালন কর। অনেকে ভয় দেখাইতেছিল, তোমাদের বিবাদ বৃদ্ধি হইতে চলিল, তোমাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে দুই তিন চারি সম্প্রদায় হইবে; ক্রমে তোমরা দুর্ব্বল ও নির্জীব হইয়া যাইবে। আমি সম্পূর্ণরূপে এই কথার প্রতিবাদ করিতেছি। যে মন্দিরে আজ এই নূতন যন্ত্রের সহকারে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিলাম, ইহা কি সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার জন্য নির্ম্মিত? যিনি এই কথা বলেন যে ব্রহ্মমন্দির সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিল, অনৃত বাক্যে তাঁহার রসনা কলঙ্কিত। সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের নর নারীকে লইয়া এক পরিবার সংগঠন করিবার জন্য এই ব্রহ্মমন্দির। সকল সম্প্রদায় চূর্ণ হউক। সেই মনুষ্য জাতির পিতা, সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, রাজাধিরাজের জয়! এই মন্দিরের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, সকলকে এখানে আনিয়া পরিবার সংগঠন কর,

কাহাকেও বিদায় করিয়া দিও না। ব্রাহ্মসমাজের শুভ দিন উপস্থিত। তোমাদের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, মেঘ সকল উড়িয়া যাইতেছে, বিঘ্ন বিপদ নিরাশা তিরোহিত হইতেছে। এই সময় উৎসাহিত হইয়া ব্রহ্মের জয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার জয় ঘোষণা কর।

ব্রহ্মদর্শন সহজ-বিশ্বাসমূলক। *

রবিবার, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৩ শক ; ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

পৌত্তলিকতার হেতু কি, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জগতে কি জন্য নানাবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত হইল তাহার কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতিজনের একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে যে, যিনি প্রাণ দিলেন, যিনি নিয়ত সুখ দিতেছেন, তাঁহাকে দেখিব। যদি ভালরূপে ব্রহ্মদর্শন না হয়, মনুষ্য কল্পিত দেব দেবীর দ্বারা এই ইচ্ছা চরিতার্থ করে। যাহা সত্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হইল না, তাহা অসত্য দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়। বুদ্ধি এবং মতের দ্বারা জানিলাম পিতা আছেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল না, হৃদয় এই দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। এই অবস্থায় সত্যভাবে যদি ঈশ্বর-দর্শন না হয়, মনুষ্যের মন ঈশ্বরস্থানে সৃষ্ট বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাই পৌত্তলিকতার কারণ, এবং ইহার দ্বারা পৌত্তলিকতা রক্ষিত হইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ, না পৌত্তলিক শ্রেষ্ঠ ? দুই দিকেই অনেক ব্যাপার দেখিতে পাই। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে যেমন প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তেমন নাই।

যেখানে অসত্য এবং নানাবিধ ভ্রম, সেখানে কিরূপে এত বিশ্বাস ভক্তি থাকিতে পারে? কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যখন আবার সত্য এবং জ্ঞানের প্রভাব দেখি, তখনই হৃদয় সহজেই সত্যের অনুসরণ করিতে ধাবিত হয়। অসত্য পরিহার করিয়া সত্য লাভ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনাপ্রণালী এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে, তাহাতে অসত্য নাই, সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা নাই। ইহা একমাত্র সেই সত্যস্বরূপের উপাসনা প্রচার করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সেই উপাসনা-স্পৃহা তেমন বলবতী হয় নাই। ঈশ্বরকে কিরূপে সত্যভাবে দেখিতে হয়, অনেকেই আজ পর্য্যন্ত জীবনের পরীক্ষাতে তাহা অবগত হন নাই। প্রতিমা দেখিলে যেমন সহজেই মনের ভাব উদ্বোধিত হয়, শূন্য মধ্যে কেবল কতকগুলি সঙ্গীত এবং দীর্ঘ উপাসনা করিলে কি অন্তরে সেইরূপ ভাবের সঞ্চার হয়? অদৃশ্য নিরাকার ঈশ্বর কি, পৌত্তলিক তাহা বুঝিতে পারেন না, সহস্র যুক্তি প্রমাণ দেখাও না কেন, যতক্ষণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে না পার, ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহার প্রতীতি হইবে না। যে পর্য্যন্ত না দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেন, সে অবধি পৌত্তলিকের কিছুতেই শান্তি নাই। তবে আমরা কি ব্রাহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে দেখিব না? কোথাকার সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার মতে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব? ব্রহ্মদর্শন ভিন্ন সকলই মিথ্যা। যদি উপদেষ্টার আসন চাও, তবে ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে সহায় হও, এখন আর বৃথা উপদেশের সময় নাই। ঈশ্বরকে দর্শন করিতেই হইবে। ঈশ্বরদর্শন ব্যতীত জগৎ হয় ত পৌত্তলিকতা নতুবা নাস্তিকতায় আচ্ছন্ন হইবে। অতএব, ব্রাহ্মগণ, সাবধান হও। যদি ব্রহ্মদর্শন না পাও, তবে কে বলিতে পারে যে তোমরা একদিন পৌত্তলিক

কিম্বা নাস্তিক না হইবে? যদি হৃদয়ের স্বাভাবিক ব্রহ্মদর্শনস্পৃহা চরিতার্থ না কর, তবে নিশ্চয়ই ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। যতক্ষণ ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাও, নিশ্চয় জানিও ততক্ষণ আত্মার মৃত্যু। যতদিন না ব্রাহ্ম জগতের নিকট ব্রহ্মদর্শন প্রকাশ করিবেন, ততদিন ভয়, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত ঘৃণিত এবং পতিত অবস্থা। আত্মার স্বাভাবিক স্পৃহা চরিতার্থ কর, স্বভাবকে বিনাশ করিও না। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দর্শন করা অসম্ভব, যতই কেন এইরূপ কুতর্ক কর না, অন্তরের সেই দুর্জ্জয় স্বভাব কিছুতেই পরাস্ত হইবার নহে, অবশেষে ইহা জয়লাভ করিবেই করিবে। মনুষ্য ঈশ্বরকে না দেখিয়া বাঁচিতে পারিবে না, একদিন সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইতেই হইবে। সেই অরূপ মাধুরী দেখিবার জন্যই জীবাত্মা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ঈশ্বর এখন যে আমাদিগকে পাপের এত কঠোর শাস্তি বিধান করিতেছেন, তাহা এইজন্য যে, একদিন আমরা নির্ম্মল হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিব। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য হয়, তাহা এইজন্য যে ব্রহ্মদর্শন সত্য। ব্রহ্মদর্শনে ব্রাহ্মের শান্তি, ব্রহ্মদর্শনে ব্রাহ্মের পরিত্রাণ।

যদি বল কিরূপে ব্রহ্মদর্শন করিব? ব্রাহ্মের প্রতিজ্ঞা যে প্রাণান্তেও কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলিব না। অতএব যিনি কোন পদার্থ নহেন তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব? আমি বলি, যদি সত্যই ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তবে ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। প্রস্তর, জল, বায়ু, আলোক কিছুই ব্রহ্ম নহেন। কর্ত্তাভজারা ঈশ্বরকে এক প্রকার অচেতন আলোক কল্পনা করিয়া পুলকিত হয়; কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি

সেই কল্পিত বস্তুকে ঈশ্বর বলিতে পারেন? ঈশ্বর আলোক নহেন তিনি অন্ধকারও নহেন। তবে তিনি কি? অবশিষ্ট যাহা তাহাই। অবশিষ্ট কি? আকাশ। আকাশ কি? অপদার্থ—অর্থাৎ যাহা কোন পদার্থই নহে। পদার্থ বলিলেই কোন জড় বস্তুর মূর্ত্তি মনে হয়, অতএব যাহা জড় নহে তাহাই আকাশ। সে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নাই, তাহাতে কোন প্রকার সৃষ্ট বস্তু নাই, তাহা একটী গম্ভীর বর্ত্তমানতা। ব্রাহ্মগণ, সাবধান, ব্রহ্মস্বরূপ সম্পর্কে যেন তোমাদের কোন কল্পনা না হয়, তাঁহার অস্তিত্বে কোন প্রকার জড়ের গুণ আরোপ করিও না। ভ্রমবশতঃ যদি হঠাৎ তাঁহাকে কোন প্রকার পদার্থের ন্যায় বোধ হয়, তখনই স্মরণ করিবে তিনি আকাশ অর্থাৎ তিনি জড় নহেন। ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত, এই কথা বলিতে বলিতে যদি বাস্তবিক তাঁহাকে একটী জড়-হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, তখনই স্মরণ করিবে তিনি আকাশ। ঈশ্বরের পবিত্র চরণ, এই কথা বলিলে যদি যথার্থই একটী স্থূল মনুষ্যচরণ স্মরণ হয়, তৎক্ষণাৎ এই কথা বলিবে, ঈশ্বর আকাশ। অতএব যদি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তবে বল "ঈশ্বর আছেন" এই কথার মধ্যে ঈশ্বরদর্শন। যাহা দেখিতেছ, যাহা স্পর্শ করিতেছ, এই জগতে যাহা ভোগ করিতেছ, তাহারা কিছুই ঈশ্বর নহেন। তবে কোথায় তাঁহাকে দেখিবে? এবং কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে? এই কথার মধ্যে এবং এই কথার দ্বারা যে—"ঈশ্বর আছেন।" ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি কেমন? তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার আকার নাই, তিনি কেবল সত্যময়, প্রেমময় এবং পুণ্যময়। ঈশ্বর আছেন বলা এবং তাঁহাকে দেখা এই দুই সমান। আমার সমক্ষে কেবল আকাশ ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও কিছু

নাই, কণামাত্র জড় বস্তুও দৃষ্ট হইতেছে না ; কিন্তু এই আকাশের মধ্যে অনন্তকাল হইতে সেই নিরাকার ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। বিশ্বাস-নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছি, প্রেমভক্তি দ্বারা তাঁহাকে ধরিতেছি। জড়জগতের অতীত স্থান এই আকাশে জগতের ঈশ্বর প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইতেছি। বায়ু দ্বারা নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাস, আত্মার ভক্তির দ্বারা তেমনই সহজ ভাবে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা উপভোগ করিতেছি। এ সকল যদি চেষ্টার ব্যাপার হইত, সহস্র বৎসরেও তাহা সিদ্ধ হইত না। সহজে যদি ঈশ্বরকে দেখিতে না পাও, তবে অবশ্যই অন্তরে কোন গোল রহিয়াছে। যদি বল, ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে এবং তীর্থ উপলক্ষে দূর দেশে ভ্রমণ না করিলে কিরূপে ব্রহ্মদর্শন পাইব ? তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনের মধ্যে সংশয় বিকার রহিয়াছে।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ব্যবধান নাই। পুস্তক কিম্বা গুরু বলিয়া দিতে পারেন, এই তোমার পিতা নিকটে, কিন্তু কে তোমাকে ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে ? সাধু-ভক্ত-মুখে শুনিলে ঈশ্বর আছেন, এই সত্য তোমার জানা হইল ; কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরদর্শন হইল না। যতদিন গুরু কিম্বা পুস্তক মধ্যবর্ত্তী, ততদিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার ব্যবধান, ততদিন ব্রহ্মদর্শন কি, কোন মতেই বুঝিতে পারিবে না। অতএব অব্যবহিত পথ অবলম্বন কর—যে পথে অগ্রসর হইলে চক্ষু খুলিলেই ব্রহ্মদর্শন। এই পথে নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, নতুবা কোটী যুগেও অসম্ভব। এই যে আমার পিতা, এই আকাশে তিনি, এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া যতই এই কথা বলিতে থাকি, ততই আকাশ সঞ্জীবিত হয়। তখন দক্ষিণে "সত্যং" বামে "সুন্দরং" ঊর্দ্ধে

"জ্ঞানমনন্তং," যে দিকে দৃষ্টি করি সেই দিকেই ব্রহ্ম; তখন আর কিছুই শূন্য আকাশ বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু চারিদিক ব্রহ্মের গম্ভীর সত্তায় পরিপূর্ণ। চক্ষু খুলিলেও ব্রহ্ম, চক্ষু নিমীলিত করিলেও ব্রহ্ম। অতএব সহজে যে ব্রহ্মদর্শন হয়, ব্রাহ্মগণ, সেই ব্রহ্মদর্শন তোমাদেরই। তোমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে না। বিশ্বাস কর, আমার পিতা আমার নিকটে, তখনই তাঁহাকে দেখিবে। এই বিশ্বাসের ফল কি? পরিত্রাণ। বিশ্বাসে পরিত্রাণ, বিশ্বাসই দর্শন। অতএব, ব্রাহ্মগণ, বিশ্বাসী হও।

জীবন সার, জীবন সৎ।

বর্ষশেষ।

বৃহস্পতিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৭৯৩ শক; ১১ই এপ্রেল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

সময়ের চক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে, বিশ্রাম নাই, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতেছে। সেই আমরা কল্য যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, অদ্য আবার নূতন স্থানে আসিয়া উপস্থিত, আবার এখন যে স্থানে, পরক্ষণে আর এই স্থানে অবস্থান করিব না। বেগবতী নদীর ন্যায় হু হু করিয়া সময় চলিয়া যাইতেছে, কাহার সাধ্য ইহার গতিরোধ করে?

আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, ভবিষ্যতে কি হইব, ইহা ভাবিবারও সময় পাই না। যখন পুরাতন বৎসর চলিয়া যায়, এবং নূতন বর্ষ সমাগত হয়, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? "কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কি হইব?" এই গভীর প্রশ্নের

মীমাংসা করিবার এই সময়। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রসাদে আমরা অন্য অন্য বাহিরের অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও আমাদের জীবনে গাম্ভীর্য্য অতি অল্প। আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা অন্তরের দিকে দৃষ্টি করি না। আত্মা কি ছিল, কি হইয়াছে, কি হইবে, তাহার যথার্থ অবস্থা কি, এ সকল নিগূঢ় বিষয়ের আমরা তত্ত্বানুসন্ধান করি না। বর্ষে বর্ষে আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে কতদূর গূঢ়তর, মিষ্টতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে, উপাসনা কেমন মধুর হইতেছে এবং হৃদয়ের গভীরতম পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র কতদূর শুদ্ধ হইল, এ সকল বিষয়ের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে, নিশ্চয়ই বিষয়-সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে হইবে। উপাসনা বিষয়ে তুমি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে দণ্ডায়মান ছিলে, হয় ত এখনও সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছ; অথবা আরও নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছ। কি ভাব, কি জ্ঞান, কি কার্য্য তাবৎ বিষয়ে উন্নত হইতে হইবে। উন্নত না হইলে, নিশ্চয় জানিও, অবশ্যই অবনত হইবে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং নর নারীর প্রতি পবিত্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাসনাশীল, অধিক বিনীত এবং অধিক সত্যপরায়ণ হইয়াছ কি না, তাহা আলোচনা করিয়া দেখ। কি উপাসনা, কি বিনয়, কি সাধুতা, ইহাদের কোন সাধনেরই শেষ নাই। দম্ভের কোন ভয়ানক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, যখনই মনে করিলে আমি বিনয়ী হইয়াছি, তখনই গূঢ়ভাবে অহঙ্কার আর একটী নূতন বেশ ধারণ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল। অতএব কোন অবস্থায় পাপের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইও না; কিন্তু সাধন উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইতেছে কি না, সর্ব্বদা

সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর যে উপাসনা, তাহাতে দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর অধিকার পাইতেছ কি না, তাহা আলোচনা কর। ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া সহজেই তাঁহার আরাধনা কর কি না, তাঁহার দয়া দেখিলে স্বভাবতই তোমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞ হয় কি না, এবং যখন তোমরা তোমাদের হৃদয়ের গূঢ় পাপ দেখ, তখন ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর কি না? যদি বল হাঁ, সময়ে সময়ে আমাদের এ সকলই হইয়া থাকে; কিন্তু আমি বলিতেছি, তাহাতে সন্তুষ্ট হইও না। কারণ, যে পর্য্যন্ত উপাসনার স্রোত স্থায়ীভাবে এবং গূঢ়রূপে আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমাদের পদে পদে ভয় এবং বিপদের কারণ রহিয়াছে। অতএব যদি নির্ভয় হইতে চাও, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা এবং উপাসনা কর।

যেমন ভূত বর্ত্তমানের পরস্পর নিগূঢ় যোগ, সেইরূপ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরস্পর গূঢ়রূপে সম্বদ্ধ। যদি দশ বৎসর কাল আমরা ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া থাকি, সেই দশ বৎসরের পরিমাণে কি আমরা উন্নত হইয়াছি? প্রথম বৎসর অপেক্ষা কি আমরা এখন দশগুণ বিশ্বাসী এবং দশগুণ বিনয়ী হইয়াছি? ভূত কাল আলোচনা করিয়া আমাদের মধ্যে কে বলিতে পারেন যে, ভবিষ্যতে আমি নিশ্চয়ই ইহার অপেক্ষা আরও উন্নতি লাভ করিব। যদি এরূপ দৃঢ়তা না থাকে, তবে তোমাদের ধর্ম্মজীবনে গাম্ভীর্য্য নাই। সাহসপূর্ব্বক কি তোমরা বলিতে পার যে, জীবনকে তোমরা উন্নতি-পথে লইয়া যাইতেছ? অদ্যকার রজনী আমাদের পক্ষে বিশেষ রজনী। এই রজনী পুরাতন এবং নূতন বর্ষের সন্ধিস্থল। পুরাতন এবং নববর্ষ উভয়ই এখন আমাদের নিকট উত্তর চাহিতেছে। পুরাতন বৎসর

চলিয়া যাইবার সময় আমাদের নিকট হইতে কি সমুদয় পুরাতন পাপ লইয়া যাইতেছে? যদি কপট বিনয়ী হও তা বলিবে, আমি ঘোর নারকী, আমার এই মন কি ভাল হইতে পারে? আমার আবার উন্নতি কি? কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। উন্নতি ব্যতিরেকে আত্মা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।

আমরা যে সকল রিপু পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, ক্রমে ক্রমে এক একটী বিনাশ না করিলে আমাদের নিস্তার নাই। পুরাতন পাপ দূর করা বড় কঠিন ব্যাপার। সাধুসঙ্গ, ব্রহ্মমন্দির, এবং অন্যান্য যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করি না কেন, আমরা পরীক্ষাতে দেখিয়াছি, রিপুদমন করা মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। ইন্দ্রিয় শাসন করিতে অক্ষম হইয়া কত লোক অবশেষে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে কত লোক পোষিত পাপ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, পরিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহঙ্কার, ক্রোধ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি দুর্জ্জয় রিপুর যন্ত্রণায় কত ব্রাহ্ম নিতান্ত কাতর হইয়া অবশেষে নিরাশ-কূপে নিমগ্ন হইয়াছেন। পবিত্রতা এবং উন্নতির বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, বোধ হইল যেন আমাদের সকল পাপ বিনষ্ট করিল; কিন্তু গূঢ়রূপে অন্তরের মধ্যে আমাদের স্বার্থপরতা এখনও ইহার কুটিল অভিপ্রায় সকল চরিতার্থ করিতেছে। এ সমুদয় অতি গূঢ় পাপ। যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এ সকল জঘন্য কলঙ্ক দূর না কর, তবে নিশ্চয় জানিও, একদিন ধর্ম্মরাজ্য হইতে পলায়ন করিতে হইবে। অন্যান্য ব্যক্তির অপেক্ষা ব্রাহ্মদের রিপু প্রবলতর কি না, তাহা বিচার করিতে হইবে না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এই বিশ্বাস করেন যে, আমরা অন্য অন্য বিষয়ে উন্নত হইব বটে, কিন্তু রিপুকে কোন মতে জয় করিতে পারিব

না! কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, ব্রাহ্মদের মধ্যেও আধিপত্য করিতে থাকিবে। স্বার্থপরতা-রূপ-প্রস্তরে ব্রাহ্ম-হৃদয় চিরকালই আচ্ছন্ন থাকিবে। যদি ব্রাহ্মদের মুখ হইতে এই কথা নির্গত হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয়। স্বভাব যদি ভাল না হইল, জিতেন্দ্রিয় যদি না হইলাম, তবে ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? যিনি বলেন, আমার উপাসনা ভাল হয় না, তিনি বলুন, আজ হইতে উপাসনা জগৎ হইতে বিদায় লইলাম; নতুবা প্রতিজ্ঞা করুন, কাল হইতে ভাল উপাসনা করিব।

এক বৎসর চলিয়া গেল, এই ৩৬৫ দিনের মত যদি উন্নতি না হইয়া থাকে, তবে আমাদের জীবন মৃত্যু সমান। চিন্তা করিয়া দেখ, ঈশ্বর আমাদের নিকট কি প্রত্যাশা করিতেছেন। কল্য প্রাতঃকাল হইতেই কি আমাদের জীবনের একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন আশা করিতে পারি? যে বলে, এক ভাবেই আমাদের জীবন যাইবে, সেই ব্রাহ্মকে আমি বলি, "তুমি কি এই কথা বলিতেছ না, আমার জীবনে আর কিছুই হইবে না, জগতে আমার থাকা না থাকা সমান।" যত কেন আমাদের হৃদয় উন্নত হউক না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই কথা বলিতেই হইবে যে, আমাদের হৃদয় আরও নির্ম্মল হইবে, চরিত্র আরও পবিত্র হইবে। এই বিশ্বাস,—এই আশা, সমুদয় দুর্জ্জয় রিপুকে জয় করিবে। নিজের বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বলে। তাঁহার কৃপায় সমুদয় রিপু পরাস্ত হইবে। আমাদের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ তাহা কি বিলুপ্ত হইবে না? যখন দেখি, ব্রাহ্মদের উপাসনা শুষ্ক হইল, সময়ে সময়ে কপট প্রার্থনা হইল, তখন বলি, যদি উন্নতির আশা না রহিল, তবে আর ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের বলে

কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইবে, যদি এখনই এই কথা বলিতে না পারি, তবে নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে। বন্ধুগণ, নিরাশার ভাব পরিত্যাগ কর, বিশ্বাস কর, আমরা যাহা আছি তাহা অপেক্ষা ভাল হইবই হইব। চরিত্র ভাল হয় না, উপাসনা ভাল হয় না, ইহার গূঢ় কারণ এই যে, তোমরা বিশ্বাস কর না। যদি বিশ্বাস কর, নিশ্চয়ই মন ভাল হইবে। যাহার নিকট ধর্ম্ম কেবল কল্পনা ও অনুমানের ব্যাপার, যাহার অন্তর সন্দেহরূপ ভয়ানক প্রস্তরে আচ্ছন্ন, তাঁহারই মন ভাল হইতে পারে না। তাহাকে কেবল কথার গরল ভোগ করিয়া মরিতে হয়। অতএব, অনুমান-প্রিয় হইও না, 'বোধ হয়' 'যদি' এই সকল নিরাশার কথা পরিহার কর, বল "জীবন সার, জীবন সৎ।"

নিরাশার আর এক নাম মৃত্যু। যাহা হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে আসি, আর নূতন উন্নতি নাই, তোমরা সকলে মিলিয়া যদি এই কথা বল, তবে তোমরা ধর্ম্মজীবন হারাইয়াছ। বল বাঁচিলাম, তখনই বাঁচিবে, নিশ্চয়ই বাঁচিয়া উঠিবে। কোন বাধা বিঘ্ন তোমাদিগকে অবসন্ন করিতে পারিবে না। যে বলে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিব, ঈশ্বরের স্বর্গীয় বল আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে। হয় ঈশ্বরের বল গ্রহণ কর, নতুবা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দাও। তাঁহার বলে বলী হও। এ বৎসরে যদি সহস্র পাপ করিয়া থাক, তজ্জন্য অনুতাপ কর, এবং নূতন কামনা এবং নূতন সঙ্কল্প লইয়া নববর্ষে পদসঞ্চারণ কর। বিশ্বাস দ্বারা অবিশ্বাস এবং পবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতা দূর কর। নিরাশাকে ব্রাহ্মসমাজে আসিতে দিব না। "আর ভাই, আমি কিছু করিতে পারি না" এই কথা কাহাকেও

বলিতে দিবে না। দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর উপাসনা, গভীর হইতে গভীরতর বিনয় এবং মধুর হইতে মধুরতর সত্যপ্রিয়তা তোমাদের আত্মাকে বিভূষিত করুক! আজ যদি কাম, ক্রোধ পরাভূত হয়; কাল আরও জিতেন্দ্রিয় হইব। পরস্পরের এই উন্নতি দেখিব। এইরূপে পুরাতন অভ্যস্ত পাপ পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইব। আজিকার রাত্রি যিনি অবহেলা করিতেছেন, তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। হৃদয় কতদূর নির্ম্মল হইল, ভবিষ্যতে আরও কত পবিত্র হইতে হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। আজি আমরা কোন নূতন সত্য জানিবার জন্য এখানে আসি নাই, কিন্তু এই নববর্ষের সঙ্গে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন অভিলাষ করি। নূতন বৎসর আসিতেছে। যাহা কখনই করিতে পারিব না, মনে করিয়াছিলাম, তাহা কাল প্রাতেই সাধন করিতে হইবে। উপাসনা এখনও অসরল আছে, বিনয় আমাদের মধ্যে অতি অল্প। গত ১১ই মাঘের সময় যাহা দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহার কিছুই দেখিতে পাই না।

যে ব্রাহ্ম তখন দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, আর আমি ঈশ্বরের পরিবারে অশান্তি আনিব না, তিনি আজ অস্ত্র ধারণ করিয়া সেই পরিবারকে ছেদন করিতেছেন। যে ভাই ভগিনীদের মধ্যে এত স্নেহ, এত সদ্ভাব ছিল, চারি মাস যাইতে না যাইতে তাঁহাদের এই ভাব? সেই দিন কি আমরা প্রতিজ্ঞা করি নাই যে, দয়াময়কে মধ্যে রাখিয়া ভাই ভগিনীদের সেবা করিব? মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মগণ! এইরূপে আর কতদিন প্রতারণা করিবে? ১১ই মাঘের দিন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া, যদি তাহা লঙ্ঘন করিলাম, তবে যে ব্রাহ্মেরা কোন্ ভয়ানক অপ্রেমের কূপে ডুবিবেন তাহার স্থিরতা নাই। ১১ই মাঘের প্রতিজ্ঞা এবং

তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থাই, তোমরা সত্যবাদী কি না, তাহার প্রমাণ দিতেছে। স্বার্থপর হইয়া কেবল আপনিই স্বর্গে যাইব, এরূপ মনে করিও না। প্রেমে সম্মিলিত হও। হায়! সেই ১১ই মাঘ কোথায় আমাদের প্রতিদিনের জীবন হইবে, না তাহা বিনষ্ট করিতে কত ব্রাহ্ম চেষ্টা করিতেছেন। সেই কাম ক্রোধ আবার ব্রাহ্মদিগকে পদতলে ফেলিয়া দলন করিতেছে। অতএব যাহাতে পুরাতন পাপ নববর্ষের জীবনকে কলুষিত না করে তাহার চেষ্টা কর। দেখ, এক বৎসর চলিয়া গেল। (নিশীথকালের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি)

হে পুরাতন বৎসর! তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই বাঁচিতাম, তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তজ্জন্যই কলঙ্ক লইয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতেছি। নববর্ষ! মনে করিয়াছিলাম, নববস্ত্র পরিধান করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব। কিন্তু দেখ, আমার হৃদয়ে যে পাপ জন্মিয়াছিল তাহা চিরদিনের জন্য রহিল। অন্তরে যে পুণ্য লাভ করিয়াছি, গত বৎসর যে কয়েকটী সত্য কথা বলিয়াছি, যে কয়েকটী দয়াব্রত করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। নববর্ষ! তুমি কি আনিতেছ জানি না, দুঃখ, কি সুখ, ঘোর বিপদের ভয়ানক মেঘ লইয়া আসিতেছ, না দয়াময়ের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছ, কিছুই জানি না। তোমার মধ্যে সুখ দুঃখ যাহা কিছু থাকে, গ্রহণ করিতেই হইবে। কেন না, তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত। নূতন সঙ্কল্প, নূতন উদ্যম, নূতন ব্রত গ্রহণ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব। ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমার প্রদত্ত এই নূতন বৎসর-রাজ্যে প্রবেশ কর।" সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, চল, আমরা অগ্রসর হই।

সরস উপাসনা। *

রবিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৭৯৪ শক; ১৪ই এপ্রেল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

—"মনুষ্য কে যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধারণ কর।"

জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ অবশ্যই তোমরা দেখিয়াছ। সেই বৃক্ষ কেমন কোমল, ফল ফুলে কেমন সুশোভিত! সেই বৃক্ষের কোন অভাব নাই, সর্ব্বদাই তাহার নিকট রস রহিয়াছে। জলের অভাব সেই বৃক্ষ জানে না। ভক্তহৃদয়ও ঠিক সেই প্রকার। ইহা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রেমরস আকর্ষণ করিয়া পুণ্যপুষ্প এবং পরিত্রাণরূপ ফল প্রসব করে। যিনি রসস্বরূপ ঈশ্বরের প্রেমসরোবরে বাস করেন, তাঁহার মন কখনই শুষ্ক হইতে পারে না। শুষ্ক হৃদয় কাহার? যিনি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন। যে ব্যক্তির হৃদয় শুষ্ক তিনি যতই কেন সাধু হউন না, ব্রহ্মরূপ প্রেমসিন্ধু কেমন সুশীতল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কার্য্যের উৎসাহে যে ব্যক্তি প্রেমিক না হয়, মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিব, সে কখনই ব্রহ্মের অনুগত দাস নহে। পুণ্য, প্রেম, শান্তি, এই তিনটী ভক্তের লক্ষণ। আমরা ব্রহ্মপূজা করি, কল্পিত দেব দেবী হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের আত্মা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রণত হয়। যদি যথার্থ ব্রহ্মের পূজা করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রেমস্বরূপ। যে ব্যক্তি হৃদয়কে শুষ্ক করিয়াও জগতে ব্রহ্মভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করে, সে ধূর্ত্ত, প্রতারক। ঈশ্বরভক্ত হইয়া শুষ্ক রহিয়াছি, পুণ্যময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাপী রহিয়াছি, ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রেমময় শান্তিপূর্ণ ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কখনও অন্তর

কঠোর থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা সকলই কঠোর হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে ঈশ্বরের ভক্ত বলিবে? উপাসকেরা যে পরিমাণে উপাস্য দেবতার স্বভাব লাভ করেন, সেই পরিমাণে তাঁহারা ভক্ত। অতএব আমাদের দেবতা যদি শান্তিপূর্ণ হন, যে পরিমাণে আমাদের হৃদয় শান্তি লাভ করিবে, সেই পরিমাণেই আমরা ভক্ত। শান্তং সুন্দরং ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিলাম, অথচ আত্মা অশান্তিপূর্ণ এবং অস্থির রহিল, ইহা অসম্ভব। উপাসনা করিয়া যদি উপাস্য দেবতার ভাব গ্রহণ করিতে না পার, তবে তোমরা এখনও আপনার বুদ্ধিকল্পিত একটী মিথ্যা দেবতার পূজা করিতেছ। যে রাজ্যে কেবলই শুষ্ক মরুভূমি, সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, কোথাও একটী নদ নদী নাই, সে রাজ্য কখনই ব্রহ্মোপাসনার রাজ্য নহে।

ব্রহ্ম অর্চ্চনা করিয়া সাধ্য নাই যে তোমরা প্রেমহীন শুষ্ক রাজ্যে বাস করিতে পার। ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির যোগ। যতই তাঁহার নিকটতর হইবে, ততই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর, মিষ্টতর সম্পর্কে আবদ্ধ হইবে। উপাসনারাজ্যের বৃক্ষ সকল কখনই শুষ্ক হয় না, সর্ব্বদাই তাহারা সরোবরের জল আকর্ষণ করিতেছে। সেই রাজ্য যদি ভোগ করিয়া থাক, তবে বলিতে পার যে তোমরা প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসক, নতুবা তোমরা কঠিন মৃত পাথরের পূজা কর। সুতরাং পাথর—যাহার প্রাণ নাই, চৈতন্য নাই, প্রেম নাই, তাহার উপাসনা করিয়া কিরূপে তোমরা প্রেমিক হইবে। শুষ্ক হইয়াছি বলা এবং প্রেমময়কে মানি না বলা, দুইই এক কথা। প্রত্যেক ব্রাহ্মসম্পর্কে আমি ইহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি, উপাসনাতে শান্তি ভোগ করিতে না পারিলে, হয় ত তাঁহাকে ঘোর সাংসারিক নতুবা

নাস্তিক হইতে হইবে। যদি দেখ একজন ব্রাহ্ম শুষ্ক হইয়াও অনায়াসে হেসে হেসে অন্ন জল গ্রহণ করিতেছে, নিশ্চয় জানিও অচিরেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবে। এইরূপে কত ব্রাহ্ম শুষ্ক হইয়া ক্রমে ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক অবিশ্বাসকূপে ডুবিয়াছে। শুষ্ক হইয়া যে হৃদয় কাঁদে না, সে ব্রাহ্মহৃদয় নহে। ব্রাহ্মগণ, পুণ্যবান্ ভক্ত হইবে বলিয়া যদি কামনা করিয়া থাক, তবে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও, যেন একদিনের জন্যেও হৃদয় প্রেমশূন্য না হয়। একদিন পিতার প্রেমরাজ্যের শোভা, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে; কিন্তু পরদিন আবার সেই মরুভূমির মধ্যে উপস্থিত হইলে, কোথাও জল নাই, ছায়া নাই। কি ভয়ানক অবস্থা! ব্রাহ্মগণ, তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি এই ঘোর সঙ্কটের অবস্থা নহে? যেখানে ভক্তির অভাব সেই মরুভূমিতে কি তোমরা উপস্থিত হও নাই? তোমাদের মুখের দিকে তাকাইলে যে পাষাণহৃদয় বিগলিত হয়। তোমাদের জন্য না আকাশে মেঘ আছে, না নীচে নদ নদী আছে; যে দিকে দেখি সেই দিকেই কঠোরতা। সহস্র কোমল কথা বলিলেও তোমাদের পাষাণহৃদয় গলে না। নিশ্চয় জানিও, এই কঠোর রাজ্যে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যদি পরিত্রাণ চাও, আর এই শুষ্ক প্রদেশে অবস্থান করিও না, শুষ্ক উপাসনা শীঘ্র দূর কর।

শুষ্ক পূজা, শুষ্ক জ্ঞান, শুষ্ক কার্য্য ব্রাহ্মের নহে। মনুষ্যের প্রাণ বধ করা যেমন ভয়ঙ্কর, ঈশ্বরকে শুষ্কভাবে উপাসনা করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক। গান করিলাম, আরাধনা করিলাম, ধ্যান করিলাম, প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কোন মতেই ঈশ্বরের প্রেমমুখ

দেখিতে পাইলাম না, চারিদিকে শূন্য, আকাশে কঠোরতা। যে দিন মনের অবস্থা এইরূপ দেখিবে, সে দিন নিশ্চয় জানিও, নিতান্ত জঘন্য মহাব্যাধি আত্মাকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই শুষ্কতা হইতে ঈশ্বরের দয়াতে সন্দেহ, সেই সন্দেহ হইতে অবিশ্বাস, পরে সেই অবিশ্বাস হইতে নাস্তিকতা আসিয়া আত্মাকে বধ করে। অতএব হৃদয়কে শুষ্ক দেখিলেই ভয় করিও। হৃদয় পাপের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, অথচ মুখ প্রফুল্ল, চক্ষু প্রফুল্ল, অনায়াসে আহার পান করিতেছি। বিকারী রোগী—যাহার নাড়ী ক্ষীণ হইতেছে, যাহার উপর মৃত্যুর অধিকার বিস্তৃত হইতেছে, অথচ মুখে হাস্য, যে ব্যক্তি শুষ্কতা দেখিয়াও আত্মগ্লানি ও অনুতাপ করে না, তাহার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। যদি মন শুষ্ক হইয়া থাকে ঈশ্বরের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন কর। কোথায় সেই প্রেমময়ের নিকেতন, কোথায় সেই প্রেমময়ের নিকেতন বলিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে পিতাকে অন্বেষণ কর। পাপের জন্য সরল অন্তরে অনুতাপ কর, যদি যথার্থ অনুতাপের এক ফোঁটা জল অন্তরে পড়ে তখনই দেখিবে নরাধম দেবতা হইল! শুষ্কতা আমাদের মধ্যে থাকিতে দিব না। যদি শুষ্কতা বিস্তার হয় আমাদের অনেকের মরিতে হইবে। ভাই ভগ্নীদের তত্ত্ব লও, হত্যা দিয়া যে ব্রহ্মচরণে পড়িয়া থাকে, তাহার সদ্গতি হইবেই হইবে। ভ্রাতৃগণ ভগিনীগণ, আমরা প্রেমময়ের সন্তান, আমরা যদি পরস্পরের প্রতি প্রেমশূন্য হই, তবে জগৎ কি বলিবে না, ইহারা প্রেমের কত আড়ম্বর করে, কিন্তু এদের রাজ্যে কেবলই শুষ্কতা, কেবলই অপ্রেম? ব্রাহ্মদের হৃদয় দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, এই সর্ব্বনাশের কথা যেন কাহারও মুখ হইতে বিনির্গত না হয়। প্রতিদিনের উপাসনা

সরস না হইলে ব্রহ্মোপাসনা হইল না। প্রতিদিন উপাসনার পর দেখিতে হইবে, হৃদয়ের মধ্যে কতদূর প্রসন্নতা আসিল। প্রেমময়ের সন্তান হইয়া বিষণ্ণ থাকিও না। অন্তরে যদি অপ্রেম থাকে, একবার দয়াময়ের চরণে পড়িয়া ক্রন্দন কর। প্রাণস্বরূপ প্রেমময় আসিয়া নিশ্চয়ই তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। প্রস্তর গলিবে, কঠোর হৃদয় বিগলিত হইবে, বিশ্বাস কর, দেখিবে কত অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া তোমার জীবনকে বিভূষিত করিবে। আর আমাদের মধ্যে সেই পুরাতন ভক্তিস্রোত আসিতে পারে না, এই কথা মুখে আনিও না। আমাদের দয়াময় এখনও বর্ত্তমান, এখনও তাঁহার কাছে কাঁদিলে শান্তিবারি দিবেন। সরস হৃদয় লইয়া তোমরা প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা কর। সাবধান একদিনের উপাসনাও যেন নীরস না হয়। সরস উপাসনা নির্জনে, সরস উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরে, এইরূপে সর্ব্বদা উপাসনাস্রোতে মগ্ন থাকিয়া প্রেমময়কে ডাক। তাঁহার দয়াল স্বভাব সাধন কর। দেখিবে অচিরেই তাঁহার শান্তিপূর্ণ পরম সুন্দর পবিত্র প্রেমরাজ্য তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। যতই সেই রাজ্যে প্রবেশ করিবে, ততই তোমরা পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।

ঈশ্বর-দর্শন।

রবিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৪ শক; ২১শে এপ্রেল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

সাকার উপাসকদিগের নিকট যেমন আমরা ঈশ্বর-দর্শন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিব, তেমনই আবার যাহাতে আমাদের ভক্তি-ভাব বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় সকলও তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিতে

হইবে। যে পর্য্যন্ত উপাস্য দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখিতে না পান, সেই পর্য্যন্ত পৌত্তলিকদিগের উপাসনা হয় না, সেইরূপ ব্রাহ্মেরাও যে পর্য্যন্ত উজ্জ্বলরূপে ব্রহ্মকে দেখিতে না পান, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের উপাসনা হয় না। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে কোন্ প্রথা অধিক প্রচলিত? সেইটী এই—যাঁহার উপাসনা করিব তাঁহাকে চক্ষে দেখিব। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মের জীবন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা কল্পনা লইয়া উপাসনা আরম্ভ করেন এবং কল্পনার দ্বারা তাঁহাদের উপাসনা পরিসমাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ, তোমরা সর্ব্বদা ব্রহ্মকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে চেষ্টা করিবে, বিশ্বাস-চক্ষে স্পষ্টরূপে তাঁহার সত্তা অনুভব করিবে। কিন্তু কেবল তাঁহার অস্তিত্ব দেখিয়া ক্ষান্ত হইতে পার না! যেমন তাঁহাকে স্পষ্টরূপে দেখিয়া পূজা করিবে, তেমনই সাকার উপাসকদিগের নিকট আর এই একটী শিক্ষা লাভ করিবে, প্রাণের সহিত সর্ব্বদা তাঁহাকে ভালবাসিবে। তাঁহাকে ভালবাসিতে না পারিলে পূজা অর্চ্চনা সকলই বৃথা। হৃদয় বিহীন উপাসনা কথনই জীবনকে পবিত্র করিতে পারে না। বাহিরে জ্ঞানকাণ্ড এবং কার্য্যকাণ্ডের আড়ম্বর! কিন্তু অন্তর পাপের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, এই প্রকার যাহার অবস্থা সে উপাসক নহে, সে কথনই ভক্ত নহে। সাকার উপাসকদিগের এই একটী সুবিধা যে, সহজেই তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা সমুদিত হয়, কারণ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রতি অনুরাগ শীঘ্রই প্রধাবিত হয়। সাকার দেবতাদিগকে যেরূপ দেখা যায় স্বভাবতঃই উপাসকদিগের হৃদয়ে তাহার অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারাও ভক্তিশূন্য হইয়া তাঁহার পূজা করিতে পারেন না।

হৃদয় যদি শুষ্ক থাকে শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা কখনই ব্রহ্মের অর্চ্চনা হইতে পারে না।

কিন্তু নিরাকার উপাসনার একটী বিশেষ বিঘ্ন এই যে, যাঁহাকে দেখিলাম না, তাঁহার প্রতি কিরূপে অনুরক্ত হইব? যিনি মুখ খুলিয়া আমার সঙ্গে কথা বলেন না, তাঁহাকে কিরূপে ভালবাসিব? যাঁহাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে কিরূপে প্রেমডোরে হৃদয়মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব? মনুষ্যস্বভাব এই বিঘ্ন অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, দেশে দেশে যুগে যুগে, অবতারের পূজা করিয়াছে। ঈশ্বর সময়ে সময়ে আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যকে দেখা দেন, এবং আমাদের ন্যায় মনুষ্যের সঙ্গে কথা বলেন—এই সঙ্কট হইতেই এই বিষম ভ্রম কল্পিত হইয়াছে। এই প্রেমেতেই অবতারকে দেখিবা মাত্র ভক্তমণ্ডলী আনন্দে নৃত্য করিয়াছে, এবং অবতারের মুখে একটী মিষ্ট কথা শুনিবা মাত্র উপাসক-বৃন্দ প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। আমরা ব্রাহ্ম, অবতার আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ঈশ্বর কখনই রূপ গ্রহণ করেন না, তিনি সাকার হইয়া কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না এবং মনুষ্যের ন্যায় জনসমাজের কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না। জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে কিরূপে তাঁহাকে ভক্তির আসনে বসাইব। অনেকে বলেন, জ্ঞান এবং কার্য্যে ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব, কিন্তু হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার উপাসনা অসম্ভব। যতদিন ঈশ্বর অবতার না হন ততদিন কিরূপে তাঁহাকে হৃদয় দিব? যদি তিনি আমাদের ভালবাসা চান, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ব্রাহ্মেরা কোন মতেই এ কথায় সায় দিতে পারেন না। আমরা চিরকালই এই কথা বলিব ঈশ্বর

নিরাকার তিনি কখনও রূপ গ্রহণ করেন না, আকার ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তিনি প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বর মনুষ্যের স্তায় কথা বলেন না, তাঁহার মুখ নাই ; কিন্তু তাঁহার ভাষা আছে।

যথার্থ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা সেই অরূপ রূপ দেখিতে পান, এবং তাঁহারাই সেই অব্যক্ত ভাষা বুঝিতে পারেন। কাতর হৃদয়ে ঈশ্বর তাঁহার প্রেমমুখ প্রকাশ করেন, এবং ঘটনার দ্বারা তিনি ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন ; কি জগতের সাধারণ ঘটনা, কি জীবনের বিশেষ ঘটনা ভক্তহৃদয় সর্ব্বত্র দয়াময়ের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পান। অন্নের মধ্যে তিনি দয়াময়ের উদার হস্ত দেখিয়া চমকিত হন। আমাদের মধ্যে কে এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন যে, ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর অবতরণ করেন না। যখন স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যদেহ গ্রহণ না করিয়াও এক হস্তে প্রেম এবং অন্য হস্তে পুণ্য লইয়া প্রত্যেকের ঘরে প্রতিদিন আসিতেছেন, তখন আর অবতারের প্রয়োজন কি? আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে যখন তাঁহাকে দেখিতেছেন, তখন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুরূপ মৃত প্রতিমা পূজা করিয়া আমার কি হইবে? চক্ষু যদি থাকে দেখ প্রতিদিনের শীতল জলের মধ্যে তিনি। যদি ভক্তি থাকে দেখিবে যত কিছু ব্যাপার সমুদয়ের মধ্যে তাঁহার মঙ্গলময় চরণ। ইহা কল্পনা নহে। হাঁ সেই কল্পনা, যখন বলা হয় ঈশ্বর আমাদের ঘরে আসেন না। ঈশ্বর সমস্ত আকাশে বর্ত্তমান।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখ কে হৃদয়ের সন্নিধানে বসিয়া আছেন। যদি বল, কোথায় ঈশ্বর, তাঁহাকে দেখিতে পাই

না, তবে নিশ্চয় জানিও ইহা নাস্তিকের হৃদয় এবং নাস্তিকের বুদ্ধি, ইহাকে পদাঘাত করিয়া বিনাশ করিতে হইবে। ভক্ত বলিবেন যখন শয্যায় পড়িয়া থাকি, দয়াময় আমাকে রক্ষা করেন, এবং প্রাতে তিনিই আমাকে জাগাইয়া দেন। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নব জীবনে বিভূষিত করেন, যাঁহার প্রদত্ত বলে পক্ষিগণ প্রাতঃসমীরণের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন অচেতন জগতে যিনি প্রাণ দেন, তিনিই তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে জাগাইয়া প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করেন, তিনিই প্রতিদিন অসংখ্য অগণ্য জীবদিগের অভাব মোচন করেন, এবং মনুষ্য সন্তানদিগের প্রার্থনা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করেন। এইরূপে সমস্ত দিন তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এ সকল দেখিবার বস্তু, দেখিতেছি, যদি বিশ্বাস থাকে দেখিয়া জন্ম সফল কর। এ সকল পুস্তকের কথা নহে; জ্বলন্ত অনলের ন্যায় জীবনের ঘটনাতে এ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। প্রতিদিন আমাদের পিতা প্রেমের বেশ ধারণ করিয়া আহারের প্রথম হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কাছে বসিয়া থাকেন, এবং মাতার ন্যায় সুস্বাদু সুমিষ্ট সামগ্রী সকল খাওয়াইয়া দেন। একদিন যদি আহারের ব্যাপারের মধ্যে পিতার স্নেহ দেখ, নিশ্চয়ই বলিবে কেন পৌত্তলিকতা এখনও জগৎকে পরিহাস করিতেছে? এই যে পিতা খাওয়াইতেছেন, পরাইতেছেন, রোগের সময় ঔষধ দিতেছেন। এ সকল দেখিয়া কাহার ভক্তি না আপনি উথলিয়া উঠে? বিশ্বাসেই দর্শন; কিন্তু শ্রবণের ব্যাপারও অনেক আছে। কিন্তু ঈশ্বর কি মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করেন, আহারের সময় তিনি কি বলেন, বৎস! মুখ খোল খাওয়াইয়া দিই? না, তিনি এইরূপে কথা বলেন

না। ব্রাহ্মাভিমানি! তুমিও কি এই কথা বলিবে যে, আমি বিবেকের দ্বারা কার্য্য করি, ঈশ্বরের কথা শুনি না? ব্রহ্ম মুখ-বিহীন, কিরূপে কথা বলিবেন? কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যিনি বলেন, ব্রহ্ম কথা কহিতে পারেন না, তিনি ঘোর নাস্তিক। এক এক ঘটনাই ব্রহ্মের এক এক সুগম্ভীর কথা, সেই কথাতে দুর্জ্জয় অবিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যায়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যেকের জীবনে যে সকল ঘটনা প্রেরণ করেন তাহার প্রত্যেকটীই তাঁহার অভিপ্রায়ে পরিপূর্ণ। ঘটনার ভাষাতে তিনি বলিলেন, "হে পাপিষ্ঠ সন্তান! আর কুপথে যাইও না. পাপের সেবায় বড় কাতর হইয়াছ; কিন্তু তোমার বিনয় এবং ভক্তি দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, এস, এখন আমার সঙ্গে বাস কর।" ইহা ত আমার নিজের মুখের স্বর নহে, এই আধ্যাত্মিক শব্দ কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে ঊর্দ্ধে নীচে, কোথাও কেহ কথা কহিল না, কোন মুখ নাই, আমিও কথা কহি নাই, তবে কোথা হইতে এই ধ্বনি উঠিল? ফলের দ্বারা জানিতে পারিলাম ইহা ঈশ্বরের কথা। বলিলাম পিতা, পাপীকে উদ্ধার কর। পিতা প্রসন্ন হইয়া আমার কথার উত্তর করিলেন। যে দিন মনুষ্যের অনুরোধে উপাসনা করিতে যাই, সে দিন কোথা হইতে এই শব্দ শুনিতে পাই "ধূর্ত্ত তুমি মনুষ্যকে ঠকাইবার জন্য আসিয়াছ? এখান হইতে দূর হও।" সেই দিন কোন মতে উপাসনা হয় না, কেন এই প্রকার ধাক্কা পাইয়া সেই দিন শূন্য-মনে ঘরে ফিরিয়া যাই? ব্রহ্মমন্দিরে যখন উপাসনা করিতে বসি, কেহ আসিয়া কি বলেন না, আমি সম্মুখে আছি? যখন উপাসনার আনন্দ উপভোগ করি, তখন কি ঈশ্বর আনন্দ বচনে এই কথা বলেন না, পরলোকে

আরও আনন্দ পাইবে? যখন উপাসনান্তে ঘরে যাই তখন কাছে থাকিয়া ঈশ্বর কি এই আশীর্ব্বাদ করেন না, এইরূপে সর্ব্বদা উপাসনা করিও? শুনিয়াছি কোন কোন দেবতা বজ্রধ্বনিতে কথা বলেন, কিন্তু মলিন আত্মার সামান্য পাপ দূর করিবার জন্য ব্রহ্ম নিস্তব্ধ ভাবে যে কথা বলেন সহস্র বজ্রধ্বনি তাহার নিকট পরাস্ত হয়। তাঁহার কথা যেমন অগ্নিময়, তেমনই আবার মধুময়। অপ্রেম তাঁহার ভাষাতে নাই। কত সৌভাগ্য আমাদের, পিতা নিরাকার হইয়াও আমাদিগকে দর্শন দেন, এবং মুখ বিহীন হইয়াও আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়া আমাদের হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লন। অতএব পৌত্তলিক ভ্রাতা ভগ্নীদিগের নিকট যেমন ঈশ্বর-দর্শন বিষয়ে উপদেশ লইবে সেইরূপ কিরূপে তাঁহার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় সকলও তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিবে। বিশ্বাস ভিন্ন ব্রহ্ম-পূজা হয় না, ভক্তি ব্যতীত তাঁহার সেবা হয় না। এই দুটী কথা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তখন সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে, সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মরূপে পরিণত হইবে। অতএব যাহাতে বিশ্বাস-নয়ন উন্মীলিত হয় এবং ভক্তি-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, কায়মনোবাক্যে তাহার আয়োজন কর। যাঁহার কৃপায় সমস্ত পাপী জগৎ পরিত্রাণ পাইবে, এমন পিতার পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা হইতে আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইবেন। বিশ্বাসী হইয়া ব্রহ্মকে নিঃসংশয়ে দেখ, ভক্ত হইয়া তাঁহার সেবা কর, প্রেমিক হইয়া তাঁহার পরিবারের দাসত্ব কর। ঈশ্বর সকলকে কৃতার্থ করিবেন।

স্বর্গরাজ্য।

রবিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৭৯৪ শক ; ২৮শে এপ্রেল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

অদ্বৈতবাদী এবং পৌত্তলিকদিগের দ্বারা আমরা কতদূর উপকৃত হইয়াছি, এবং তাঁহাদের নিকট আরও কত শিখিতে হইবে, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মূলে এমন কতকগুলি গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহা গ্রহণ না করিলে পরিত্রাণ অসম্ভব। মনুষ্য স্বভাবের এমন কোন কোন অভাব আছে যাহা মোচন করিবার জন্য এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদীদিগের নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছি যে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। অতএব কোন পদার্থকে তুচ্ছ করিতে পারি না। সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য ব্রহ্ম, সৌরভের সৌরভ ব্রহ্ম। আমাদের প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার অন্তরাত্মা তিনি। আবার যখন পৌত্তলিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই তাহার উপরিভাগে ভয়ানক ভ্রম এবং কুসংস্কারের স্রোত ; কিন্তু যখন তাহার গভীর স্থানে অবতরণ করি, দেখিতে পাই তাহার মূলে কতকগুলি নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাহা এই, যদিও কোন পদার্থই স্রষ্টা নহে ; কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতি দেখিতে হইবে। তাবৎ পদার্থ ভক্তের নিকট তাঁহার গম্ভীর সত্তা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের হস্ত নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্যেক বস্তুকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করিব। পৌত্তলিকদিগের সাকার উপাসনা পরিহার করিব ; কিন্তু নিরাকার পরব্রহ্মকে তাঁহাদের ন্যায় প্রাণের সহিত ভক্তি করিব। সাকার দেবতাকে দেখিলে যেমন পৌত্তলিকদিগের কোমলতা এবং ভক্তি-ভাব উত্তেজিত হয়, ব্রাহ্মদিগেরও তেমনই নিরাকার ঈশ্বরের

নিরাকার জ্ঞান, নিরাকার প্রেম এবং নিরাকার পুণ্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণ প্রেম ভক্তি উদ্বোধিত হইবে। এইরূপে অদ্বৈতবাদী এবং পৌত্তলিকদিগের নিকট যেমন আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব সেইরূপ আবার খৃষ্টধর্ম্মের নিকটেও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। যিনি বলেন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত আমাদের সদ্ভাব হইতে পারে না, তাঁহাদের সঙ্গে মিলন এবং সামঞ্জস্য অসম্ভব, পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তিনি অব্রাহ্ম।

কি অদ্বৈতবাদী, কি পৌত্তলিক, কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং প্রত্যেকেই আমাদের ভ্রাতা। কাহাকেও অনাদর করিতে পারি না। ভাই বলিয়া তাঁহাদের ভালবাসিতেই হইবে, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভাল আছে। খৃষ্টধর্ম্মকে আমরা সামান্য জ্ঞান করিতে পারি না। যখন পৃথিবী ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল, খৃষ্টধর্ম্ম তখন বিশ্বাস-অগ্নি জ্বালিয়া জগতের অন্ধকার এবং মনুষ্য স্বভাবের কাল-নিদ্রা দূর করিয়াছে। বিশ্বাস ভিন্ন মুক্তি নাই, একাকী ঈশ্বরের গৃহে যাওয়া যায় না, ভাই ভগিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৌনভাবে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও পরিত্রাণ হয় না, এ সকল কথা কাহার নিকট শুনিয়াছি? প্রথমে কাহার হৃদয়ে এ সকল উচ্চ সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল? খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সেই মহর্ষি ঈশার আত্মাতে প্রথমতঃ ঈশ্বর এ সকল স্বর্গীয় সত্য প্রেরণ করেন। ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই মহৎ হৃদয়ে যে বীজ রোপিত হইয়াছিল, কে বলিবে তাহা সামান্য বীজ। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে অনেক ভ্রম আছে, সত্য; কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর হইতে ইহা একটী প্রধানতম উপায় হইয়া পৃথিবীর মোহ নিদ্রা দূর করিয়া আসিতেছে। ইহার

প্রধান সত্য সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সমব্যাপী। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম উভয়ই মিলিত হইয়া এই কথা বলিতেছেন, বিশ্বাস ভিন্ন কখনই পরিত্রাণ নাই। সেই পরিত্রাণ কি? বিশ্বাস এবং পবিত্র প্রেমসূত্রে নর নারীদিগের পরস্পর চির-বন্ধন।

স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, প্রেমে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের গৃহে চলিয়া যাও, একাকী সেখানে যাইতে পারিবে না, সকলকে ডাকিয়া লও, পিতা মাতা, পৃথিবীর ভাই ভগ্নী এবং বন্ধু বান্ধব সকলকে ডাকিয়া লও, নতুবা স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে. এই কথা কাহার? সেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহর্ষি ঈশার। "স্বর্গে যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, পৃথিবীতেও সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই প্রার্থনা কাহার? স্বর্গ হইতে স্বর্গ লইয়া আসিয়া তাহা এই নরলোকের মধ্যে স্থাপিত কর, এই সত্য আর কোন্ ধর্ম্মের মধ্যে এত স্পষ্টরূপে, এবং এত দৃঢ়রূপে দেখা যায়? ইহা সত্য যে নির্জনে কোথায় দয়াময় বলিয়া ডাকিলে শান্তি পাই; কিন্তু তাহা স্বার্থপরতার ধর্ম্ম। জগৎ শুদ্ধ লোক প্রাণ গেলবলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর আমরা নির্জনে বসিয়া আনন্দিত হইব, ইহা কি মনুষ্য স্বভাব, না ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত? আমি অমৃত পান করিব, অপর সাধারণ প্রাণ হারাইল কি জীবিত রহিল, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, এই প্রকার যাঁহার ভাব, কে বলিবে তিনি উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন? যিনি নিজে ধর্ম্মরস পান করেন, কিন্তু অন্যকে পান করাইতে কুণ্ঠিত তাঁহার ধর্ম্ম স্বার্থপরতার ধর্ম্ম। তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা ব্রাহ্মোচিত স্বার্থনাশ নহে। আমরা যে ব্রাহ্ম হইয়াছি আমাদের নিকট ইহা পুরাতন উপদেশ। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! আমি যখন তোমাদের একজন বন্ধু হইয়া

এ বিষয়ে তোমাদিগকে কটূক্তি করিতেছি, তখন অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। তোমাদের অনেকের মধ্যে কি এখনও এই ভাব নাই যে, আমি স্বর্গে গেলেই হইল, ভাই ভগিনীরা ঈশ্বরের নিকট যাউন আর না যাউন, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতেই হইবে। যদি তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে হয় কি করিব। ঈশ্বরের সঙ্গেই আমার ধর্ম্মজীবনের গূঢ় যোগ, ইহাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, ইহাঁদের ছাড়িয়া গেলে কি আমার পরিত্রাণ হইবে না? ভাই ভগিনীদের সঙ্গে সংসারের যোগ আছে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে পরিত্রাণের যোগ কি? এই প্রকার অধর্ম্মের ভাব কি তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই?

ভ্রাতৃগণ! ইহা কি তোমাদের ভ্রাতৃভাব? না, ইহা তোমাদের পরিবার সাধন? এই ভাব লইয়া কি তোমরা সেই স্বর্গরাজ্য, ঈশ্বরের সেই প্রেমধামে যাইতে পার? যিনি মনে করেন সংসারকে ভাসাইয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া পরলোকে ঈশ্বরের সন্নিধানে যাইতে পারি, তাঁহার প্রেমশূন্য হৃদয় কখনই ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পায় না। উপাসনার মধ্যেও যদি এই ভাব রহিল, ঈশ্বরের মুখ কেবল আমিই দেখিব, এই স্বার্থপরতা দূর করিবার উপায় কি? এখন যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত শুষ্কতা ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এখনও আমরা ভাই ভগিনীদের প্রতি উদাসীন। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে একত্র করিলেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাই। অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থ এবং লোভ পরতন্ত্র হইয়া ঈশ্বরের পরিবারে আমরা পাপ অশান্তি বিস্তার করি। সকলের উপর আমি প্রধান হইব, আমি সেনাপতি হইব, এই অহঙ্কার আমাদের

সর্ব্বনাশ করিল। প্রত্যেক ভাই ভগিনী যে পরিত্রাণ পথের সহায় অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তাহা দেখিতে পাই না। পরিবারের আবার প্রয়োজন কি? পরিবার না হইলে কি ঈশ্বরোপাসনা হয় না? ব্রাহ্মগণ! যদি শান্তি চাও প্রবল শাসনের দ্বারা এই প্রকার কথা সকল যাহাতে উত্থাপিত না হয় তাহার চেষ্টা কর। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর ভাব ব্রাহ্ম-জগৎ হইতে শীঘ্র দূর করিয়া দাও। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এ প্রকার নহে, এ সকল কখনই ঈশ্বরের কথা নহে। মনুষ্য একাকী ব্রহ্মসাধন করিবে ইহা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইত তিনি কখনই এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতেন না। তাহা হইলে তিনি প্রতি জনকে জঙ্গলে এক এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন।* ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে আমরা ভাই ভগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে বসিব এবং তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিব।

ভাই ভগিনীদের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্যরূপে তিনি তাঁহার পিতা মাতার স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিব। ভ্রাতার মুখশ্রীতে পিতার পবিত্র জ্যোতি এবং ভগ্নীর অন্তরে সেই পরম জননীর অনন্ত স্নেহ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে। যেখানে ভাই ভগিনী নাই, কেবলই অন্ধকার-পূর্ণ নির্জনতা, তাহা স্বর্গ নহে, তাহা কল্পনা। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ। ধন্য সেই ব্রাহ্ম যিনি স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন! ধন্য সেই মহর্ষি ঈশা যিনি প্রথমে এই স্বর্গরাজ্যের কথা প্রকাশ করেন! ধন্য সেই সকল নীচ কৃষক যাহারা তাঁহার মুখের সেই কথা শুনিয়াছিল! সেই প্রেম, সেই স্বর্গরাজ্য উদ্দীপন করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ! তোমরা উৎসাহিত হও। কিন্তু এই স্বর্গরাজ্য আমাদের দুরাশা মাত্র, কেন

না ব্রাহ্মদের মধ্যে এখনও বিশ্বাস নাই। এখনও ভয়ানক অপ্রেম, ভয়ানক শুষ্কতা, ব্রাহ্মসমাজের জীবন গূঢ়রূপে বিনাশ করিতেছে। পাঁচজন সম্মিলিত হইয়া যে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবেন এ প্রকার ঐক্য এবং ভাতৃভাব ব্রাহ্মদের মধ্যে অতি বিরল। সকলেই দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছেন, অনেকে ইহাও বলেন যে আমরা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবা করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে উপাসনার আড়ম্বরও যথেষ্ট, কিন্তু অন্তর যে হিংসা এবং অপ্রেম গরলে পূর্ণ রহিয়াছে কিছুতেই তাহা দূর হইবার নহে। যাঁহারা যথার্থই এক দেবতার উপাসক, এবং এক প্রভুর সেবক তাঁহাদের মধ্যে কি কখনও এই প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাব সম্ভব? যাঁহারা বলেন স্বর্গরাজ্য চিন্তা করিতে ভাল, কিন্তু কার্য্যে অসম্ভব, আমার দৃঢ় সংস্কার তাঁহারা ঘোর কপট এবং নাস্তিক। তোমাদের যদি শর্ষপকণার মতও বিশ্বাস থাকে, এবং সরল অন্তরে যদি একবার বল, এখানেই স্বর্গরাজ্য, ঈশ্বর এই জগতে বাস করিতেছেন, প্রত্যেক নর নারীর অন্তরে তাঁহার পবিত্র সিংহাসন—আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমাদের মধ্যে যত প্রকার বিভিন্নতা থাকুক না কেন পাঁচ দিনের মধ্যে সেই স্বর্গরাজ্য আসিবে, এবং পাঁচ দিনের মধ্যে তোমরা প্রেমে সম্মিলিত হইবেই হইবে। বিশ্বাসীকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, হস্তীর পদতলে পড়িলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না, হিংস্র জন্তু তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না, ব্রাহ্মগণ, তোমরা কেন বিশ্বাস কর না যে পরিবার হইবেই হইবে। যদি পরিবার না হয়, স্বর্গরাজ্য যদি কল্পনার বিষয় হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক সকল ভস্ম কর, ব্রহ্মমন্দির দগ্ধ কর, ঈশ্বরের নাম লইয়া আর বৃথা ধর্ম্মের স্পর্দ্ধা করিও না। চল্লিশ বৎসর পরেও যদি একটী প্রেম পরিবার না হয়

তবে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। পরিবারের কথা হইলেই তোমাদের স্বার্থপরতার উপর আঘাত লাগে। এই প্রকার নীচ অনুদার ভাব কতদিন ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত রাখিবে? এই সময় কঠোরতার সময় নহে, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। এখন বিশ্বাসের বল চাই। বিশ্বাসের দ্বারা চারিদিকের অবিশ্বাস দূর করিতে হইবে। প্রেমের দ্বারা শুষ্কতা, এবং অপ্রেম বিনাশ করিতে হইবে, ঈশ্বরের পবিত্রতা দ্বারা তাঁহার প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। সময় হয় নাই এ কথা শুনিতে পারি না। প্রচারকগণ! স্বার্থপর হইয়া তোমরা আর এরূপ কুতর্ক করিও না যে, জগৎ এখনও স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। বহুদিন হইতে যে পবিত্র প্রেমরাজ্যের কথা শুনিয়া আসিতেছি তাহা সাধন কর। চিরকালের জন্য ভাই ভগিনীদিগকে প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া লও। প্রেমরাজ্য স্বর্গরাজ্য হইতে নিশ্চয়ই আসিবে ইহা বিশ্বাস কর। জগতের লোকে তোমাদের বৈরাগ্য এবং নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউক।

মুসলমান ধর্ম্মের নিকট ঋণী।

রবিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৭৯৪ শক; ৫ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

এই ভারতভূমিতে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই জাতির মধ্যে অনেক কাল হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। পরস্পরের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ এবং বিবাদ কোন কালে যে ইহাঁদের মধ্যে সম্মিলন হইবে কেহই এরূপ আশা করিতে পারেন না। এই প্রকার

বিষম বৈরভাবের কারণ কি? নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ইহাঁরা উভয় জাতিই পরস্পরের নিকট ঋণী; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহই তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসাদাৎ আমরা বিলক্ষণরূপে আশা করিতে পারি, যখন জগতের সকল অসদ্ভাব ভস্মীভূত হইবে, তখন একদিন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেও মিত্রতা হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবী হইতে যদি বিরোধের অনল একেবারে চলিয়া না যায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি শান্তি ও সম্মিলন সংস্থাপিত না হয় তবে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন কি? হিন্দুদিগকে যেমন ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিব, মুসলমানদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই উপদেশ। মুসলমান-দিগকে শ্রদ্ধা ও সমাদর করিলে লোকের নিকট আমরা ঘৃণিত হইতে পারি, কিন্তু লোকভয়ে কি আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিব? মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে যখন স্পষ্টরূপে সত্যের দুর্জ্জয় প্রতাপ দেখিতেছি, তখন কি বলিতে পারি মুসলমান ধর্ম্ম আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবলই অসত্যে পরিপূর্ণ? কে সাহস করিয়া বলিবে যে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ এই জগতে কেবলই প্রতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্ম ক অক্ষর হইতে ক্ষ অক্ষর পর্য্যন্ত কেবল মিথ্যাতে পরিপূর্ণ?

হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি যতই কেন নীচ ব্যবহার করুন না, ব্রাহ্মেরা কখনই মুসলমানদিগকে অনাদর করিতে পারেন না। উদারতা এবং প্রেম যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে মুসলমানদিগকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতেই হইবে।

হিন্দুদিগের নিকট যেমন আমরা ঋণী, মুসলমানদিগের নিকটেও আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। কারণ, মুসলমান ধর্ম্মে যদিও অনেক ভ্রম আছে ইহা সত্য ; কিন্তু তাহার মধ্যে একটী অতি উচ্চ অমূল্য সত্য রহিয়াছে। সেই অমূল্য সত্য এই যে, ঈশ্বর এক। ইহা অতি সামান্য কথা, কিন্তু গূঢ় ভাবে আলোচনা করিলে, দেখিবে ইহার মধ্যে সত্য ধর্ম্মের মূল রহিয়াছে। ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এই এক কথাতে সকল পৌত্তলিকতা ধ্বংস হইয়াছে। এই কথার বল হৃদয়ঙ্গম করিলে কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতা আপনা আপনি ভস্মীভূত হইয়া যায়। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ, আজীবন এই কথা প্রচার করিয়াছেন—ঈশ্বর এক। এই সত্য প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। তাঁহাকে অন্যান্য দোষে অপরাধী করিবার প্রয়োজন কি? তিনি যে এই অমূল্য সত্য প্রচার করিয়াছেন, বিনীত এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহার সাধন কর। এই সত্য যদি জগতে বিশুদ্ধ ভাবে প্রচার হইত, তবে কি আর পৃথিবীতে এত দিন পৌত্তলিকতা থাকিত? যদিও তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে জগতে এই সত্য প্রচার হয় নাই, তথাপি আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব। তাঁহার নামের সঙ্গে আমরা পরম যত্নে এই সত্যকে গাঁথিয়া রাখিব।

এক ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন আর কাহারও পূজা করিব না, এবং আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া প্রেম দিব না—ব্রাহ্মদিগের ন্যায় মহম্মদেরও এই প্রতিজ্ঞা এবং এই দৃঢ়ব্রত ছিল। এই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য মুসলমানেরা প্রত্যহ পাঁচবার উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করেন। যথা সময়ে উপাসনার নিয়ম

পালন করিবার জন্য তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা এবং আগ্রহ, আর কোথাও তাহার উপমা পাওয়া যায় না। কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি দরিদ্র, কি ধনী, যখন উপাসনার সময় উপস্থিত হয়, তখন যতই গুরুতর হউক না কেন, অপর সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কি পথে কি ঘাটে, উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন। দিনের মধ্যে পাঁচবার উপাসনা করিতেই হইবে। এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা, পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন নাই। আমরা যতবার কেন ঈশ্বরের পূজা করি না, যে জাতির মধ্যে উপাসনা প্রণালীর এরূপ দৃঢ় শাসন ও পারিপাট্য দেখিতেছি, সেই জাতির নিকট সহজেই আমাদের মস্তক অবনত হয়। স্বীকার করিলাম, মুসলমানদের মধ্যে অনেক ভ্রম আছে, কিন্তু সহস্র ভ্রম সত্ত্বেও আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের এক ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া ভালবাসিব।

কপট ব্রাহ্মদের অপেক্ষা অপৌত্তলিক সরল মুসলমান যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, কে তাহা অস্বীকার করিবে? কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এখনও পৌত্তলিকতার পঙ্কে লিপ্ত রহিয়াছেন। এদিকে তাঁহারা সুসভ্য সচ্চরিত্র লোকদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত মন এবং আত্মা কপটতা ও পাপের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। রাশি রাশি কপট আচরণ করিতেছেন, অনুতাপ নাই, কোন মতে লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া মান সম্ভ্রম ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। এই প্রকার জঘন্য কপট ব্যবহারই ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতির প্রধান কারণ। এই কপটতা বিনষ্ট হইলে দেখিবে অচিরেই ব্রাহ্ম-জগৎ বিশ্বাস, সরলতা, এবং সৎসাহসে বিভূষিত হইবে। ইহা কি

তোমরা শুন নাই, ব্রাহ্ম হইলে অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে পার না। ঈশ্বরের সমক্ষে কিরূপে আত্মাকে পৌত্তলিকতার কর্দ্দমে নিক্ষেপ করিবে। পৌত্তলিকতায় যোগ দিলে যে কেবল ভীরুতা এবং সাহসের অভাব প্রকাশ পায় তাহা নহে। কিন্তু ইহাতে নিশ্চয়ই জীবন দূষিত হয়, এবং চরিত্র মলিন হয়। যখন জানিয়াছ যে ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তখন লোক-ভয়ে কোটী কোটী কল্পিত দেব দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করা কি পাপ নহে? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মনুষ্যের হস্তে হৃদয় প্রাণ সমর্পণ করা কি অপবিত্রতা নহে? ঈশ্বর আমাদের নিকট কি চান? প্রাণদাতা, হৃদয়-নির্ম্মাতা আমাদের সমস্ত প্রাণ এবং সমস্ত হৃদয় চান। রাজা যিনি আমাদের সর্ব্বস্বের উপর তাঁহার অধিকার রহিয়াছে। তাঁহার ধন তাঁহাকেই কর দিতে হইবে। প্রাণ গেলেও আর কাহাকেও হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতে দিব না, এবং আর কাহাকেও প্রভু বলিয়া মানিব না।

কেহ কেহ বলেন পৌত্তলিকতায় যোগ দিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হ্রাস হয় ইহা মিথ্যা কথা। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছে যিনি দুই কি ততোধিক দেবতার পূজা করিতে পারেন কাহারও প্রতি তাঁহার প্রেম নাই। যদি সমস্ত জীবন ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া থাক, তবে ইহার উপর আর কাহারও অধিকার নাই। কেমন করিয়া এই কথা বলিবে "ঈশ্বর! প্রাতে তোমার পূজা অর্চ্চনা করিব, কিন্তু রাত্রে তোমার শত্রুর সেবা করিব।" ঈশ্বরের কাজে কি কপটতা স্থান পায়? মনুষ্যের কাছে অসরলতা চলে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কে বলিতে পারে, ঈশ্বর! তোমাকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রেম

অর্পণ করিব, কিন্তু লোকের নিকট ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিব। যখন পাঁচ জনের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি, তখন কিরূপে বলিব যে আমরা একজনের উপাসক হইয়াছি। পাঁচ জনের দাসত্বে যখন জীবন বিনষ্ট হইতেছে, তখন্ কোথায় সেই মহম্মদের দৃঢ় ব্রত? কোথায় সেই একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান, কোথায় বা এই সত্যের দুর্জ্জয় প্রতাপ? আমরা যদি সকলেই হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব সেই এক ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতাম, এত দিন সত্যরাজ্য, প্রেমরাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত হইত। সত্য-ব্রত পালন করিতেই হইবে, কোন প্রকার পৌত্তলিকতায় যোগ দিতে পারিবে না, পৌত্তলিকতায় প্রশ্রয় দেওয়া পাপ। এই ব্রত সাধন করিতে যদি সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিবে। ভ্রাতৃগণ! মনুষ্যের অনুরোধে, লোকভয়ে আর ঈশ্বরের অপমান করিও না। পিতার কথা অপেক্ষা কি ভাইদের কথা অধিক? পিতা কি আমাদের সকল ভাইদের অপেক্ষা বড় নহেন? পিতার কথা যে সত্য, সত্য পালন না করিলে যে পরিত্রাণ নাই। পৃথিবীর পিতা, মাতা এবং বন্ধুদের কথা শুনিয়া যদি অন্য দেবতার সেবা করি, তখন পিতার মুখের দিকে তাকাইলে তিনি কি বলিবেন? তিনি যে এই নিদারুণ কথা বলিবেন "বৎস! এখন পর্য্যন্ত তুমি মানুষ অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাসিতে পারিলে না।" পিতার মুখে এই কথা শুনিলে কি অনুতাপে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না? ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় যিনি অন্ন জল দেন, রোগের সময় যিনি ঔষধ দেন, সেই পিতাকে ছাড়িয়া তোমরা কোন্ প্রাণে অন্য দেব দেবীর সেবা করিতে যাও? কাহারও নাম এত ভাল লাগে না, যেমন সেই পরম মাতার নাম। তোমরা দেব দেবীকে বিশ্বাস

কর না তাহা জানি, তবে কেন তোমরা তাহাদের চরণে মস্তক অবনত কর? ইহা যে আরও ভয়ানক পাপ। সুখের সময় যেমন তিনি দয়াময় পিতা, দুঃখের সময় তিনি আরও নিকটস্থ সহায় এবং আদরের ধন। অতএব কোন সময় তাঁহাকে ছাড়িও না। তোমাদের প্রতি নিষ্ঠুর ভাবে নয় কিন্তু বিনীত ভাবে বলিতেছি যদি জানিয়া থাক যে, পিতা ভিন্ন আর গতি নাই, তবে আর কাহাকেও প্রাণ মন দিও না। এক পিতা আমাদের। চিরকাল যেন আমরা তাঁহারই থাকি।

মাসিক সমাজ।

নিরাশা।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৭৯৪ শক;
১২ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

সময়ে সৃষ্টির কত পরিবর্ত্তন হয়। প্রাতঃকাল সমস্ত দিন থাকে না, বসন্তকাল সমস্ত বৎসর থাকে না। প্রাতঃকালের রমণীয়তা মধ্যাহ্ন আসিতে না আসিতে ম্লান হইয়া যায়। বসন্তকালের সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃতির মধুময় নবজীবন শীতের হস্তে পড়িয়া অচিরেই বিনষ্ট হয়। পৃথিবী তখন নিস্তেজ এবং বিবর্ণ হয়। এইরূপে প্রতিদিন এবং সমস্ত বৎসর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতেছে; নিতান্ত দুঃখের বিষয় অনেকগুলি ব্রাহ্মের জীবনেও এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।

জীবনের প্রাতঃকালে তাঁহারা নব উদ্যম এবং নব উৎসাহে পূর্ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন চারিদিকে নবীনতা, আলস্য নাই, অহঙ্কার নাই; বিনয় কোমলতা এবং কার্য্যব্যস্ততা তখন তাঁহাদের ভূষণ। কিন্তু এই প্রকার বাল্য ভাব কেমন অল্পকাল স্থায়ী। কিছুদিন পরে আর তাঁহাদের সেই নির্দ্দোষ ব্যবহার দেখা যায় না, যৌবনের প্রারম্ভেই সেই পবিত্র উৎসাহ শুষ্ক হইয়া যায়। বাল্যকাল আর কত দিন থাকে, দেখিতে দেখিতে যৌবনকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকালে যেখানে কোমলতা ছিল, সেখানে দৃঢ়তা হয়, যেখানে দুর্ব্বলতা ছিল, সেখানে সবলতা এবং তেজ হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপ আসিয়া সেই শিশুর কোমল মুখ বিবর্ণ করিয়া ফেলে। বার্দ্ধক্যে সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই থাকে না। এইরূপে প্রতিদিন এবং প্রতি বৎসর যেমন প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, ব্রাহ্ম-জীবনেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। ব্রাহ্মজীবনে যদি সর্ব্বদা সেই সুন্দর বাল্য ভাব এবং সেই মধুময় চিরবসন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে আজ ভারতের মুখশ্রী কত উজ্জ্বল হইত! দেখিতাম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দুর্জ্জয় পরাক্রম ভারতবর্ষের সমুদয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রাহ্মদের স্থির বিশ্বাস এবং তাঁহাদের অটল উৎসাহ দেখিয়া জগতের লোক চমৎকৃত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মজগতে এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতেছি।

ব্রাহ্মদিগের প্রথম বয়সের নবানুরাগ, এবং উৎসাহ অচিরেই অবিশ্বাস এবং অস্থিরতায় পরিণত হয়। এই দেখিলাম সেই কোমল-হৃদয় সুন্দর যুবা ব্রহ্মপূজা করিয়া শীতল হইলেন, এবং এক একটী সঙ্গীত করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ের গভীর স্থানে

প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তাঁহার ভক্তি দেখিয়া মনে করিলাম, ইহাঁর সঙ্গে পাঁচ দিন বাস করিলে বুঝি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইব; কিন্তু হায়! অল্পকাল যাইতে না যাইতে তাঁহার সকল ভাব শুষ্ক হইয়া গেল, তাঁহার উপাসনার আড়ম্বর ঘোর কপটতায় পরিণত হইল, ক্রমে ক্রমে তিনি ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় স্থান হইতে অপসৃত হইলেন। উপাসনা আর তাঁহার ভাল লাগে না, সাধুসঙ্গ তাঁহার তিক্ত বোধ হয়। বয়সে হয় ত তিনি শিশু, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বৃদ্ধের ন্যায় নিতান্ত শ্রীবিহীন হইল, শিশুর সরলতা এবং শিশুর নম্রভাব চলিয়া গেল। ভয়ানক কঠোরতা আসিয়া তাঁহার কোমল প্রাণকে কঠিন করিল। কিছুকাল পূর্ব্বে বিশ্বাস এবং আশার কথা বলিয়া যিনি শিথিল এবং নির্জ্জীবদিগকেও উৎসাহী করিয়া তুলিতেন, কাহারও মুখে নিরাশার কথা শুনিলে যিনি তৎক্ষণাৎ ইতিহাস এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি আশার দৃষ্টান্ত দিতেন, আজ কেন তাঁহার মুখ হইতে এইরূপ ভয়ানক কথা শুনিতে পাই—উপাসনায় কিছুই হইবে না, ধর্ম্মের দ্বারা কথনই জনসমাজের সম্যক উন্নতি হইতে পারে না, চক্ষু নীমিলিত করিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলে কি হইবে, এস আমরা সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হই। এই কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা উপাসনা না করিয়া বাঁচিতে পারিতেন না, তাঁহাদের কেন এরূপ পরিবর্ত্তন হইল? গভীররূপে আলোচনা করিলে দেখিবে সংশয় এবং অবিশ্বাস এই পরিবর্ত্তনের মূল। যে হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হয়, নিশ্চয়ই সেই হৃদয়ে অবিশ্বাস-কীট প্রবেশ করিয়াছে। যে রসনা এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা বলিতে পারে, সে রসনা নিশ্চয়ই সন্দেহ গরলে

পরিপূর্ণ। ধর্ম্মজীবনের বসন্ত চিরবসন্ত, ধর্ম্মজীবনের বাল্য ব্যবহার চিরস্থায়ী।

পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে যাহার সেই বসন্তের অবসান হয়, তাহার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে থাকা না থাকা উভয়ই সমান। উপাসনার আনন্দ যাহারা সামাজিক সংস্কারে পাইতে আশা করে, বাল্যকালে যাহারা বৃদ্ধ হয়, পৃথিবীর কার্য্যে যাহারা স্বর্গের সুখ চায়, তাহাদের উপর কে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? যে সমুদয় ভক্তিশূন্য অবসন্ন-হৃদয় ব্রাহ্ম সামান্য বিপদ দেখিলে ভীত হয়, উপাসনাতে যাহাদের আহ্লাদ হয় না, ঈশ্বরের নিকট আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া যাহারা মনুষ্যের চরণতলে পৃথিবীর সামান্য জঘন্য সুখ অন্বেষণ করে, সাবধান, কদাচ এ সকল লোকের উপর নির্ভর করিও না, ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। তাহারা আপনারাও উপাসনা করিবে না এবং অন্যকেও ভালরূপে উপাসনা করিতে দিবে না। এজন্যই ব্রাহ্মসমাজের এইরূপ ভয়ানক দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে কত ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, তথাপি কেন আমরা ব্রাহ্মদের প্রকৃত উন্নতি দেখিতে পাই না। উপাসনার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মেরা যদি প্রকৃত উপাসক হইতেন, তবে কি আর ব্রাহ্মদের এরূপ অস্থিরতা থাকিত। তাহা হইলে আমরাও সুখী হইতাম এবং ব্রাহ্মজগৎও বাঁচিত। তখন যাঁহাকে একবার বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতাম, সমস্ত জীবন তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতাম, এখন আমাদের দুঃখের সীমা নাই। এক্ষণে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না যাঁহাকে চিরকাল বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে পারি। বরং কল্য যাঁহাকে ভাই

বলিয়া প্রাণ মন দিলাম, আজ তিনি অসুরের মত আসিয়া আমার উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে যিনি কত আশার কথা বলিয়া মলিন হৃদয়কেও উজ্জ্বল করিতেন, তিনি আজ নিরাশার কথা বলিয়া সরলচিত্তদিগকেও ভগ্নোৎসাহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অধিককাল উপাসনার প্রয়োজন নাই, অল্প অল্প ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিয়া সমাজসংস্কার কর, এ সকল গরলপূর্ণ কথা বিস্তার করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

কেন এইরূপ ভাবান্তর হইল? ধর্ম্মজীবনেও কি বাল্য, যৌবন এবং বৃদ্ধকাল আছে? প্রাতঃকাল, সায়ংকাল কি ধর্ম্ম-জগতেও যাতায়াত করে? ঈশ্বরের সঙ্গে কি আমাদের এই সম্বন্ধ যে, যতদিন আমাদের ভাল লাগে ততদিন তাঁহার উপাসনা করিব, যাই একটু মিষ্টতার হ্রাস হইবে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারাসক্ত হইব? তবে কি পিতাকে কেবল সুখের বস্তু বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি? যেখানে দুঃখ বিপদের সম্ভাবনা ঈশ্বর বজ্রধ্বনিতে আদেশ করিলেও সে স্থলে তাঁহাকে অমান্য করিব, ইহাই কি আমাদের স্বভাব? যেখানে সৌভাগ্যের আশা, সেখানে স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলে মিলিয়া বলিব, পিতার নাম কর, ব্রহ্ম উপাসনা কর। কিন্তু যখন সাংসারিক সুখের কোন প্রতিবন্ধক হইল সমস্ত গৃহে তখন হাহাকার। ঈশ্বর তখন আর কাহারও মনে স্থান পাইলেন না। সুখের আশায় যে ব্যক্তি কত ব্রহ্ম-সঙ্গীত, কত প্রার্থনা এবং কত উপাসনা করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এখন অবিশ্বাস, অবিনয়, অহঙ্কার এবং দম্ভে স্ফীত-বক্ষ হইয়া সমস্ত পরিবারে অশান্তি এবং পাপস্রোত বৃদ্ধি করিল। সে গৃহে আর আনন্দ নাই, কাহারও মুখে হাস্য নাই, আর কাহারও হৃদয়ে

মিষ্টতা এবং মহোল্লাস নাই। কত কত ব্রাহ্মের এই অবস্থা দেখিলাম, কত কত নগর এবং কত কত গ্রাম, এই পাপে কলঙ্কিত হইল। গত বৎসর যে নগর ভক্তিরসে টলমল করিল, আজ দেখি সেই স্থান ভয়ানক শুষ্ক। যে সমুদয় কোমল প্রকৃতি যুবা তখন উপাসনার স্রোতে ডুবিয়া থাকিত, আজ দেখি তাহারা দুর্দ্দান্ত গর্ব্বে গর্ব্বিত। ব্রাহ্মদের বিশ্বাস, এবং ভাব ভক্তি যদি এরূপ ক্ষীণ এবং অল্পস্থায়ী হয়, তবে কে ব্রাহ্মদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়াও যদি তোমাদের জীবন এরূপ চঞ্চল থাকে এবং তোমাদের মতের কোন স্থিরতা না হয়, তবে ব্রাহ্ম বলিয়া জগতে পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি?

তোমরা পিতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলে না। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে সর্ব্বদা তাঁহার পদাশ্রয়ে থাকিতে পারিলে না। অন্য লোককে আসিতে দাও, তাঁহারা আসিয়া মনুষ্য-জীবনের সমুদয় অবস্থা এবং সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঈশ্বরের সমাদর করিবেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিবেন। তোমরা ঈশ্বরের নামে আপনার ইচ্ছা এবং আপনার স্বার্থ-পূর্ণ গূঢ় অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা আসিয়া আপনাদের ইচ্ছা এবং আপনাদের সুখপ্রিয়তা বিনাশ করিয়া ভয়ানক বিপদ এবং নির্য্যাতনের মধ্যেও ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিবেন। ক্রীত দাসের মত হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, যদি প্রাণেশ্বরের সেবা করিতে চাও, তবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ কর, নতুবা বৃথা ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়া জগৎকে হাসাইও না। যদি ঈশ্বরের হইতে চাও, তবে "ব্রহ্ম-মন্দিরের প্রয়োজন কি, অধিকক্ষণ উপাসনা করিলে আত্মা জড়

হইয়া যায়, এখন সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনের সময় নহে, এখন কার্য্য করিবার সময়, কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সমাজসংস্কার কর," এ সকল বিষময় অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। উপাসনা যাহাদের ভাল লাগে না, ভিতরে ভিতরে অবিশ্বাস যাহাদের প্রাণ ক্ষয় করিতেছে, বিশেষ করুণা যাহারা অনুভব করিতে পারে না, তাহারাই এ সকল কথার স্রষ্টা ; কিন্তু সেই শ্রেণীর লোকদের নিকট বিনীত ভাবে বলিতেছি, একদিন উপাসনা ভাল লাগিল না বলিয়া পিতাকে পরিত্যাগ করিও না। নিরাশার কোন কারণ নাই, তোমাদের দুঃখ দেখিয়া দয়াময় অবশ্যই শুভদিনে অন্তরে প্রকাশিত হইবেন। 'আশা কর নিরাশ হইও না।' আবার যদি তোমাদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি প্রবাহিত না হয়, তবে কয়েকজনকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে ; কিন্তু তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া অনেকে জীবন পাইবে। যদি ব্রাহ্ম হইয়া থাকিতে চাও, তবে বল ধর্ম্ম-জীবনে পরিবর্ত্তন নাই। ধর্ম্মরাজ্যের প্রাতঃকাল নিত্য প্রাতঃকাল, ধর্ম্মরাজ্যের বসন্ত চিরবসন্ত, আধ্যাত্মিক যৌবনের অবসান হয় না। সেই চিরপুরাতন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, যেন অনন্তকাল তাঁহার নিকট বালকের মত হইয়া থাকিতে পার। পিতার কাছে সন্তান আবার কবে বড় হয়? ব্রহ্মরাজ্যে বার্দ্ধক্য নাই, সেই নিত্য প্রেমধামে সায়ংকাল নাই, সেই পুণ্যালোকে শীত নাই, তথায় অন্ধকার নাই, রজনী নাই। চিরকাল, সেখানে নিত্য-বসন্ত, নিত্য-যৌবন, নিত্য-প্রাতঃকাল। আর কেন তবে এমন সুন্দর পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হও। প্রার্থনা করি ঈশ্বর চিরদিন তোমাদের বসন্তকাল রক্ষা করুন।

যোগী ব্রাহ্ম।

সায়ংকাল, রবিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৭৯৪ শক;
১২ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

যিনি যোগী তিনি ব্রাহ্ম। ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহার যোগ নাই, তিনি কখনই ব্রাহ্ম পরিগণিত হইতে পারেন না। কতকগুলি সত্যে শুষ্ক বিশ্বাস থাকিলে, কিম্বা পরোপকার করিলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না; কিন্তু যাঁহার আত্মা ব্রহ্মযোগে যোগী তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। এক দিকে পরমাত্মা, অন্য দিকে জীবাত্মা, যে সাধন দ্বারা ইহাঁদের যোগ হয় তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম; এবং যে পরিমাণে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ লাভ করি, সে পরিমাণে আমরা ব্রাহ্ম। ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিলেন, সৃজন করিয়া অলক্ষিত ভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার সৃষ্ট এবং তাঁহার পালিত হইয়াও তাঁহারই প্রদত্ত স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে রহিলাম। পিতা পুত্র দুজন দুই দিকে রহিলাম। এই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্যই ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। দুর্জ্জয় সাধনের দ্বারা দুজনকে এক স্থানে সম্মিলিত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধন।

ব্রাহ্মদিগের মন্দির নাই, তীর্থ নাই, ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, গুরু নাই, অবতার নাই। ইষ্ট সাধন করিবার জন্য বাহিরের কোন অবলম্বনই নাই। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা কোন গৃহ কিম্বা স্থানে বদ্ধ নহে। এইজন্য নিরুপায় ব্রাহ্ম বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করেন, সেখানে উপস্থিত

হইয়া দেখেন "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্। চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥" সেই অদৃশ্য রাজ্য দেখিবা মাত্র, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মের সমুদয় দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সেখানে গিয়া এমন মন্দির এবং এমন গুরু লাভ করেন, যাহার তুলনায় জগতের সমুদয় দেব-মন্দির এবং সমুদয় আচার্য্য উপাচার্য্য কিছুই নহে। সেখানে অবতারের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সাধক সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দর্শন করেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়রাজ্যে (যেখানে চন্দ্র সূর্য্য কিছুই উদিত হয় না) আত্মারূপ জগতের মধ্যে তিনি যোগের সাধন লাভ করেন, সেই নিগূঢ় স্থানে বহির্জগতের কোন উপকরণেরই প্রয়োজন হয় না। আত্মা সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের স্বর্গীয় পুণ্যালোকে উজ্জ্বল এবং তেজস্বী হয়। সাধকের সঙ্গে তখনই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগ সংস্থাপিত হয়। যখন উপাস্য দেবতার সঙ্গে সৃষ্ট হৃদয়ের এইরূপ সংযোগ হয়, তখন বহির্জগতের সঙ্গেও আত্মার নূতন সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। তখন চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকল আস্তিক হইয়া সমুদয় পদার্থে ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা অনুভব করে। এইরূপে আত্মা যতই ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে অনুপ্রবিষ্ট হয়, ততই ইহা প্রগাঢ় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। এই যোগ কিয়ৎকালের জন্য ক্ষণস্থায়ী যোগ নহে, কিন্তু ইহা গূঢ়তম চিরস্থায়ী প্রাণের যোগ।

দিনের মধ্যে পাঁচবার কি ছয়বার ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিয়া ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর হইতে ক্ষণকালের বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে দুঃসহনীয়। এজন্য তিনি হৃদয়রাজ্যের গভীর হইতে গভীরতর স্থানে ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সমস্ত জীবন সেই পবিত্র স্থান হইতে বিনিঃসৃত হয়, আত্মার এমন

গূঢ়তম দেশে সেই ব্রহ্মবীজ রোপণ করেন যে পৃথিবীর ভয়ানক বিপদ ঝঞ্ঝাবাত তাহা আলোড়ন করিতে পারে না। ভক্ত জীবনে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, জলস্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষের ছায় যথা সময়ে শত শত অমৃত ফল প্রসব করে, এবং তাহা কখন শুষ্ক হয় না। বাহিরের এক প্রকার ধর্ম্ম সাধন আছে, কিন্তু যতই কঠোর হউক না কেন তাহা ক্ষণস্থায়ী। এরূপ সাধকেরা হয় ত কখনও সমস্ত দিন অনাহার করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করে, এবং সময়ে সময়ে বিবিধ কঠিন নিয়ম অবলম্বন করিয়া অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপু সকলের উত্তেজনা দমন করে। পৃথিবীর লোকেরা ইহাদের কঠোর সাধন দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করে এবং অবাক্ হয়; কিন্তু আত্মদর্শী-গভীর-প্রকৃতি সাধুরা বিলক্ষণ জানেন যে এ সকল সাধন অস্থায়ী। সাময়িক ভাবে উত্তেজিত হইয়া মধ্যে মধ্যে যে কঠোর সাধন, তাহা প্রশান্ত সাধু-জীবনের লক্ষণ নহে, তাহাতে কেবল হৃদয়ের অপরিপক্ক চঞ্চল ভাবই প্রকাশ পায়। যিনি ঈশ্বরের প্রতি গূঢ়রূপে অনুরক্ত, তিনি স্থির এবং প্রশান্ত, কারণ তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার আত্মার গভীরতম স্থানে সেই সুগম্ভীর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে এত পরিবর্ত্তন এবং এত অস্থিরতা, ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতিই তাহার এক মাত্র গূঢ় কারণ। সেই শান্তি এবং গাম্ভীর্য্যের মহা সমুদ্র ঈশ্বরকে যাঁহারা প্রাণের সঙ্গে গ্রথিত দেখেন, তাঁহাদের অন্তর কখনই এরূপ অস্থির থাকিতে পারে না। যাহাদের আত্মার গভীর স্থান পাপাসক্তিতে পরিপূরিত—যাহা ঈশ্বর অধিকার করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি উপরিভাগে ভাসিতে থাকেন—তাহাদেরই জীবন এরূপ চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল। তাহারা এক প্রকার বাহিক

ধর্ম্মাড়ম্বর লইয়াই পরিতৃপ্ত, হৃদয় প্রাণ সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া তাহাদের লক্ষ্য নহে; জীবনের উপরিভাগের স্রোতেই ঈশ্বরের আধিপত্য, তাহাদের আন্তরিক জীবন পাপ এবং স্বার্থের অধীন। ঈশ্বরের আবির্ভাব তাহাদের ইচ্ছা এবং অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই ভাবের ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

ব্রাহ্মগণ! যদি ধর্ম্মের আনন্দ চাও, তবে এই প্রকার কপট জীবন পরিত্যাগ কর। ঈশ্বরকে যদি অন্তর দিতে না পার, তবে আর বাহিরের কয়েকটী কাজ করিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিও না। ঈশ্বর ক্রীড়ার বস্তু নহেন, এবং ধর্ম্ম সাধন বাল্য ব্যাপার নহে। ঈশ্বরকে যদি প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিতে না পাও, ইহা যদি সত্য হয় যে তোমাদের হৃদয়ের গভীর স্থানে কিছুই নাই, তবে নিশ্চয় জানিও আত্মার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত আত্মার শব স্কন্ধে লইয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিও না; কিন্তু কিরূপে বাঁচিয়া যাইবে তজ্জন্য ব্যাকুল হও। হৃদয়ের হৃদয় মধ্যে নিবিষ্ট হও, দেখ সেখানে ঈশ্বর আছেন কি না? তাঁহার যোগে যোগী হইয়া যদি জগতের নিকট দাঁড়াইতে না পার পরিত্রাণ নাই। প্রাণের সঙ্গে যাঁহার যোগ, প্রাণ না গেলে তাঁহা হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না, এই বিশ্বাস ভিন্ন নিস্তার নাই। যতদিন বাঁচিবে ততদিন এই যোগ, এই বিশ্বাস সাধন কর, অচিরে দেখিবে ঈশ্বর কেমন নিকটের ধন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সুখ সম্ভ্রম, বৃদ্ধি হইবে—এই অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা নিরাশ হইয়া আবার

সেই পাপের অন্ধকারে ফিরিয়া যাইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বার্থপরতার ধর্ম্ম নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যিনি যোগী তিনিই ব্রাহ্ম। যাঁহার আত্মা সেই নিঃস্বার্থ উদার পরমেশ্বরের প্রেম ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, যিনি আপনার সুখ পরিত্যাগ করিয়া জগতের ভাই ভগ্নীদের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। যাঁহারা প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল সে কয়েকটী লোকই যে চিরকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই এই মহাব্রত অবলম্বন করিতে হইবে।

ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারের সঙ্গে এই প্রেম যোগ সংস্থাপন ভিন্ন কেহই ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারে না। মনুষ্য জানুক আর না জানুক, জগৎ দেখুক আর না দেখুক, তোমার অন্তরে যদি দৃঢ়রূপে এই মহাযোগ স্থাপিত না হয়, স্বর্গের সুধা কি তাহা তুমি জানিতে পার নাই। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না ফেলিলে ভৌতিক জীবন যেমন অসম্ভব, তেমনই প্রতিদিন যথার্থ যোগীর ন্যায় ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণ এবং তাঁহাতে সঞ্চরণ না করিলে নিশ্চয়ই আত্মা অচেতন হইয়া পড়ে। "ঈশ্বর আছেন" কেবল এই সত্যে বিশ্বাস করিলে চলিবে না, "তিনি সর্ব্বত্র আছেন" শুদ্ধ ইহা স্বীকার করিলেও হইবে না, "ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন," কেবল এই মহাসত্য অনুভব করিলেও হইবে না; কিন্তু যখন দেখিবে "তাঁহার মধ্যে আমি বাস করিতেছি, তাঁহারই ছায়াতলে সঞ্চরণ করিতেছি, এবং তাঁহার প্রেমরূপ-অটল-ভূমিতে আমার অস্তিত্ব, তিনি আমার জীবনের ভিত্তি ভূমি, তিনি আমার আত্মার বায়ু, এবং তিনিই আত্মার প্রাণ, তিনি আমার বলের বল, এবং আমার সর্ব্বস্ব"—তখনই

দেখিবে, তোমার গুরু, তোমার পিতা, মাতা, তোমার পরিত্রাতা এবং পরম সুহৃদ, তোমার ধর্ম্মগ্রন্থ এবং তীর্থ এবং তোমার উপাসনা গৃহ এবং তোমার আচার্য্য ও উপদেষ্টা সকলই তোমার অন্তরে। কি স্বদেশে কি বিদেশে যেখানেই গমন কর না কেন, এ সকল তোমার সঙ্গে যাইবে, ইহারা অনতিক্রমণীয়, কেন না এ সকল হৃদয়ের ধন। ভক্তেরা এজন্যই হৃদয়ের এত আদর করেন, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং সেখানে চিরবদ্ধ হইয়া অধিষ্ঠান করেন। এইরূপে নিজের অন্তরের মধ্যে যখন সেই অনন্তকালের সম্বল নিত্য সঙ্গী পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তখন আর ভয় নাই। যাঁহার আত্মা এই অবস্থা লাভ করিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম প্রাণে প্রাণী, তিনিই যোগী এবং তিনি বাস্তবিক ব্রাহ্ম। একদিন যদি তিনি ঈশ্বরের প্রেম মুখ দেখিতে না পান, এবং একদিন যদি ভালরূপে তাঁহার পূজা না হয়, সমস্ত দিন তিনি অস্থির থাকেন, আহার আমোদ করিতে তাঁহার রুচি হয় না। চারিদিক অন্ধকার এবং জগৎ শূন্য দেখেন। ঈশ্বরের বিচ্ছেদে তাঁহার আত্মা মৃতপ্রায় হয়।

ঈশ্বরের অদর্শনে যাঁহার এরূপ বিষম যন্ত্রণা হয়, সেই সাধক কি ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কদাচ তৃপ্ত থাকিতে পারেন? এই প্রকার গূঢ়রূপে প্রাণ এবং প্রেম-রজ্জুতে ঈশ্বর যাঁহাদিগকে টানিতেছেন, তাঁহারা ভাই ভগ্নীদিগকে উচিত বলিয়া কি ভালবাসেন, না সহজেই তাঁহাদের হৃদয়ে অনুরাগ এবং পবিত্র প্রেমরস সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের সেই নিগূঢ় প্রেম যোগ যতই গাঢ়তর হয়, ভাই ভগিনীদিগকেও তাঁহারা সেই পরিমাণে প্রাণের ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করেন। ঈশ্বরকে

যখন আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারেন, তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকেও তখনই প্রাণের বন্ধু বান্ধব বলিয়া আলিঙ্গন করেন। এইজন্যই তাঁহারা বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না; কিন্তু দেশ দেশান্তরে ধাবিত হইয়া ভাই ভগিনীদিগকে পিতার গৃহে ডাকিয়া আনেন, এবং তাঁহাদের সহিত প্রাণস্বরূপ পিতাকে দেখিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হন। ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে পাঁচ দিন ঈশ্বরের পূজা নাই বা হইল, এ কথা যদি বলিতে পার, তবে কখনই তোমরা যোগী নও। ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারকে যদি প্রাণের মধ্যে রাখিতে না পার, দেখিবে তোমাদের অতি উৎকৃষ্ট উপাসনার পরেও, যেন হঠাৎ কে তোমাদের মস্তক হইতে রত্নটী হরণ করিয়া লইয়া গেল। অতএব প্রাণসখাকে সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে দেখ, হৃদয়ের রত্নকে হৃদয়ের মধ্যে রাখ। এই ভাবে সাধন করিলে একবার যদি কোথাও উপাসনার ধ্বনি শুনিতে পাও কাহার সাধ্য তোমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে? তখন সর্ব্বদা প্রেমরসে আত্মা পরিপূর্ণ থাকিবে। সেই ভাবে একবার ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলে শত শত ব্যক্তি উন্মত্ত হইবে। তখন বুঝিব ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের কত টান, এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের কত অনুরাগ। ঈশ্বর তখন তোমাদের লোভের বস্তু এবং বাসনার সামগ্রী হইবেন। এবং নিরন্তর তাঁহার প্রাণে গ্রথিত হইয়া তাঁহার চরণে চিরযোগী হইবে।

প্রচারক কে ?

রবিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ; ১৯শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

"প্রীতি প্রতিবাসীর কোন অনিষ্ট করে না ; অতএব প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন।"

সাধুতা কখনই মনুষ্য-হৃদয়ে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। সাধুতার বিশেষ এই একটী লক্ষণ যে ইহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। সাধুর অন্তরের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, সেই ভাবের এমনই স্বভাব যে তাহা চারিদিকে উথলিয়া পড়ে। কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই স্রোত রুদ্ধ করে। যদি প্রকৃত সত্য আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা নিশ্চয়ই আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িবে। সত্যের এমনই প্রভাব যে ইহা কখনই একটী আত্মার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের সত্যাগ্নি অন্তরে যতই প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইবে, ততই তাহার প্রখর তেজ বাহিরে বিকীর্ণ হইবে। এই ব্রহ্মাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের ভাব উদ্দীপিত হয়। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রচারের ভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা একই ব্রত। কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, ততই ইহা বাহিরে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত বাহিরের উপদেশের অপেক্ষা করে না। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন ব্যক্তি কিম্বা পুস্তকের ধর্ম্ম নহে ; ইহা ব্রহ্ম-সংরচিত এবং তাঁহারই দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং ব্রাহ্ম প্রচারকগণ কোন মনুষ্যের নিকট শিক্ষা পান নাই অথবা পৃথিবীর কেহই তাঁহাদিগকে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করে নাই।

ঈশ্বর তাঁহাদের গুরু, ঈশ্বর তাঁহাদের প্রবর্ত্তক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। প্রচারের মূলতত্ত্ব এই—যখন মনুষ্যাত্মা ঈশ্বরের স্বর্গীয় সত্য লাভ করিল, তখনই তাহার তেজ চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। যাঁহার আত্মা হইতে সেই তেজ নির্গত হইল, তাঁহারই নাম প্রচারক। যিনি হৃদয়ের ভাবকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, তিনি অব্রাহ্ম; যিনি ঈশ্বর প্রেরিত ভাবগুলি প্রচার করেন তিনিই ব্রাহ্ম, যিনি ঐ প্রচার কার্য্যে জীবনকে নিয়োগ করেন তিনিই যথার্থ প্রচারক।

প্রচারকেরা কোথা হইতে আসিল, কিরূপে তাহাদের উপজীবিকা হইল, এ সকল প্রশ্নের উত্তর ঈশ্বরের করুণা। ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া যাঁহারা প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন তাঁহারা কেন অন্ন বস্ত্রের জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিবেন? সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রাজ-রাজেশ্বরকে যাঁহারা আপনাদের পিতা বলিয়া চিনিয়াছেন, তাঁহারা কেন অন্যের অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করিবেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, কল্য কি আহার করিব, কি পরিধান করিব, ভাবিও না; চিন্তাশূন্য শিশুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। অনেকে উপহাস করিয়া বলিবেন, ইহা কি সম্ভব? কিন্তু তাঁহারা প্রচারের ভাব কি, গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর-চিহ্নিত প্রচারক তাঁহারা যাঁহারা আপনি কি খাইব, কি পরিব এ সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া চলিয়া যান। প্রচারকেরা ব্রাহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা অমূলক, কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক অপেক্ষা, সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা জ্ঞান, সাধুতা এবং ভক্তিতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

এমন সকল ব্রাহ্ম আছেন যাঁহাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং চরিত্রের সঙ্গে প্রচারকদিগের তুলনাই হইতে পারে না। অতএব কখনই এরূপ মনে করিও না যে প্রচারকেরা এ সকল গুণের দ্বারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শ্রেণী হইয়াছেন। কতকগুলি গুণের শ্রেষ্ঠতা প্রচারকের লক্ষণ নহে; কিন্তু স্বভাবতঃ যাঁহার প্রচার-স্পৃহা বলবতী তিনিই প্রচারক। কেবল এই স্পৃহার প্রভাবেই প্রচারকেরা সাধারণ ব্রাহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম হইতে প্রচারকদিগের এই প্রভেদ যে তাঁহারা আপনাদিগের উপজীবিকার জন্য কোন চিন্তা না করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য ব্রাহ্মেরা উপজীবিকার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম সাধন করেন। প্রচারকেরা প্রচার ব্রত পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের উপজীবিকার জন্য অর্থোপার্জ্জন করাকে পাপ এবং অধোগতি মনে করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মেরা অর্থোপার্জ্জনকে কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। উভয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং উভয় শ্রেণীর লোকই তাঁহার প্রিয়। যাঁহারা ঈশ্বর-চিহ্নিত প্রচারক, আজীবন তাঁহাদিগকে প্রচার-ব্রত সাধন করিতে হইবে, অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পতন।

যদি জিজ্ঞাসা কর প্রচারকেরা কি জন্য প্রচার করেন? কেবল পরোপকার করা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; প্রচার না করিলে তাঁহারা নিজের আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন না এবং ধর্ম্মরাজ্যে বাঁচিয়া থাকা কঠিন হয়, এজন্যই তাঁহারা প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। প্রচারের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের গূঢ় যোগ। প্রচার ব্রতের সঙ্গে তাঁহাদের জীবন আরম্ভ হয়, প্রচার দ্বারা সেই জীবন সংগঠিত হয় এবং তাহাতেই ইহা পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং

প্রচার ব্রতের সঙ্গে তাঁহাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং রক্ত মাংসের যোগ। যতই তাঁহারা ব্যাকুল অন্তরে সত্য প্রচার করেন সেই পরিমাণে তাঁহাদের নিজের জীবনও পরিপুষ্ট এবং উন্নত হয়। এইরূপ স্বভাবের নিগূঢ় অলক্ষিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এই ব্রত পরিত্যাগ করা কিম্বা লঙ্ঘন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

অন্যথা যাহারা নীচ ভাবের অনুরোধে মনুষ্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করে, তাহাদিগকে একদিন প্রচার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেই হইবে। প্রচারকেরা বেতন গ্রহণ করেন না, এবং কখনই বেতন গ্রহণ করিতে পারেন না; অর্থের জন্য পরাধীনতা তাঁহাদের পক্ষে মহাপাপ। কাহারও বেতন গ্রহণ করেন না, কিন্তু প্রত্যেক নর নারীর পরিত্রাণের জন্য তাঁহারা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকট দায়ী। কাহারও বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী নন, এই বলিয়া তাঁহারা আলস্যে জীবন বিনাশ করিতে পারেন না। শরীর মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া যদি অহর্নিশ পরিশ্রম না করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহাদের এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। কেন না তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, "আমরা চিরদিন উৎসাহী হইয়া কায়মনোবাক্যে জগতে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিব, এবং তোমার দুঃখী পাপী সন্তানদিগকে তোমার নিকট আনিয়া দিব।" যাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহা-দিগকে তাঁহার প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনি যাঁহাদের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন,

সাধ্য কি যে তাঁহারা অলস হইয়া বসিয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহা প্রচার হইবেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্জনতা এবং অন্ধকারের ধর্ম্ম নহে। যতই অন্তরে এই ধর্ম্মের সাধন হইবে, এবং হৃদয়ে উপাসনা স্রোত যতই সতেজ এবং সবল হইবে, ততই প্রচারের স্রোত প্রবল হইবে। যে পরিমাণে আত্মার উন্নতি সেই পরিমাণে বাহিরে ধর্ম্ম জীবনের প্রচার। ধর্ম্ম জগতের এই নিয়ম অখণ্ড এবং অনিবার্য্য। ইহা অভ্রান্ত সত্য, প্রচারের এই নিয়মে সন্দেহ করা অসম্ভব।

উপাসনার ভাব যখন নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হয়, নিজের ধর্ম্ম যখন ম্লান হয়, প্রচারের স্রোতও তখন শুষ্ক হইতে থাকে। যখন এইরূপে প্রচার কার্য্য ক্ষান্ত হয়, প্রচারকেরা তখন যে কেবল ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হন তাহা নহে; কিন্তু জগতের লোকেরাও তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে। অতএব যাঁহারা ভয়ানক বিপদ এবং সহস্র নির্যাতনের মধ্যেও অটল ভাবে ঈশ্বরের সত্য সকল প্রচার করেন তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই দয়াময় পরমেশ্বরের পরীক্ষিত, বিশ্বস্ত এবং অনুগত প্রচারক। লোকে তাঁহাদের কথা গ্রহণ করুক আর না করুক, তাঁহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন। উৎসাহী এবং ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব, সংসারের শীতলতা কোন মতেই হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিব না; শিথিল এবং অলস হইয়া প্রচার ব্রত লঙ্ঘন করা মহাপাপ, এরূপ বিশ্বাস করিতে হইবে। যতক্ষণ হৃদয় ব্রহ্মাগ্নিতে সতেজ থাকে ততক্ষণ তাহা চারিদিকের পাপান্ধকার বিনাশ করিবেই করিবে। সেই উদার প্রেমিক পরমেশ্বরের প্রেমসুধা পান করিলে

অপরকে তাহা পান করাইতেই হইবে। ভক্তের হৃদয়ে যখন সুখোদয় হয়, সেই সুখ বিস্তার করিবার জন্য সহজেই তাঁহার অন্তরে বলবতী ইচ্ছা হয়। যাঁহারা এই বিশুদ্ধ উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা সেই ভাব পোষণ করিতে প্রাণপণ যত্ন করেন, তাঁহারাই জানেন যে, ঈশ্বর-প্রেরিত নির্ম্মল সুখ কেবল আপনার হৃদয়ে বদ্ধ রাখা অসম্ভব। যখন একটী সঙ্গীত-মধু পান করি সেই মধু অন্য পাঁচ জনকে ঢালিয়া দিতেই হইবে।

প্রচার করিলে কাহার মনে কি হইবে তাহা আলোচনা করিবার অধিকার নাই। যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব ততদিন ফলাফল বিচার করিতে পারি না। জগতের লোক আমাদের ভালবাসে না, তাহারা আমাদের ব্যবহারকে নিন্দা করে, অতএব প্রচার করিব না, এই যুক্তি যাহাদের মনে স্থান পায়, তাহারা কথনই প্রচার ব্রতের যোগ্য নহে। যাহাদের অন্তরে এক বিন্দু দয়া নাই, তাহারাই কেবল এই যুক্তির অনুসরণ করিতে পারে। যাঁহারা প্রেমিক এবং নিঃস্বার্থ, তাঁহাদের প্রচার কার্য্য কথনই লোকের শ্রদ্ধা প্রশংসার উপর নির্ভর করে না; লোকে তাঁহাদিগকে ভালবাসুক আর না বাসুক, সকলের নিকট ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা দায়ী। একজন ভাল উপাসনা করিতে পারিতেছেন না, সেই সংবাদ শুনিয়া যাঁহার মনে ব্যথা হয় না, তিনি প্রচারক নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ভাই ভগ্নীর দুঃখ যন্ত্রণা এবং জগতের পাপ, অশান্তি দেখিয়া যাহার প্রাণ কাঁদে না সে কিরূপে প্রচার ব্রত গ্রহণ করিবে? যদি প্রচারক হইতে চাও নিজের সুখ কামনা পরিত্যাগ কর, কেবল আপনার ক্ষুদ্র পরিবারের

উন্নতি চিন্তা করিও না। বিশ্বপিতার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বিস্তৃত পরিবারের সেবা করিবার জন্য হৃদয় মন সমর্পণ কর। কাহারও দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারিবে না। প্রশস্ত-হৃদয় হইয়া স্বদেশ বিদেশ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য জীবন দান করিতে হইবে। দেশ, জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম্মের বিভিন্নতা বিস্মৃত হইয়া প্রত্যেক নর নারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা এবং আপনার ভাই ভগ্নী বলিয়া পবিত্র শ্রদ্ধা ভক্তি দান করিতে হইবে। ইহাতে যদি হৃদয় কুণ্ঠিত হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, সেই সীমাবদ্ধ মনে কখনই স্বর্গের প্রেম সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যে প্রেম উদ্দীপিত হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ দেশ দেশান্তরে ধাবিত হয়, এবং সকলকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে, এবং যতই বন্ধু সংখ্যা অধিক হয়, ততই পুলকিত হয়, সঙ্কীর্ণ অপবিত্র হৃদয়ে সেই প্রেম স্থান পায় না। যাহারা বলে যে পর্য্যন্ত অন্য লোক আমাদিগকে ভাল না বাসিবে এবং সকল বিষয় আমাদের মতের সঙ্গে তাঁহাদের মত না মিলিবে সে পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে পারি না ; যাহারা এইরূপে প্রেমের বিনিময় এবং বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করে, প্রচার ব্রত তাহাদের জন্য নহে। ক্ষুধাতুর এবং তৃষ্ণার্ত্ত ভিক্ষুক গৃহে আমাদের শরণাগত না হইলে অন্ন জল দিব না, ইহা নির্দ্দয়তা এবং অল্প বিশ্বাসের কথা। যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রচুর প্রেমান্ন এবং শান্তি বারি লইয়া, দেশে দেশে যাইয়া পিতার দুঃখী সন্তানদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দূর করেন ; শত্রুতা মিত্রতা নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট তাঁহারা দয়াব্রত এবং প্রেমব্রত পালন করেন।

এই প্রচার ব্রতের মধ্যে যখন আত্মার পরিত্রাণ, পরিবারের মঙ্গল এবং জগতের উন্নতি মিলিত হইবে, তখনই জগতে প্রকৃত প্রচার-স্রোত প্রবাহিত হইবে। তখন ক্রমে ক্রমে শত সহস্র লোক প্রচারক হইবে। সত্যের জ্যোতি, প্রেমের জ্যোৎস্না তখন সহজেই চারিদিকে বিকীর্ণ হইবে। তখন ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রচারকদের অন্তরে প্রেমময় যে সকল প্রেম পবিত্রতা ঢালিয়া দিবেন, জগতের সকলে সেই সুধা পান করিয়া বাঁচিয়া উঠিবে। তখন সংসার পুণ্য, শান্তি এবং আনন্দের সংসার হইবে। সেই শুভদিন শীঘ্র উপস্থিত হইয়া আমাদের চক্ষু মন উল্লাসিত করুক।

ধর্ম্ম ও সংসার।

রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক; ২৬শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্ম এবং সংসার এই দুইয়ের মধ্যে চিরকালই বিবাদ বিসম্বাদ, সর্ব্বদাই শত্রুতা বিরোধ। কেবল এই দেশে নয়, কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ভাব দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম সংসারের সঙ্গে মিলিত হয় না, সংসারও ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হয় না। অতি উচ্চতম ধর্ম্মের মধ্যেও এই দুয়ের মীমাংসা এবং সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। মনুষ্যের বুদ্ধি-রচিত জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে, তাহার অনুবর্ত্তী কোন সম্প্রদায়ই সংসার এবং ধর্ম্মের যোগ স্বীকার করে না। সংসার হইতে ধর্ম্মকে তাঁহারা চিরকালই স্বতন্ত্র এবং পৃথক সাধন মনে করেন। এইজন্যই অতি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও

উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ, স্বতন্ত্র আয়োজন দেখিতে পাই। যতক্ষণ তাঁহারা সেই স্বতন্ত্র মন্দিরে অবস্থিতি করেন; ততক্ষণই তাঁহারা নিরাপদ, এবং ততক্ষণই তাঁহাদের শান্তি পবিত্রতা। মন্দির হইতে বহির্গত হইবামাত্র চারিদিকে পাপের ঢেউ, এবং ভয়ানক জঙ্গল। যাই উপাসনা শেষ হইল তথনই পৃথিবীর নীচ পঙ্কিল বায়ু তাঁহাদের মন কলুষিত করিল। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে আর এক ভাব, জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। এইজন্যই কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংসার এবং ধর্ম্মের মিল নাই। উপাসনা গৃহে এক প্রকার, সংসারে আর এক প্রকার। মন্দিরে জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত, কিন্তু মন্দিরের বাহিরে পাষণ্ড এবং নিতান্ত দুর্দ্দান্ত। ধর্ম্মের সময় ধর্ম্ম সাধন, সংসারের সময় সংসার সাধন, জগতের প্রায় সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ অস্থিরতা এবং পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

ইহার গূঢ় কারণ কি? সংসার কেন আমাদের ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল হইল? প্রথমতঃ সংসার আমরা কাহাকে বলি তাহার মীমাংসা কর। সংসার বলিলেই আমরা কেবল আমাদের স্ত্রী পুত্র দাস দাসী পরিবারকেই বুঝি। সুতরাং যাই মন্দির ছাড়িয়া গৃহে প্রবেশ করি তখন সংসারে প্রবিষ্ট হইলাম; এবং সংসারের সঙ্গে মিশিয়া সাংসারিক হইলাম। পরিবারই আমাদের সংসার, কেন না আমরা মনে করি পরিবারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। দাস, দাসী, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, ইহাদের দ্বারা ধর্ম্ম পথের কি সম্বল হইবে, এই বলিয়া প্রথম হইতে পরিবারকে উপেক্ষা করিতে থাকি, অবশেষে ক্রমে ক্রমে পরিবার ধর্ম্মপথের সহায় হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধর্ম্ম

এবং পাপের প্রবর্ত্তক হয়। মন্দির, সাধু-সঙ্গ, সঙ্গত, ধর্ম্মপুস্তক এ সকল আমাদের ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল; কিন্তু পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার, ইহাঁরা সংসার, সুতরাং ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক। ইহাঁদের সঙ্গে থাকিলে প্রলোভনে পড়িতেই হইবে। আত্মার সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ, সাংসারিক সুখের সঙ্গে পরিবারের যোগ। এই দুয়ের মধ্যে যে মিল হইতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আমরা মনে করি সংসারের সঙ্গে চিরদিনই ধর্ম্মের বিরোধ থাকিবে। সংসার যে কখনও ধর্ম্মের অনুকূল হইবে ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না; কিন্তু আমরা ইহা কেন মনে করি। ইহা নিশ্চয়, যে পর্য্যন্ত সংসার এবং ধর্ম্মে বিবাদ থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমাদের শান্তি নাই। যতদিন আমরা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ধর্ম্মরাজ্য হইতে একটী স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন সংসার কল্পনা করিব, ততদিন ধর্ম্ম এবং সংসারের পরস্পর বিষম শত্রুতা থাকিবেই। স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে ধর্ম্ম সাধনের সহায় করিয়া লইতে না পারিলে তাহাদের, সুখ, মান এবং ধন লালসা নিশ্চয়ই আমাদিগকে কলঙ্কিত করিবে।

মন্দিরে যাইয়া দুঘণ্টা ব্রহ্মোপাসনা করিলাম, সঙ্গতে যাইয়া উন্নত সাধুদিগের সঙ্গে তিন ঘণ্টা ধর্ম্মালোচনা করিলাম, কিন্তু যাই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, সেই নীচ প্রকৃতি স্ত্রীর অপবিত্র সম্পর্ক হৃদয় মন আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ স্নেহের প্রতিমার ন্যায় নিকটে আসিয়া ঘেরিয়া বসিল; এক একটী কোমল কথা বলিয়া ক্রমে ক্রমে এমনই আশ্চর্য্যরূপে হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লইল যে, জানিতেও পারিলাম না, কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম। যে হৃদয় কিছুকাল পূর্ব্বে স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বরের পুণ্যময় প্রভা দেখিতেছিল, সেই হৃদয় এখন ঈশ্বর-

শূন্য সংসার-সাগরে ডুবিয়া রহিল। সাধুহৃদয়-বিনিঃসৃত অগ্নিময় গভীর সত্য সকল শুনিয়া যিনি মোহিত হইতেছিলেন এবং যিনি ভক্তের বিশ্বাস এবং বিনয়পূর্ণ উপাসনায় যোগ দিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছিলেন, সেই ব্যক্তি এখন ঘোরতর পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন। আর কোথাও ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিতে পান না। স্ত্রীর মুখশ্রী হইতে পবিত্র স্বরূপ পিতা চলিয়া গিয়াছেন, পুত্র কন্যার কোমল হৃদয়ে সেই স্নেহময়ী বিশ্বমাতা আপনাকে গোপন রাখিয়াছেন, সংসারের মধ্যে কোথাও আর বিষয়ী ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে ঈশ্বরের পদাশ্রয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারী হইয়া, যতই বিষয় সুখ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তরের ধর্ম্মভাব এবং পবিত্রতা ততই বিলুপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে হয় ত সেই ব্যক্তি এতদূর বিষয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন যে, কাল যাঁহাদের সঙ্গে মহানন্দে ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্গীত এবং সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিকৃত ভাবে নিন্দা কুৎসা করিয়া বিধি মতে তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসার এবং ধর্ম্মের সঙ্গে এ প্রকার অনৈক্য প্রযুক্ত কত ব্রাহ্মের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের এই চল্লিশ বৎসরের ইতিবৃত্তে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ রহিয়াছে।

অতএব ব্রাহ্মগণ! সাবধান হও। যাহাতে সংসার এবং ধর্ম্মের মিল হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা কর। তোমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ সাধন করিয়াছে যে, ব্রহ্মমন্দিরে যেমন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকারা তোমাদের উপসনার সহায়, তেমনই পরিবার মধ্যে তোমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যারাও ধর্ম্মসাধনের অনুকূল। ঈশ্বরোপাসনা সম্পর্কে

ব্রহ্মমন্দির এবং তোমাদের গৃহে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু সংসার এবং ধর্ম্মসাধন তোমাদের এক হইয়াছে। ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সংসারের নেতা, তোমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে তিনি আসিয়া বারম্বার তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের স্নেহ মমতার মধ্যে তোমাদের কয়জন ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম পবিত্রতা দর্শন কর? আমি বারম্বার মিনতি করিয়া বলিতেছি, যদি যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে চাও, তবে সংসারকে ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া বিশ্বাস কর। স্ত্রী, পুত্র, সকলকে লইয়া পবিত্র হও, নতুবা নিস্তার নাই। যতদিন তোমাদের স্ত্রী পুত্র, এবং তোমাদের পিতা মাতা, পাপের নিম্ন ভূমিতে পড়িয়া থাকিবেন, ততদিন তোমাদের অপবিত্র সংসার ধর্ম্মের প্রতিকূল থাকিবেই থাকিবে। যদি বল সংসারকে পবিত্র করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, আমরা নিজে নিজে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, স্ত্রী পুত্রের পরিত্রাণের জন্য আমরা দায়ী নহি, তাহাদের পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার তাহারাই পাইবে—এ কথা অতি জঘন্য কথা। পদাঘাত করিয়া ব্রাহ্মদিগকে এই ভাব বিনাশ করিতে হইবে। ঈশ্বর বিশেষরূপে যাঁহাদের আত্মার ভার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, আমরা অবাধ্য হইয়া যদি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করি, নিশ্চয়ই আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিলে যদি পবিত্র ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাও, তবে নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মধর্ম্মের সার কি তাহা এখনও জানিতে পার নাই। যে হৃদয় স্ত্রী পুত্র পরিবারের স্নেহে মোহিত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, সে হৃদয় কখনই ব্রাহ্ম হৃদয় নহে। যদি সত্যভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজীবনের পবিত্র আনন্দ উপভোগ

করিতে চাও, তবে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ের নৈকট্য অনুভব করিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি নূতন মত প্রচার করিবার জন্য প্রেরিত হয় নাই ; কিন্তু জগতের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাইয়া কলুষিত পরিবার, কলুষিত জনসমাজ, এবং কলুষিত মনুষ্য জাতিকে পবিত্র নব জীবন দান করাই ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই যে ইহা দ্বারা সংসার ধর্ম্মের অনুকূল হয়। জীবনে যতই ব্রাহ্মধর্ম্মের গূঢ় সত্য সকল পালন করিবে, সংসারের তাবৎ বস্তু সেই পরিমাণে ধর্ম্ম সাধনের সহায় হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় অবধি এই বিয়াল্লিশ বৎসর পর দেখিতে হইবে কতটী ব্রাহ্ম এবং কয়টী ব্রাহ্মিকা এই ভাবে সংসারের মধ্যে স্বর্গের পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। যে পরিমাণে আমরা সংসারের মধ্যে স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে ঈশ্বর দর্শনের অনুকূল দেখি, এবং তাহাদের সহবাসে আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধ এবং প্রফুল্ল হয় সেই পরিমাণে আমরা ব্রাহ্ম এবং সেই পরিমাণে আমরা যথার্থ ধার্ম্মিক। এইরূপে ঈশ্বর কৃপায় সংসার যখন কুসংস্কার এবং অপবিত্রতা শূন্য হইয়া, ধর্ম্ম পথে সম্পূর্ণ অনুকূল হইবে তখন যে পরিমাণে স্ত্রী পুত্র কন্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গার্হস্থ্য সুখ আস্বাদ করিতে থাকিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সহবাস উপভোগ করিব। তখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই ধর্ম্ম পথের কণ্টক না হইয়া বরং বিশেষরূপে আমাদের সাধনের অনুকূল হইবে। কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলিয়া যতই সংসারে আসক্ত হইবে, ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার হ্রাস হইবে, ব্রহ্মমন্দিরে আসিতে ইচ্ছা হইবে না, এবং অবশেষে আর সাধুদিগের প্রতি

প্রেমোদয় হইবে না। ইহাতেই সংসার এবং ধর্ম্মের শত্রুতা। ইহার গূঢ় কারণ বলিলাম, যাহাতে এই রোগ দূর হয় তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা কর। এই রোগ দূর না হইলে ব্রাহ্মদিগের মুক্তি নাই; যতদিন না তাঁহাদের সংসার ব্রহ্মমন্দিরের ন্যায় পবিত্র হইবে, ততদিন ব্রাহ্মদিগকে পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত থাকিতেই হইবে। যখন পরিবারের সকলকে—ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান এবং ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন—ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে ব্রাহ্ম নয়নে দেখিব, এবং প্রত্যেকের জীবনে ব্রহ্মের কৃপা স্রোত অনুভব করিব, তখন সংসার এবং ধর্ম্মের বিরোধ চলিয়া যাইবে। তখন উভয়ে মিলিত হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের চরণতলে নিক্ষেপ করিবে; তখন দেখিব পরিবার আমাদের শত্রু নহে। কিন্তু যতই পরিবার সাধন করিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ততই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি, নির্ভর এবং কৃতজ্ঞতা গাঢ়তর এবং মিষ্টতর হইবে। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই সংসারে প্রবেশ করি, তখন যতবার স্ত্রীকে দেখিব ততবার নরকের দিকে যাইতে প্রয়াস হইবে। অতএব ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসার সাধন ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

যদি ব্রাহ্মসমাজকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চাও, তবে এই নীচ ভাব এবং অপকৃষ্ট ব্যবসায় দূর কর। যদি তোমরা ঈশ্বরের ধর্ম্ম সাধন করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে পরিবার এবং ধর্ম্ম সাধন এই দুইকে কখনও ভিন্ন এবং পরস্পর প্রতিকূল মনে করিও না। যতই ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ ততই তোমাদের সংসারের প্রতি অনুরাগ হইবে। ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া, তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিলে সংসার কখনই ধর্ম্ম পথের জঞ্জাল

হইতে পারে না। কিন্তু পরিবারের প্রতি অনুরাগ যদি ব্রহ্মানুরাগ হইতে উৎপন্ন না হয়, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যতই কেন তোমরা ধর্ম্মবীর হও না, একদিন স্ত্রী পুত্রের পদতলে পড়িয়া সমুদয় বীর্য্য চলিয়া যাইবে। সংসার কি? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাঁহার জগতে বাস এবং তাঁহার সুখ ভোগ—সেই সংসারের সঙ্গে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থ, এবং নীচাসক্তির যোগ। অতএব যাহাতে কখনও সংসারের দাসত্ব করিতে না হয় সতর্ক ভাবে তাহার চেষ্টা কর। এ সমুদয় রিপু দমন করা ক্ষণস্থায়ী শ্মশান-বৈরাগ্যের কার্য্য নহে। অটল এবং গভীর ব্রহ্মপ্রেম ভিন্ন, কেহই সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে না। যদি অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোদয় না হয় এবং স্বর্গের ধন দেখিতে না পাও, তবে ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? দশ কুড়ি বৎসর সাধনের পরেও যদি হৃদয়ের মধ্যে সুখের প্রস্রবণ না দেখিলাম, তবে আমাদের গতি কি হইবে? আমরা কি দিন দিন সুখস্বরূপ পিতা হইতে দূরে অবস্থান করিব? যথার্থ সাধকদিগের জীবন দেখ, দেখিবে নিগূঢ় প্রেম যোগে তাঁহারা কেমন আশ্চর্য্যরূপ ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং কেমন দৃঢ়রূপে তাঁহাতে আবদ্ধ হইতেছেন। রস, বল, আনন্দ, উন্নতি সকলই তাঁহারা ঈশ্বর হইতে লাভ করিতেছেন, আবার সকলই তাঁহার চরণে অর্পণ করিতেছেন।

এই উচ্চ আদর্শ কি অনুকরণ করিবার যোগ্য নহে? ব্রহ্মনাম করিতে করিতে নিমেষের মধ্যে চক্ষু মুদিত হইল, চারিদিক হইতে অন্ধকার আসিয়া হৃদয়কে আবৃত করিল, একটীও পদার্থ আর দৃষ্টিগোচর হইল না, বাহিরে সহর নাই, সেই জন-কোলাহল, সেই অট্টালিকা, সেই বৃক্ষ, সেই নদ নদী আর দেখা যায় না, বাহিরে

ব্রহ্মাণ্ড নাই, কেবল একটী "আমি" বসিয়া রহিয়াছি, কোথাও জড় জগতের চিহ্ন মাত্র দেখা যাইতেছে না, কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা, দেখিতে দেখিতে অন্তরে সহস্র প্রেমসিন্ধু প্রকাশিত হইতে লাগিল। যে সকল ব্রাহ্ম আধ্যাত্মিক জ্যোতি—এই অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন, তাঁহারা মোহিত হইয়া গেলেন, সংসার তাঁহাদের নিকট সামান্য অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। হাস্য করিতে করিতে তাঁহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। আবার যখন পরলোকের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, তখন সত্যের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য, অনন্তকাল বিস্তৃত দেখিয়া, অন্তরের সহিত, জয় জগদীশ, জয় জগদীশ, বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে নূতন সহর, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ব্যাপার দেখিলেন আর তাহা ভুলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিলেন— যাহারা বলে হৃদয়ে কিছুই নাই, সেখানে কেবল অন্ধকার এবং অসারতা, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অন্ধ। কিন্তু কি সাধু কি অসাধু কি অন্ধ কি চক্ষুষ্মান্ প্রতিজনকেই একদিন সেই আন্তরিক রাজ্য দেখিতে হইবে, এবং সেই প্রেমাবাসে প্রবেশ করিয়া শান্তি পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। কিন্তু শীঘ্র না দেখিলে দুঃখ যায় না, অন্তরের গূঢ় পাপ দূর হয়, না। এইজন্য, ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ! তোমাদিগকে বিনীতভাবে সম্বোধন করিতেছি, ত্বরায় সেই রাজ্যে চল, তোমাদের শোক তাপ চলিয়া যাইবে। যায় যাক্ সংসারের সুখ, যায় যাক্ পৃথিবীর বন্ধুতা, যায় যাক্ বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য। তোমাদের আলোক অন্তরে, তোমাদের আনন্দ ঈশ্বরের চরণে। বাহিরে প্রসন্নতা থাক্ আর না থাক্, দিন রাত্র প্রফুল্ল মনে

ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণ কর এবং তাঁহার কার্য্য করিয়া শান্তি পরিত্রাণ লাভ কর। পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, এই আছেন, এই নাই; কিন্তু ঈশ্বর তেমন আত্মীয় নন যে, তোমাদের বিপদ দেখিয়া নিমেষের জন্য তিনি চলিয়া যাইতে পারেন। অতএব বাহিরের সকল সম্পর্ক ভুলিয়া, এবং জগতের স্তুতি নিন্দা অসার জানিয়া, অবিলম্বে সত্যের রাজ্যে চলিয়া যাও। হৃদয়ের মধ্যে সেই নিত্য সঙ্গী ঈশ্বরকে দেখ, ভালরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লও। ঘোর বিপদের সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই নিকটে থাকিবে না। তাঁহার সঙ্গে যদি পরিচয় হয় সহস্র অস্ত্রাঘাতে কাতর হইলেও অভয়পদ লাভ করিতে পারিবে। যখন সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে তখন কেবল তিনি আসিয়াই অন্তরে সান্ত্বনা দিবেন। ঈশ্বরের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে কত আনন্দ এবং কেমন নির্ভয়ের অবস্থা, যখন ব্রাহ্মেরাও ভালরূপে বুঝিলেন না, তখন জগৎ কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিবে? যদি পাঁচজন ব্রাহ্মও যথার্থরূপে ঈশ্বরের হইয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্যই ব্রাহ্মজগৎ, তাঁহাদেরই স্বর্গ এবং তাঁহাদের জন্যই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবার, আর লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্ম যাঁহারা বাহিরে ধর্ম্মের আড়ম্বর করেন, কিন্তু যাঁহাদের মন প্রাণ দিবা নিশি সংসারের সুখ কামনা করে, তাঁহাদের অন্ধ হৃদয় কদাচ সেই রাজ্য দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মগণ! যদি শান্তি উপভোগ করিতে চাও, তবে সেই পরম বন্ধুকে গ্রহণ কর। তিনি প্রত্যেকের নিকট সত্যান্ন, প্রেমান্ন, কুশলান্ন লইয়া বসিয়া আছেন। মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করিও না, লোকের অন্নের জন্য প্রতীক্ষা করিও না।

সত্যে সত্যে বিবাদ নাই।

রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক; ২৬শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

সত্যের সঙ্গে সত্যের কোথাও বিবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য। সত্য যাহা তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, সুতরাং ঈশ্বর যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয়, সত্যের পরস্পর যোগ ও সম্মিলন সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়। সমুদয় সৃষ্টি-কার্য্য মধ্যে ইহার সমূহ পরিচয়। সকল পদার্থই ঈশ্বর রচিত, তাঁহার সত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাঁহার সৎ নিয়মে পরিচালিত। অতএব কখনও পদার্থে পদার্থে অসম্মিলন কি বিশৃঙ্খলা ঘটে না। কি পৃথিবী, কি সূর্য্য, কি অন্যান্য লোক, সকলই আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে; যদি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে সেই পথ হইতে বিচ্যুত হয়, সৃষ্টি রসাতলে গমন করে। যদ্যপি বাহ্য জগতে এরূপ সত্যের ও সুশৃঙ্খলার নিয়ম হইল, তবে ধর্ম্মজগতে কি চিরকালই বিশৃঙ্খলা ও অসম্মিলন থাকিবে? বাহ্য জগৎ যাঁহার, অন্তর্জ্জগৎ যদি তাঁহারই হয়, তবে বাহ্য জগতে তাঁহার ইচ্ছা যেরূপ সফল হইতেছে, ধর্ম্মজগতে সেই ইচ্ছা তদ্রূপ সফল না হইবে কেন? নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা। এক সম্প্রদায়ের নানা ব্যক্তি মধ্যে সেইরূপ শত্রুতা। ঈশ্বরের শান্তি গৃহে পরস্পরের সঙ্গে নিদারুণ কলহ। এই প্রকারে কত দিন আর ধর্ম্মের নাম ধরাতলে কলঙ্কিত হইবে? প্রথমে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল। অভিপ্রায় ঈশ্বরের সেবা করা, উদ্দেশ্য পরিত্রাণ লাভ করা। এই অভিন্ন ভাবে একত্র হইয়া ব্রাহ্ম সন্তানেরা পরম পিতার গৃহে কতই উন্নতি ও আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। এই তাঁহার প্রেমমন্দির,

এখানে বসিয়াই সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃস্নেহের কত পরিচয় পাইয়াছেন। কেহ কি মনে করিয়াছিলেন এই গৃহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? এই ভ্রাতৃমণ্ডলী হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবেন? তবে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয় কেন? ভ্রাতা ভ্রাতাকে আঘাত ও পরিত্যাগ করেন কেন? ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সেই পুরাতন অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে? তোমরা কি ঈশ্বরের সেবা করিতে আর চাও না, বা পরিত্রাণ লাভ করিতে আর ইচ্ছা কর না? আমি যথার্থ জানি, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য সমান আছে, সেই লক্ষ্য লইয়াই বিবাদ উপস্থিত হইল।

কেহ বলিলেন আমার আত্মা অতিশয় দুর্ব্বল, কিসে ইহার মুক্তি হয় আমি তাহারই চেষ্টা করিব। অপর কেহ বলিলেন আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে চাই—জন-সমাজের হিতসাধন করিতে চাই। আত্মার মুক্তি ও পরের মঙ্গল এই দুয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হইল না। যে ব্যক্তি নিজের মুক্তি চাহিতেছেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি "ভ্রাতঃ! তুমি কি পরের মঙ্গল ভালবাস না? তুমি কি স্বার্থপর হইয়া একাকী স্বর্গধামে যাইতে ইচ্ছা কর? ভাই ভগিনীর যাহাতে উপকার হয় তদ্বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান করিবে না?" তিনি কি উত্তর দিবেন? তাঁহাকে কি স্বীকার করিতে হইবে না যে, পরের মঙ্গলের উপর তাঁহার নিজের মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে? যে ব্যক্তি জন-সমাজের হিতসাধনে ব্যস্ত, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি নিজের আত্মার পরিশুদ্ধতা ও পরিত্রাণের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবে না, কেবল লোকের উন্নতি, লোকের উন্নতি করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে?" তিনি কি উত্তর দিবেন? যার নিজের মন অন্ধকার

সে পরের নিকট কি প্রকারে আলোক প্রকাশ করিবে? যাহার নিজের মন অপবিত্র, অমুক্ত ও সঙ্কীর্ণ, সে পরের উন্নতির পথ কিরূপে দেখাইবে? মানিতেই হইবে যে নিজের মঙ্গল ও পরের হিত দুই এক সঙ্গে সাধ্য, একের অভাবে অপর কখনই সম্ভাবিত নহে। তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাদ কিসের? যদি আপনার পরিত্রাণ জগতের উৎকর্ষ দুইই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইল; যদি কোন প্রকার সমাজ সংস্কার উপাসনা ছাড়া হইল না; কোন প্রকার উপাসনা সমাজচ্যুত হইল না; তবে সকল শ্রেণীস্থ ব্রাহ্ম একত্র না হইবেন কেন? বিবাদ কেবল ব্রাহ্মদের নিজের বুদ্ধি ও কল্পনার উপর স্থাপিত। যদি নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া ব্যাখ্যা কর; যদি নিজের বুদ্ধিকে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে আরোপ কর, আর যদি সেই ইচ্ছার বিফলতা কি সেই বুদ্ধির পরাজয় দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মমন্দির ও ব্রাহ্মমণ্ডলীকে পরিত্যাগ করিতে চাও, তবে তোমাদের জন্য জগতে আর কোথায় স্থান আছে? সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে বিপ্লব অসম্মিলন কখনই থাকিতে পারে না। হয় তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনার কুকল্পনা ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হও, নতুবা তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া তাঁহার ধর্ম্মের নাম ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আত্মমহিমা প্রকাশ কর। হয় আধ্যাত্মিক জগতে সকল সত্যের সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিয়া আপনি ধূলিবৎ বিনীত হইয়া অন্যের সঙ্গে ঈশ্বরের সুনিয়ম পালন কর, নতুবা কলহ বিবাদপূর্ণ অসত্য অবিশ্বাসের রাজ্যে গমন করিয়া নিজের কর্ম্মফল ভোগ কর। কিন্তু অসত্যকে সত্য বলিয়া, অন্ধকারকে জ্যোতি বলিয়া, কল্পনাকে ঈশ্বরের অভিপ্রায়

বলিয়া কখন প্রতিপন্ন করিও না। ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগের আত্মা পাপে তাপে ক্ষীণ, তোমাদিগের দেশ মগ্ন ব্যভিচার নানা অত্যাচারে ভারাক্রান্ত। কোথায় এই সময় সমবেত চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া আপনাদের পরিত্রাণ ও দেশের দুরবস্থা দূর করিবে, না পরিবারের মধ্যে অসম্মিলনের অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে চাও! ঈশ্বর এক, তোমাদের উদ্দেশ্য এক, তোমাদের গম্যস্থান এক; তবে অবিচ্ছিন্ন হইয়া প্রেমভাবে ভক্তিযোগে এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া, শান্তিময় শান্তিরাজ্য ভূতলে আনয়ন কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে বল বিধান করিবেন, সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করিবেন, তোমাদের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।

মাসিক সমাজ।

গভীর ধর্ম্ম সাধন।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
৯ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্ম অতি নিগূঢ় পদার্থ। ইহা জীবনের উপরিভাগে কখনও লক্ষিত হয় না। ইহার সারাংশ অতি গূঢ় স্থানে নিহিত। বৃক্ষের সঙ্গে ভূমির যেমন সম্পর্ক, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। বৃক্ষের মূল ভূমিতে, আত্মার জীবন ব্রহ্ম। আবার যখন ধর্ম্ম-জীবনে ফল ফুল প্রসূত হয় তখন আত্মা দয়াব্রত গ্রহণ করিয়া চারিদিকে দুঃখ

শোকতপ্ত ব্যক্তিদিগের উপর ছায়া দান করে; তখনই জন-সমাজে সেই সাধু আত্মার আদর হয়। কিন্তু যথার্থতঃ আত্মার জীবন, বল, আনন্দ, উৎসাহ, প্রত্যাদেশ, শাস্ত্র, সকলই ব্রহ্মের মধ্যে। এই গূঢ় কথা অবিশ্বাসী জগতে বুঝিতে পারে না। জীবাত্মার জ্ঞান, প্রাণ, প্রেম, আনন্দ, পবিত্রতা, পরিত্রাণ সকলই ঈশ্বরের মধ্যে। বাহ্যিক উপাসনার আড়ম্বর করিয়া মনুষ্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারি; কিন্তু ব্রাহ্মগণ, অন্তরে যদি তোমাদের ব্রহ্মানুরাগ না থাকে, সেই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরকে কিরূপে প্রবঞ্চনা করিবে? আত্মা যদি ব্রহ্মে বদ্ধমূল না হইয়া থাকে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেহই জীবনকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে না। এইজন্যই দেখিতে পাই, পরীক্ষার সময় শত শত ব্রাহ্মের মৃত্যু হয়। কেহ মানে স্ফীত, কেহ অপমানে অবসন্ন, কেহ নিরুৎসাহ, কেহ শুষ্ক, কেহ বিষয়াসক্ত, এবং কেহ নাস্তিক এবং জঘন্যচরিত্র—ইহারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বরের প্রতি গভীর এবং অচলা ভক্তির অভাবই এই সমুদয় বিভ্রাটের কারণ। এক প্রকার বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বরের দ্বারা পৃথিবীর সাধুদিগের মধ্যে গণ্য হওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। যে অবস্থায় ঈশ্বরের চক্ষে হৃদয় অভক্ত, তাহা নিতান্ত ভয়ানক অবস্থা। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমাদের হৃদয় যথার্থই পরিত্রাণ এবং ঈশ্বরকে চায়, না পৃথিবীর কোন বস্তু কিম্বা কোন ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে।

ভক্ত সাধকের হৃদয়ে যে সুন্দর রাজ্য প্রকাশিত হয়। তিনি যেমন ঈশ্বরের অরূপ রূপ-মাধুর্য্য এবং পুত্র কন্যাদিগের দ্বারা বেষ্টিত তাঁহার

প্রেম-নিকেতন-রূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন, অল্প বিশ্বাসী ব্রাহ্মেরা সেই শোভা দেখিতে পায় না, তাহারা বাহিরে অন্তরে সর্ব্বত্র অন্ধকার দেখে। সংসার ভিন্ন তাহারা আর কিছুই চিনে না, সংসারের অতীত কোন বস্তু আছে ইহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। সংসারকে ছাড়িলে তাহারা আপনাদিগকে একেবারে অসহায় মনে করে, বাহিরের পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব এবং সুখ সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অন্তরে তাহারা কোন সুখের কারণই দেখিতে পায় না। ভক্ত সাধকের অবস্থা সেরূপ নহে। নিমীলিত নয়নে তিনি অন্ধকার দেখেন না। কিন্তু বহির্জগৎ হইতে দৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিলেই তিনি এক নূতন রাজ্য দেখিতে পান। আমরা যেমন ভ্রমণ করিতে করিতে বিবিধ নগর ও গ্রাম, নদ, নদী, উদ্যান এবং অট্টালিকা প্রভৃতি দর্শন করি, তিনিও তেমনি তাহার আন্তরিক সহরের মধ্যে প্রেম-সরোবর ভক্তি-উদ্যান, দয়া-স্রোতস্বতী এবং উপাসনামন্দির দেখিতে পান। যদি আত্মার মধ্যে এ সকল না দেখিতে পাই তবে নিশ্চয় জানিব যে আমি ঘোর অবিশ্বাসী। যদি ভক্তি থাকে চক্ষু নিমীলন করিবা মাত্র এমন একটী সুন্দর সম্পূর্ণ রাজ্য দেখিতে পাইব, যাহার নিকট এই রাজধানী নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মদের বর্ত্তমান জীবনে কি সেই রাজ্য অনুভূত হয় এবং তাহা দেখিয়া কি অন্তরে তেমন আনন্দ হয়? দশ ক্রোশ প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ভ্রমণের পর জল পান করিলে যেমন প্রাণ শীতল হয়, সপ্তাহান্তে একবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিলে কি আমাদের মনে তেমনই তৃপ্তি হয়? এখানে কর্ত্তব্য জ্ঞানের কথা বলিতেছি না। হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল ব্রহ্মকে লইয়া বসিলে শান্তি হয় কি না, তাহাই আমার

জিজ্ঞাস্থ। বহুদিনের পর বিদেশ হইতে আগত বন্ধুকে দেখিলে যেমন আনন্দ হয় ব্রহ্ম দর্শনে কি আমাদের তেমন আনন্দ হয়? সংক্ষেপতঃ সংসারে যেমন সুখ পাওয়া যায় ধর্ম্মে কি আমরা তেমন সুখ পাই? সহরে বেড়াইলে যেমন চারিদিকে সুখের সামগ্রী দেখি এবং সকল পদার্থকেই যথার্থ মনে করি, কখনও কল্পনার রাজ্য বলিয়া বোধ হয় না, চক্ষু নিমীলিত করিলে ধর্ম্ম-রাজ্যেও কি ঠিক সেইরূপ সৎপদার্থ দেখিতে পাই? সেখানেও কি ভক্তি-বৃক্ষ প্রেম-নদী এবং উপাসনা-মন্দির দেখিতে পাই?

অনেক ব্রাহ্ম চক্ষু মুদিত করিলেই দশদিক অন্ধকার দেখেন, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা সেই রাজাধিরাজের সহর দেখিতে পান তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্ম। হৃদয়ের মধ্যে যদি সহর দেখা না যায়, সেখানে প্রেম-নদী প্রবাহিত না হয়, ভক্তি-বৃক্ষ বর্দ্ধিত না হয়, তবে অনেক সঙ্গীত এবং অনেক বক্তৃতা করিয়া কি হইবে? হৃদয়ের মধ্যে যদি পরকালের সম্বল হয়, তখন স্ত্রী পুত্র শত্রু না হইয়া:পরস্পর ধর্ম্ম পথের সহায় হন। যতদিন শত্রুর ন্যায় কলুষিত ভাবে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে দেখিবে, ততদিন যতই কেন ধর্ম্মাড়ম্বর কর না, সহস্র সহস্র প্রার্থনা, সহস্র সহস্র সঙ্গীত এবং সহস্র সহস্র সাধু-সঙ্গ কর না কেন, নিশ্চয় জানিও হৃদয়ে ব্রহ্মানুরাগ সমুদিত হয় নাই; কিন্তু তাহার গূঢ়তম দেশে অপবিত্র সুখভোগের লালসা পোষিত হইতেছে। যখন হৃদয় ব্রহ্মানুরাগী হইবে, তখন দেখিবে সংসার ধর্ম্ম সাধনের একটী সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র। স্ত্রী পুত্র কখনই ধর্ম্ম পথের কণ্টক হইতে পারে না। ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ, তোমাদের মুখে যেন এই কথা শুনিতে পাই, তোমরা ব্রহ্মমন্দিরে যাঁহার পূজা কর, তাঁহার

আজ্ঞাতে সংসারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী পুত্র স্বামীদিগের মধ্যে তাঁহাকেই দর্শন কর, এবং তাঁহার দয়ায় তাঁহারই কার্য্য সাধন করিবার জন্য সংসারে অবস্থিতি কর। ইহাই অভ্রান্ত সত্য যে যতই সংসার মধ্যে তোমরা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবে, ততই তোমাদের পরিত্রাণ সহজ হইবে। ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া যতটুকু ধর্ম্ম সঞ্চয় করি, স্ত্রীর কাছে বসিলে সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই জঘন্য গর্হিত কথা যেন আর কাহারও মুখ হইতে শুনিতে না হয়। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বসিলে ঈশ্বরের কোমলতা, এবং তাঁহার মধুময় স্নেহের আস্বাদ পাও, তোমাদের প্রতিজনের মুখে যেন এই শুভ সংবাদ শুনিয়া কৃতার্থ হই। নারী জাতির মধ্যে দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার মধুর স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, ইহা যেন তোমাদের মধ্যে সত্য কথা হয়। তোমাদের সংসার ধর্ম্মের সংসার হউক। ব্রাহ্মদিগের সংসার আর কতকাল অধর্ম্মের সংসার থাকিবে? জয় দয়াময়, জয় করুণার সাগর, তুমি ব্রাহ্মদিগের সংসারের রাজা হও। ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তোমার পুণ্য-কিরণ প্রকাশ কর। ব্রাহ্ম পরিবার তোমার পবিত্র সিংহাসন হউক। তুমি জান, যতই জগতে ব্রাহ্ম পরিবার সঙ্গঠিত হইবে, ততই সত্যরূপে তোমার ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইবে এবং ততই সংসারের বিকৃত ভাব বিদূরিত হইবে।

তিনটী প্রশ্নের মীমাংসা।

সায়ংকাল, রবিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
৯ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

নিদ্রিত ব্রাহ্মগণ! জাগ্রত হও, চক্ষু খুলিয়া একবার দেখ, কোথায় আসিয়াছ, এবং যাত্রী হইয়া কোথায় যাইতেছ। যথার্থই কি তোমরা দৃঢ়রূপে এই কথা বলিতে পার, যে পথ ধরিয়াছ দক্ষিণে কিম্বা বামে বিচলিত না হইলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে পাইবে? যে পথে দিন দিন মাসের পর মাস, এবং বৎসরের পর বৎসর, অগ্রসর হইতেছ, এই পথে চলিলে অবশেষে নিশ্চয়ই গম্য স্থানে উপস্থিত হইবে, ইহাতে কি তোমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে? তোমরা সরল মনে কি এই কথা স্বীকার করিতে পার যে, এ বিষয়ে কখনও তোমাদের মনে সংশয়, কল্পনা, কিম্বা অবিশ্বাসের উদয় হয় না? এতকাল ব্রহ্মোপাসনা করিতেছ; কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে যতটুকু জানিয়াছ, তাহা নিশ্চয় সত্য, তাহাতে ভ্রম, কল্পনা আসিতে পারে না, সাহস করিয়া কি তোমরা এই কথা বলিতে পার? বহুদিন হইতে ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিয়া পরিবার সাধন করিতেছ; কিন্তু যে সকল ভাই ভগ্নীদিগকে প্রেম দিয়াছ তাহা কি যথার্থই অকৃত্রিম? অনেক বৎসর হইতে তোমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছ; কিন্তু নিশ্চয়রূপে তোমরা কি ইহা স্বীকার করিতে পার যে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিয়া এতকাল তোমরা তাঁহারই দাসত্ব করিতেছ? এই তিনটী প্রশ্ন কি সময়ে সময়ে তোমাদের মনে আন্দোলিত হয় না? জীবিতাবস্থায় যিনি এ সকল গভীর প্রশ্নের মীমাংসা না করেন, নিতান্ত শোচনীয় তাঁহার

অবস্থা। শেষ দিন মৃত্যুশয্যায় ঘোর অনুতাপ-অগ্নিতে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইবে। তখন হৃদয় আপনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে, "কি জন্ত আসিয়াছিলাম? পৃথিবীতে কি করিলাম?" অতএব, জিজ্ঞাসা করি ভ্রাতৃগণ, ভগ্নিগণ, সংসারে আসিয়া তোমরা কি স্বর্গরাজ্য, শান্তিধাম দেখিতে পাইয়াছ? ঈশ্বর-উপাসনা ভিন্ন আর কিছুতেই প্রকৃত সুখ শান্তি নাই, ইহা কি দৃঢ়রূপে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে? ইহাতে যদি অণুমাত্র সন্দেহ থাকে তবে তোমাদের পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। অতএব সাবধান হইয়া জীবনের মূলদেশ বিশুদ্ধ কর, অটল সত্যের ভূমি অবলম্বন কর, বিপদের তরঙ্গ, অবিশ্বাসের তরঙ্গ আর তোমাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।

যিনি অহঙ্কার-শূন্য হইয়া সরলভাবে এই কথা বলিতে পারেন, ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন যে আমার শান্তি নাই, ইহাতে আমি নিঃসংশয় হইয়াছি এবং এজন্যই আমি তাঁহার উপাসনা ছাড়িতে পারি না, তিনিই যথার্থ সাধক। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ স্থিরতা অতি বিরল। কাল তাঁহারা যে উপাসনাকে সুখ শান্তির একমাত্র কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আজ তাঁহারা সেই উপাসনাকে মিথ্যা, কল্পনার ব্যাপার বলিয়া মনে মনে উপহাস করেন। কাল যে সমুদয় ভাই ভগ্নীদিগকে কত যত্ন এবং কত শ্রদ্ধা করিয়া প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়াছিলেন, আজ অক্লেশে সেই হৃদয়ের পুত্তলদিগকে বিনাশ করিলেন, এবং কাল যাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত পালন করিয়াছেন, আজ তাহা ভ্রম এবং দুর্ব্বুদ্ধি বলিয়া পরিহাস করিতেছেন। কবে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই অস্থিরতা দূর হইবে? কবে ঈশ্বরের প্রতি যেমন তোমাদের বিশ্বাস অটল হইবে, তাঁহার

আদেশকেও তোমরা সেইরূপ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে? এবং কবে তোমাদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন হইবে? এই তিন বিষয়ে যদি এখনও তোমাদের স্থিরতা না হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি কখন দূর হইবে? চল্লিশ বৎসর পরেও যদি ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মজীবন যদি এরূপ চঞ্চল থাকে, তবে যে মৃত্যুর সময় ভয়ানক বিপদ।

তোমাদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং অস্থির ভাব দেখিয়া কোন মতেই আশা হয় না যে, তোমরা অচিরে প্রেমধাম দেখিতে পাইবে। মুখে যাহাদিগকে বন্ধু বলিতেছ, হৃদয় তাহাদিগকে বন্ধু বলিতে দেয় না। আবার যাঁহাদিগকে না জানিয়া মন প্রাণ দিয়াছ যাই তাঁহাদের চরিত্রের কোন দোষ দেখিতে পাও তখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ। যদি পরিবার বন্ধন করিতে চাও তবে ঈশ্বরকে এক দিকে রাখিয়া বন্ধুদিগকে বাছিয়া লও, এবং শত্রুদিগকে দূর কর। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে আনিয়া দিবেন তাঁহাদের মুখে যদি পিতার প্রেম দেখিতে না পাও, তবে সকলই বৃথা। তোমাদের শত্রু কে? দীন দুঃখী, দুর্ব্বল পাপিষ্ঠ—ইহাদিগকে কি তোমরা পরিত্যাগ করিতে পার? অসহায় হইয়া যাহারা ঈশ্বরের শান্তিধামে যাইবার জন্য তোমাদের শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে কি তোমরা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে? তাহাদের সামান্য দোষ, এবং সামান্য ত্রুটি যদি ক্ষমা করিতে না পার, তবে কিরূপে পরিবার সাধন করিবে? বিষয়ীদিগের ন্যায় তোমরাও কি—যাহারা তোমাদের কোন প্রকার সুযোগ করিয়া দেয়—কেবল তাহাদেরই বশীভূত থাকিবে; কিন্তু যাহারা তোমাদের নিকট পরিত্রাণ পথে সাহায্য প্রার্থনা করে

তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে? বন্ধুতা বিস্তার সম্পর্কে যদি সংসারী এবং তোমাদের কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব কি? বিষয়ীরা যেমন সাংসারিক কোন সুবিধা কিম্বা উপকার না দেখিলে চির-পরিচিত পরীক্ষিত বন্ধুকে পরিত্যাগ করে, তোমরাও ঠিক যদি সেইরূপ পুরাতন বন্ধুদিগকে দূর কর, তবে বিষয়াসক্তি এবং ধর্ম্মসাধনে প্রভেদ কি? এই মন্দিরে আসিয়া যাঁহাদের সঙ্গে এতকাল উপাসনা করিলে, তাঁহাদিগকে যদি বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে না পার, তবে একত্রে উপাসনায় লাভ কি?

ব্রহ্মমন্দির যেমন উপাসনা স্থান, তেমনই ইহা একটী বাজার, এখানে সত্য অসত্য, যথার্থ, কৃত্রিম, শত্রু মিত্রকে বাছিয়া লইতে পারি। যদি এখানকার সঙ্গীত উপাসনা, এবং উপদেশ অসত্য এবং ভ্রমপূর্ণ হয়, এখানকার ঈশ্বর যদি যথার্থ ঈশ্বর না হন তবে এই মন্দির পরিত্যাগ কর। যেখানে অসত্য সেখানে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? যেখানকার লোকদের জ্ঞান, প্রেম এবং সাধুতা নাই সেখানে থাকিয়া ফল কি? কিন্তু এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী, যদি জ্ঞানবান্ প্রেমিক এবং সচ্চরিত্র না হন, তবে ভারতবর্ষে কিরূপে প্রেম-রাজ্য স্থাপিত হইবে? যে মন্দিরে আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া প্রতি সপ্তাহে দীনবন্ধুর পূজা অর্চ্চনা করি, যেখানে সকল বিবাদ বিসম্বাদ চূর্ণ হইয়াছে, যেখানে কেবলই পবিত্র প্রেম এবং পবিত্র ধর্ম্মের যোগ, সেখানে যদি ঈশ্বরের প্রেম-রাজ্য সংস্থাপন না হয় তবে সংসার মধ্যে যেখানে চিরবিরোধ সেখানে কিরূপে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজে যদি স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত না হয়, তবে জগৎ কাহাদের

দ্বারা পবিত্র হইবে? ব্রাহ্মগণ! তোমরা যাঁহাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর, তোমাদের মুখ দেবতার ন্যায় হইয়া যাঁহাদের প্রতি অতি উচ্চ প্রেম ভাব প্রকাশ করে তোমাদের হৃদয় কি বাস্তবিক তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত? তোমাদের অপেক্ষা যখন তাঁহাদিগকে অধিক সৌভাগ্যশালী দেখ, তখন কি তাঁহাদের প্রতি হিংসা হয় না, কিম্বা যখন তাঁহাদিগের কোন গুরুতর দোষ দেখ, তখন কি তাঁহাদের প্রতি ঘৃণার উদয় হয় না? যদি ভ্রাতার প্রতি অন্তরে ঘৃণা এবং ঈর্ষার উদয় হয়, তবে তোমাদের মধ্যে সেই স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব কোথায়?

তোমাদের প্রেম যদি অসার এবং অযথার্থ হয় তবে প্রেম ব্রাহ্ম-সমাজে নাই। তবে বিশ্বাস কর নিঃস্বার্থ প্রেম এখনও স্বর্গে গোপন রহিয়াছে। স্বর্গের প্রেম দোষ গুণ বিচার করে না; কিন্তু দোষ গুণ নির্ব্বিশেষে ভাই ভগ্নীদিগকে আলিঙ্গন করে। যাঁহারা ঈশ্বরকে ধরিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যকেও নিঃস্বার্থ ভাবে ধারণ করেন। তাঁহারা জানেন, মনুষ্য দুর্ব্বল, পরিমিত, তাহার অনেক দোষ আছে; কিন্তু তথাপি তিনি ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁহার অনন্ত স্নেহের আধার। সুতরাং, শত দোষ দেখিলেও অপরাধী ভাইকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের প্রকৃতি জানিয়া তাঁহারা মনুষ্যকে ভালবাসেন, সুতরাং কখনই তাঁহারা প্রতারিত হইবার নহেন। আমরা জানি যে, ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ, সুতরাং আমাদের মন নিতান্ত বিকৃত, এবং শুষ্ক হইলেও বলিতে পারি না যে, ঈশ্বর কলঙ্কিত নিষ্ঠুর এবং নীরস দেবতা। আমাদের এই জ্ঞান যতই গাঢ় হয় ঈশ্বরের সঙ্গে ততই গূঢ়তর সুমিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেইরূপ যখন আমরা জানি, যে সকল মনুষ্যকে আমরা ভালবাসি তাঁহাদের কেহই পূর্ণ

নহেন, প্রত্যেকের কোন না কোন ক্রটি থাকিতে পারে, সুতরাং সেই ক্রটি প্রকাশ পাইলে, সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা না করিয়া যাহাতে তিনি সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন আমাদের তাহাই যত্ন করা বিধেয়। কিন্তু তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের মধ্যে যেরূপ অস্থিরতা তাহা দেখিলে বোধ হয় না যে, কখনও তোমরা অবিচলিত ভাবে সেই প্রেম সাধন করিতে পারিবে।

যখন পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর সম্পর্কেই তোমাদের মত এবং বিশ্বাস বিচলিত হয়, তখন চঞ্চলচিত্ত মনুষ্যদিগকে যে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অটলভাবে ভালবাসিতে পারিবে, কে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছ, প্রত্যক্ষ ভাবে যাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া জীবনে পালন না করিলে হৃদয় পবিত্র হয় না, যিনি পরকালের একমাত্র সম্বল এবং পরিত্রাণ পথের একমাত্র নেতা, তাঁহাতেই যখন তোমাদের অচলা ভক্তি নাই, তখন পৃথিবীর মনুষ্যদিগের মধ্যে যে, তোমরা গভীর অটল প্রেম-রাজ্য স্থাপন করিবে, কোন মতেই ইহা আশা করিতে পারি না; ঈশ্বরের প্রেম-রাজ্য স্থাপন করা অস্থির ব্যক্তির কার্য্য নহে। প্রদীপের ন্যায় যদি ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস, প্রেম, প্রত্যেক বায়ু-হিল্লোলে আন্দোলিত হয়, তবে আর ব্রাহ্মধর্ম্মের কি হইল? যাঁহারা যথার্থ ব্রাহ্ম, তাঁহাদের বিশ্বাস হিমালয়ের ন্যায় অটল এবং বদ্ধমূল, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রেম সূর্য্যের ন্যায় অখণ্ড, কখনও তাহার নির্ব্বাণ নাই; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহা পাপী জগতে সতেজ এবং সরস কিরণ বর্ষণ করে। তাঁহাদের অন্তরে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসরূপ

অন্ধকার আসিতে পারে না। কল্য যাঁহাকে তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়াছেন আজ তাঁহারা তাঁহাকে নিজের মনের ভাব কিম্বা কল্পনা বলিতে পারেন না ; কল্য যাহা তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াছেন, আজ তাহাকে তাঁহারা ভ্রম বলিতে পারেন না ; এবং কল্য যাঁহাকে তাঁহারা বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, আজ তাঁহারা শত্রু বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে পারেন না। সেই পুরাতন বন্ধু তাঁহাদের চিহ্নিত ঈশ্বরকে যেমন তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না, সেইরূপ ঈশ্বর-চিহ্নিত ভাই ভগ্নীদিগকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

তাঁহারা জানেন, যে সকল ভাই ভগ্নীদিগকে তাঁহারা ভালবাসেন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের প্রেরয়িতা, এবং তাঁহাদের মধ্যে "ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্যা" যতদিন এই চিহ্ন দেখিতে পান, ততদিন পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয়, বিবাদ, বিসম্বাদ অসম্ভব। তাঁহাদের যে মত তাহা ঈশ্বর-চিহ্নিত মত ; তাঁহারা যে আদেশ লাভ করেন তাহা ঈশ্বর-চিহ্নিত আদেশ। ঈশ্বরের আদেশপত্রই তাঁহাদের জীবনের নেতা। যদি পৃথিবীর পঞ্চাশ সহস্র লোক খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতিকূল হয়, এবং তাঁহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড করে, নির্ভয়ে তাঁহারা ঈশ্বরের সত্য এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবার জন্য নিজের রক্ত দান করেন। মৃত্যুভয়ে কদাপি ঈশ্বরের সত্য লোপ করিয়া মনুষ্যের হইতে পারেন না। প্রফুল্ল চিত্তে পঞ্চাশ বৎসরের প্রাণ দান করিয়া অনন্ত জীবনের আস্বাদ উপভোগ করেন। ব্রাহ্মগণ! যদি সুখী হইতে চাও, রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, সকল অবস্থায়, ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ কর, এবং সেই সত্য পালন করিয়া জীবন পবিত্র কর। জগৎ তাঁহার কি করিতে পারে, যিনি বলেন "সত্য, চিরদিনই সত্য।"

বিশ্বাসেই ধার্ম্মিকের বীরত্ব। হয় বল ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা, তাঁহার আদেশ মিথ্যা। এই ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা ধূর্ত্ত, উপাসনা কপটতা; নতুবা বল এই মন্দিরেই আমাদের স্বর্গরাজ্য। এখানে ব্রহ্ম স্বয়ং আমাদের গুরু। এখানকার উপাসকমণ্ডলী আমাদের অনন্তকালের ভাই ভগ্নী। আশ্চর্য্য এবং ধন্য সেই জীবন যাহা অসত্যকে পদাঘাত করিয়া এইরূপ পূর্ণ সত্য এবং সার নিত্য সত্য সাধন করে।

বিশ্বাসমূলক প্রেম।

রবিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক; ৩০শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে সকল অনৈক্য এবং বিরোধ হইতেছে, অবিশ্বাসই তাহার প্রধান কারণ। অবিশ্বাস হইতেই আমাদের এত দোষ, এত অকল্যাণ, এত অপবিত্রতা। নানাবিধ নূতন প্রকার দোষ যে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহার মূলে অবিশ্বাস। অন্যান্য শত্রু দেখা দিয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে, কিন্তু অবিশ্বাস শত্রু এমনই নিগূঢ়ভাবে আত্মাকে আক্রমণ করে যে প্রথমতঃ তাহা দেখা যায় না; সুতরাং এই মহাব্যাধি যখন অন্তরে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ প্রায় সকলেই তাহার প্রতি উদাসীন থাকি। অন্যান্য রোগের লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, যাহার অন্তরে প্রেম কিম্বা ভক্তি নাই তাহার মুখ, চক্ষু দেখিলেই তাহা জানা যায়। কার্য্যগত দোষ বাহ্যিক লক্ষণেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু অবিশ্বাস রোগ কিরূপে জানিবে? ইহা এমনই দুর্লক্ষ্যভাবে আত্মাতে প্রবিষ্ট হয় যে, স্বয়ং অবিশ্বাসীও প্রথমতঃ তাহা টের পায় না। সে মনে করে তাহার অন্তরে কোন

পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং এই কল্পনাতে অনায়াসে নিদ্রা যায়; কিন্তু যখন অবিশ্বাস পরিপক্ক হয়, তখনই জানিতে পারে বিশ্বাসীর সঙ্গে তাহার কতদুর প্রভেদ হইয়াছে। ভক্তির অল্পতা ও চরিত্র দূষিত হইয়া পড়িলে, তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়; কিন্তু আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, ইহা সহজে মানিতে পারি না। অবিশ্বাসীর দ্বারা কি না কৃত হয়? তখন অবিশ্বাসীর চক্ষু অন্ধ এবং ক্রমে ক্রমে আত্মা অচেতন হয়, কুপথগামী হইলেও তাহা বুঝিতে পারে না। এইজন্য বারবার বলিতেছি, তোমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। সাবধান, অবিশ্বাস যেন তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু আমি দেখিতেছি এখনই তোমাদের মধ্যে নানা প্রকার অবিশ্বাস আসিয়াছে। যখন দেখিতেছি পাঁচ দিন পূর্ব্বে তোমরা যাহা বিশ্বাস করিতে এখন আর তাহাতে বিশ্বাস নাই, তখন তোমাদিগকে বিশেষরূপে সাবধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। যাঁহারা ক্রমে ক্রমে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে এতদুর হীনাবস্থ হইয়াছেন যে, ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাসকে ভ্রম বলিয়া উপহাস করেন এবং তথাপি স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে তাঁহাদের মন বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে।

ঈশ্বরকে তাঁহারা মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না, কেন না, তাঁহাদের জ্ঞানালোকে—ঈশ্বর যে জগৎ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাতে সহস্র প্রকার অমঙ্গল দেখিতে পান। পূর্ব্বে তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়া কত আনন্দিত হইতেন, এখন তাঁহাদের জ্ঞান-নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সুতরাং বুঝিতে পারিয়াছেন, সে সমস্ত ভক্তির ব্যাপার কল্পনা, কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতা। ঐ সমস্ত ভক্তি-কাণ্ড অনুষ্ঠান করিয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিলে জ্ঞান ও সভ্যতার অমর্য্যাদা করা হয়, এইরূপ

যাহাদের মত তাহাদের দ্বারা শীঘ্রই যে সমাজ কলুষিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এ সকল লোক ব্রাহ্মসমাজের জঞ্জাল। যাহারা অপরের এবং ভিন্ন দেশীয় মতে স্রোত-নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়, তাহারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মনামের অনুপযুক্ত। তাহাদের স্বার্থপর হৃদয়ে স্বর্গের ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। কেন না ধর্ম্মের নামে তাহাদের হৃদয় পৃথিবীর সুখ অন্বেষণ করে। কোন বিশেষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পৃথিবীতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুখী হইব এই প্রকার যাহাদের গূঢ় অভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে কদাচ প্রকৃত বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে অচলা ভক্তির উদয় হইতে পারে না। অতএব যখন দেখিতে পাও ব্রাহ্মদিগের উপাসনার ভাব আর তেমন সতেজ নাই, সঙ্গীতের তেমন প্রাদুর্ভাব নাই, কোন ব্রাহ্মের মুখ দিয়া আর প্রার্থনা কিম্বা সঙ্গীত বাহির হয় না, তখন তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিও "ভাই, সাবধান, তোমার বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর যে প্রেমময় তাহা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, তোমার যে কেবল ভক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু বিশ্বাসেরও অল্পতা হইয়াছে।"

ঈশ্বর জ্ঞানময়, ঈশ্বর পবিত্র ইহা মানিতে পারি, অথচ অন্তরে ভক্তি নাই, কিন্তু যখন তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস করি তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি হইবেই হইবে। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করিল না; মনে করিলাম, তিনি নীরস শুষ্ক, পাপীর দুঃখ দূর করিবার জন্য কিছুই করেন না। কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথচ তাঁহার ভক্তি-স্রোত শুষ্ক হইতেছে, ইহা কথনই মানিতে পারি না। ব্রাহ্মগণ! বিশ্বাসী হও, ঈশ্বর তোমাদিগকে দয়া করেন, ইহা বিশ্বাস কর, যদি

অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে, দেখিবে পিতা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাইবে। পূর্ব্বে দুই ঘণ্টা উপাসনা করিয়াছ, সঙ্গীতের পর সঙ্গীত করিয়াছ, কিন্তু এখন যত অধিক সঙ্গীত হয় তত কষ্ট হয়; সঙ্গীত করিলে যে মন ভাল হয় তাহাতে আর বিশ্বাস নাই, অধিকক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে বসিলে গাঢ় আনন্দ রসে মন পবিত্র হয়, ইহা আর বিশ্বাস করিতে পার না। এজন্যই ব্রাহ্মসমাজের এরূপ দুর্গতি। বিশ্বাস না থাকিলে চরিত্র পর্য্যন্ত দূষিত হয়। বিশ্বাসের কিছুমাত্র শৈথিল্য নাই, বিশ্বাস পূর্ণ আছে, অথচ কেমন প্রলোভনে পড়িলাম, পাপ সাগরে ডুবিলাম, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না; কেন না বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে তবে কি চরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে? ঈশ্বরকে সম্মুখে দেখিয়া কোন্ পাপীর সাধ্য যে তাঁহার একটী আদেশ লঙ্ঘন করে? যখন ঈশ্বরকে রাজা বলিয়া মানে না, তিনি কাছে আছেন ইহা স্বীকার করে না, তখনই দেখিতে পাই অনেক সাধু যুবাও অসচ্চরিত্র হইয়া যায়। তখনই নর নারীর পবিত্র সম্বন্ধ কলুষিত হয়। তখন দেখিতে পাই ঘোর অবিশ্বাস অন্ধকার সকলকে আচ্ছন্ন করে। ইহা যেমন সমাজ সম্বন্ধে, ব্যক্তি সম্পর্কেও ইহা তেমনই সত্য।

বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে কেহই অভক্ত এবং দুশ্চরিত্র হইতে পারে না। আত্মা যদি সর্ব্বদাই বিশ্বাস কবচে আবৃত থাকে, পৃথিবীর পাপ কখনই তাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। বিশ্বাস ভিন্ন পবিত্রতা থাকে না, বিশ্বাস ভিন্ন পরিত্রাণ নাই। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় তোমাদের বিশ্বাস আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখ। এক ঈশ্বরকে মানিয়া পরলোকে বিশ্বাস করিলেই ব্রাহ্ম হওয়া হইল

না; কিন্তু উপাসনার সময় পূর্ব্বে তাঁহাকে কিরূপ দেখিতাম, এখন তাঁহাকে কেমন দেখি, তাহা তুলনা করিতে হইবে এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ভাবে দেখিতে পাই কি না তাহা জানিতে হইবে। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে যদি আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া পবিত্র নয়নে ভালবাসিতে না পারি, তাঁহাদের প্রতি যদি ঈশ্বরের সন্তানের ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারি, তবে উপাসনা ও বক্তৃতার আড়ম্বর কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি পবিত্র ভ্রাতৃভাব না থাকে সকলই বৃথা। জীবে যদি দয়া না থাকিল তবে নিশ্চয় জানিবে বিশ্বাস-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। মূলে বিশ্বাস থাকিলে কার্য্যেতেও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পাইবে। এ সমুদয় গভীর কথা আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। বিশ্বাস থাকিলে কাহারও প্রতি অসদ্ভাব থাকিতে পারে না। ভাইদের সমক্ষে রাখিয়া বল দেখি তাঁহাদিগকে সহোদরের মত দেখ কি না। ভগ্নীদিগকে দাঁড় করিয়া বল দেখি ইহাঁরা আমাদের ভগ্নী। যদি নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া চিনিতে পার, ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পার, তাঁহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার অসম্ভব।

যদি বল আমরা তাঁহাদিগকে ভাই ভগ্নী বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু আমাদের মন এমনই দুর্দ্দান্ত কোন মতেই আমরা তাঁহাদের প্রতি পিতার স্বর্গীয় পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে পারি না, ইহা মিথ্যা কথা। এই মিথ্যা-কথা-রূপ শত্রুকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে আগে ভ্রাতৃভাব কি, শিক্ষা করিতে হইবে। ভ্রাতৃভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, ঈশ্বরের প্রেম পরিবার সাধন করিয়া

তাঁহার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। যে পরিমাণে ব্রাহ্মদিগকে ভাই এবং ব্রাহ্মিকাদিগকে ভগ্নী বলিয়া জানিবে, সেই পরিমাণে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই সম্পর্কে এখনও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গভীর অভাব আছে, কি ভাবে দেখিলে ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব দৃঢ় হয়, সেই জ্ঞান এবং সেই ভাব সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এখনও অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। যখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত অপ্রণয় এবং এত শুষ্কতা দেখিতেছি তখন নিশ্চয়ই মূল দেশে অবিশ্বাস, মতের ভিন্নতা এবং ভাবের অস্থিরতা আছে। গভীর মূল স্থানে যদি মিল না হয়, একত্রে দুটী সঙ্গীত করিলে কি হইবে? আমাদের মধ্যে স্থায়ী বিশ্বাসসম্ভূত প্রণয় চাই।

যদি ঈশ্বরকে "সত্যং শিবং সুন্দরং" বলিয়া অন্তরে গভীর বিশ্বাস না থাকে, তবে প্রতি রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিলে কি হইবে? সেই পুরাকালের ঋষিদের মহাবাক্য "সত্যং" বলিলে যদি হৃদয় শূন্য থাকে, তবে আর কিরূপে আমাদের মধ্যে মিল হইবে? কেবলই বিশ্বাস ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, অনুকরণে কেবল বিড়ম্বনা। পাঁচ জন উন্নত হৃদয় হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ ধ্যান করিতে বসিলেন, অন্যেরা তাহা দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিল, কিন্তু কিছুই দেখিল না, স্বর্গের চন্দ্র সূর্য্য কোথায়, স্বর্গীয় বস্তু কি, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না; সুতরাং তাহাদের অবিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল। কিন্তু যাঁহাদের অন্তর ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, যাঁহারা 'ঈশ্বর আছেন' ইহা নিশ্চয়-রূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যখন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া বসিবেন, তখন দেখিবে আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল হইবে। যাই 'সত্যং' এই কথা বলা

হইবে, তখন শত শত হৃদয় জাগ্রত হইয়া, এই বাক্যের ভাব উদ্দীপ্ত করিবে ; যাই 'জ্ঞানং' বলা হইবে, তখন সহস্র হৃদয় একবাক্য হইয়া, ইহার সত্যতার অটল প্রমাণ দান করিবে ; 'শুদ্ধং' যখন উচ্চারিত হইবে, কোটী কোটী হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এই বাক্য জীবন্ত ভাবে প্রতিধ্বনিত হইবে। তখন বুঝিবে ভ্রাতৃভাব, ভগিনীভাব কেমন মধুর !

মূলে আমাদের মিল নাই, হৃদয় আমাদের অবিশ্বাসী এজন্যই আমাদের মধ্যে এত কঠোরতা এবং এত অপবিত্রতা। বিশ্বাসের যদি যোগ থাকিত আমাদের সামাজিক উপাসনা, সমস্বরে আরাধনা, সমস্বরে প্রার্থনা দেখিয়া পাপী জগৎ কম্পিত হইত, চমৎকৃত হইয়া এতদিনে সমুদয় নর নারী পিতার উপাসনা প্রণালী গ্রহণ করিত। আমরা আপনারাই অবিশ্বাসী। যখন 'কাল আপনি' এবং 'আজ আপনি' আমাদের এই দুয়ের মধ্যেই বিরোধ ; যখন কাল যাহা বিশ্বাস করিয়াছি, আজ তাহাকে ভ্রম বলিয়া পরিহাস করি ; তখন জগৎ কেন আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে ? যাহাদের মধ্যে এত চঞ্চলতা, যাহাদের বিশ্বাস দিনে দিনে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাদের উপর কে নির্ভর করিবে ? অতএব ব্রাহ্মগণ ! তোমরা আপনাদিগকে বিশ্বাস কর, কাল যাহা বিশ্বাস করিয়াছ, আজ তাহা অবিশ্বাস করিও না, দেখিবে জগৎ তোমাদিগকে মানিবে। পুরাতন বিশ্বাস ভক্তিকে যদি তোমরা কল্পনা বল, জগৎ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে উপহাস করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়া সকলের অগ্রগণ্য হইয়াছ, এই গুরুতর ভার স্মরণ করিয়া অটল বিশ্বাস ভূমির উপর দণ্ডায়মান হও। তোমরা যদি আপনারা বিশ্বাসী না হও, কে তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে ?

বিশ্বাস হৃদয়ের পরশমণি, বিশ্বাসে লৌহময়-কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া ভক্তির আধার হইবে। বিশ্বাসে দুর্গন্ধময় চিত্ত শুদ্ধ হইবে। বিশ্বাসে ঈশ্বরকে পাইবে। বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য দিন দিন নিকট হইবে। বিশ্বাস অনলে ব্রাহ্মসমাজের সকল পাপ ভস্মীভূত হইবে। এখন যে আমাদের মধ্যে এত অনৈক্য ও বিরোধ দেখিতেছ, বিশ্বাসের আলোকে সমুদয় তিরোহিত হইবে।

জীবনপথের পথিক।

রবিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ; ৭ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

জীবনপথের পথিক আমরা, সকলেই চলিয়া যাইতেছি, পথের মধ্যে কখনও ঝড় বৃষ্টি আসিয়া আমাদের উপর উৎপাত করে, কখনও সূর্য্যের সহাস্য কিরণ আমাদিগকে পুলকিত করে। কখনও আলোকের মধ্যে, কখনও অন্ধকারের মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইতেছি। কখনও অন্তরে উৎসাহ এবং আশার অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কখনও নিরাশা নিরুদ্যম এবং নিরুৎসাহ আসিয়া অন্তরকে একবারে অবসন্ন করিতেছে। কখনও সম্পদ কখনও বিপদ ; কখনও সুখ, কখনও দুঃখ ; কখনও প্রসন্নতা কখনও বিষণ্ণতা, এইরূপ পরস্পর বিপরীত এবং বিরুদ্ধ অবস্থা সকল জীবনপথে আমাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আমরা জীবনপথের পথিক। সকল অবস্থার মধ্যে দিয়া ঐ পথে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু কোথায় যাইতেছি, ইহা অতি অল্প লোকেই জানেন। পৃথিবীর কয়টী লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চয়রূপে এই কথা বলিতে পারেন, ঐ আমাদের গম্যস্থান!

একাগ্রতার সহিত আমরা এই পথে ঐদিকে যাইতেছি, দক্ষিণে বামে পদ বিচলিত হইতে পারে না, কেন না, সম্মুখে ঐ লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। ঐ আমাদের গম্যস্থান দিন দিন নিকটতর হইতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আমরা দিবস যামিনী যাপন করিতে পারি না। একবার এদিক একবার ওদিক, একবার পূর্ব্ব আবার পশ্চিমে, একবার উত্তরে আবার দক্ষিণে, এইরূপ অস্থির ভাবে আমরা জীবনকে ক্ষয় করিতে পারি না। কিন্তু এতদিন অল্পে অল্পে ঐ সম্মুখস্থ লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে। পৃথিবীর নর নারীগণ! ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণ! একবার ভাবিয়া দেখ কোথায় যাইতেছ, কোথায় তোমাদের গম্যস্থান, কি তোমাদের লক্ষ্য? তোমাদের মধ্যে ধন্য সেই সকল ব্যক্তি, ঈশ্বরের গৃহ যাঁহাদের লক্ষ্য! সেই গৃহের নানাবিধ নাম। কেহ বলেন বৈকুণ্ঠধাম, কেহ বলেন স্বর্গ, কেহ বলেন পুণ্যধাম, কেহ বলেন শান্তি-নিকেতন, কেহ বলেন প্রেমধাম, কিন্তু তোমরা কি সেই ছবি দেখিয়াছ? সেই প্রেমরাজ্যের আদর্শ কি তোমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছে?

ঈশ্বরের স্বরূপ না জানিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেমন বিড়ম্বনা, সেইরূপ জীবনের লক্ষ্য না জানিয়া, জীবনপথে অগ্রসর হওয়া কেবলই ক্লেশাবশেষ। ঈশ্বরের সম্পর্কে যেমন পূর্ণজ্ঞান চাই, জীবনের আদর্শ সম্পর্কেও সেইরূপ পরিপক্ক জ্ঞান আবশ্যক। ঈশ্বরকে যেমন উজ্জ্বল নয়নে দেখিবে, তেমনই কোথায় যাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কি, তাহাও স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে। লক্ষ্য সম্পর্কে অস্থিরতা, কল্পনা কিম্বা সংশয় থাকিলে সকল শ্রম বিফল হইবে, এবং পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব অগ্রেই যথা সময়ে লক্ষ্য স্থির করিয়া সত্যপথে

বিচরণ করিব। সত্য ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, সদনুষ্ঠান কিম্বা সঙ্গীতে কেহই মুক্তি পায় না। যদি পরিত্রাণ চাও, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরকে যিনি চান, তিনি যথার্থ ঈশ্বরকে দেখুন, নতুবা কাল্পনিক মিথ্যা ঈশ্বর কাহাকেও পরিত্রাণ দিতে পারে না। সেইরূপ কোথায় যাইব, কি লাভ করিলে আমাদের পরিত্রাণ হইবে, এ সকল বিষয়ে সত্য নিরূপণ না করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। যদি বল তোমাদের লক্ষ্য স্বর্গধাম; সেই স্বর্গ কি? নির্জনে বসিয়া সেই একাকী ঈশ্বর ধ্যান করাই স্বর্গ, না জগতে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করা স্বর্গ? গৃহে বসিয়া একাকী ঈশ্বরের উপাসনা করা আমাদের লক্ষ্য, না দেশে দেশে যাইয়া তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? যথার্থ স্বর্গধাম কি? সাধকের অন্তরে সহজেই এই প্রশ্ন উত্থিত হইল। পৃথিবীর কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সাধক বিনীতভাবে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া এই কথা বলিলেন "যে স্বর্গধামে আমি বাস করি। অবশেষে যেখানে তোমরা সকলেই যাইবে, সেই স্বর্গধাম নির্জন, শূন্য নহে, কিন্তু সেখানে আমার পুত্র কন্যা সকল বিরাজ করেন।"

যাহাদের অন্তরে কঠোরতা শুষ্কতা, অপ্রেম; যাহাদের মনে পাপ অশান্তি, তাহারা ঐ প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঈশ্বরের পুত্র কন্যাদিগকে দেখিয়াও তাহারা চিনিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং যে দেশের রাজা, তিনি যে রাজ্যের সুখ কুশল বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই রাজ্যে যাইয়া যদি সেই প্রজাবৎসল রাজাকে দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থ,

অহঙ্কার বিনাশ করিয়া, অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্র রাজসিংহাসনের দিকে ভক্তি, কৃতজ্ঞতা উঠিতে দাও। পবিত্র-হৃদয় ব্রাহ্ম সাধক, সেই রাজ্যে যাহা দেখেন, কোটী কোটী মহাকবি তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না। ঈশ্বর যেমন সত্যং, তেমনই তিনি সুন্দরং। তিনি যদি সুন্দর হইলেন, তাঁহার রাজ্য কি কুৎসিত হইতে পারে? তাঁহার রাজ্য প্রেমের রাজ্য, সেই রাজ্যে নিত্য মঙ্গল, নিত্য কল্যাণ। সে ঘরে প্রেম কুশল, আনন্দ, শান্তি, সখার ন্যায় একত্র হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই সত্য লইয়া যে দিকে যাইবে সে পথ সুন্দর। এই রাজ্য কোথায়? আমাদের জীবনের শেষে।

সাধু অসাধু সকলকেই সেই রাজ্যে যাইতে হইবে। কেহ বা সবান্ধবে, কেহ বা পিতা মাতা এবং বন্ধু বান্ধব হীন হইয়া, দয়াময়, দয়াময় বলিতে বলিতে পরলোকে চলিয়া যাইবেন। কেহ নির্ভয় হইয়া ঈশ্বরের অভয় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবেন, কাহাকেও বা নিতান্ত ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল ভাবে ক্রমে ক্রমে শত শত বৎসরে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া সেই পুণ্যালয়ে যাইতে হইবে। কিন্তু যে ঘরে ঈশ্বর এবং তাঁহার বৃহৎ পরিবার বাস করেন সকলকেই একদিন সেই গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। ঐ স্থানই জীবনের লক্ষ্য, এবং ঐ গৃহই আমাদের শান্তি-নিকেতন কিন্তু এই ঘর দূরে না নিকটে? জানিলাম ইহাই আমাদের গম্যস্থান, কিন্তু ইহা কোথায়, কতদূর? ভ্রাতৃগণ ভগ্নীগণ! ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা হইয়া যদি বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের প্রেম পরিবারই তোমাদের মুক্তিধাম, পুণ্যরাজ্য, প্রেমরাজ্য, এবং শান্তি-নিকেতন, তবে কখনও এরূপ মনে করিও না যে, ইহা দূরে, কিম্বা ইহা বাহিরে। তবে কোথায় এই

রাজ্য ? ঐ দেখ ইহা দূরে নহে, বাহিরে নহে, কিন্তু অতি নিকটে, তোমাদের হৃদয়মধ্যে। পবিত্রতা সম্পর্কে ঈশ্বর অতি দূরস্থ হইয়াও দয়াগুণে যেমন তিনি আমাদের অতি নিকটে, সেইরূপ তাঁহার বাসস্থান স্বর্গরাজ্য অতি দূরস্থ হইয়াও আমাদের অতি নিকটে। অন্তরের অন্তরে সেই দূরস্থ স্বর্গরাজ্য। সাধু অসাধু নর নারী সকলেরই হৃদয়ে ঐ রাজ্য বিস্তারিত রহিয়াছে। সাধনবিহীন ঘোর পাষণ্ড অব্রাহ্ম হৃদয়ের মধ্যেও সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একবার যদি সে বিশ্বাস নয়নে তাহা ধরিতে পারে, কাহার সাধ্য যে তাহা ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করে ? এই আদর্শ পবিত্ররাজ্য যদি একবার চিত্তমধ্যে প্রকাশিত হয়, পৃথিবীর কোন প্রলোভনই তাহা দূর করিয়া দিতে পারে না। এই আদর্শ যদি মনোমধ্যে মুদ্রিত না থাকে তবে অন্ধকারময় সংসারে কে আমাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিয়া অন্তরে আশা উৎসাহ এবং ধর্ম্মবল বিধান করিবে ?

শান্তি-নিকেতনের লক্ষণ কি, স্পষ্টরূপে না জানিলে, কল্পনার হস্তে পড়িয়া মরিতে হইবে। পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে ঠিক জানা যেমন নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনই স্বর্গরাজ্য কি, শান্তি-নিকেতন কি, তাহা জানাও নিতান্ত আবশ্যক। যেখানে সহস্র দুর্দ্দান্ত-হৃদয়, অসাধু-প্রকৃতি বিবেকের পদতলে পড়িয়া ঈশ্বরের আদেশ মানিতেছে, ঘোর সংসারীরা যেখানে বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনামন্ত্রে দিন দিন দীক্ষিত হইতেছে, পাতকীরা যেখানে পবিত্র হইবার জন্য মহানন্দে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, যেখানে বাহিরে মধুর ব্রহ্মনামের গভীর রোল উঠিতেছে এবং অন্তরে তদপেক্ষা গভীরতর সুমধুর প্রেমধ্বনি হইতেছে, যেখানে সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি, পরস্পরের প্রতি

নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেম, যেথানে সকলের অন্তরে পুণ্যপ্রভা এবং সকলের মুখশ্রীতে শান্তি-জ্যোৎস্না, যেথানে চারিদিকে স্বর্গের সৌন্দর্য্য, যতই সেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, তাঁহার সেই পরিবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহার মুখের আলোক শান্তি-নিকেতনের প্রত্যেকের উপর পড়িয়াছে। তাঁহার প্রেম দৃষ্টি হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। কোথায় তোমাদের স্বর্ণ রৌপ্য কিম্বা তোমাদের বিলাস সুখ? যে সাধক একবার অন্তরে ঐ প্রেমধাম দেখিয়াছেন তাঁহার পক্ষে পৃথিবীর দরিদ্রতা সংসারের দুঃখ কষ্ট কিছুই নহে। একবার বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখ পরলোকে সেই ধামে যাইবে। মানসপথে যে ঐ সুন্দর ছবি দেখিতেছ, সেই ছবি ঐ প্রেম ধামের ছবি। ঐ শুন, সেথানে নর নারী সকল দয়াময় দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছেন। কিবা তাঁহাদের আনন্দ, কেমন তাঁহাদের শোভা! ধন্য হইব, সুখী হইব, যদি সেই নিগূঢ় উচ্চ ব্রহ্মমন্দিরে বাস করিতে পারি। সেথানেই আমাদের পরিত্রাণ, সেথানেই আমাদের শান্তি। হৃদয়পটে সেই ব্রহ্মভক্ত এবং সেই ব্রহ্মকন্যার আদর্শ যত্নের সহিত রক্ষা কর, সেই আদর্শ না দেখিলে নিশ্চয়ই পাপের অন্ধকারে ডুবিয়া মরিবে। পবিত্রতা শূন্য নর নারী সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যথন পবিত্র হৃদয় ভাই ভগ্নীর সঙ্গে ঈশ্বরের পূজা করিব, জগতে তাঁহার সেবা করিব, তথন দুঃখ কোথায়? অতএব ভ্রাতৃগণ! স্নেহাস্পদ ভগ্নিগণ! চল সেথানে যাই, যেথানে ঈশ্বরের ভক্তমণ্ডলী, যেথানে তাঁহার পবিত্র পরিবার। এমন সুন্দর স্থান ছাড়িয়া কেন পাপানলে পুড়িয়া মরি। চল পিতার কাছে যাই, তাঁহার কাছে বসিয়া চল একত্রে সেই পবিত্র পরিবার সাধন করি। প্রেমময় আমাদের হইবেন, আমরা প্রেমময়ের হইব।

মাসিক সমাজ।

এক লক্ষ্য।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
১৪ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

গতবারে শুনিতে পাইয়াছ, আমরা সকলে প্রেম-রাজ্যের দিকে যাইতেছি। পিতার সেই প্রেম-রাজ্যে গমন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, ধনী হউন, মানী হউন, জ্ঞানী হউন, মূর্খ হউন, সকল অবস্থাতেই এই এক কর্ত্তব্য, এই এক সাধন; পরিশেষে ব্রহ্ম-নিকেতনে, শান্তিধামে, স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে হইবে। বাহিরের বিভিন্নতা চিরদিন থাকিতে পারে না। আত্মা এক, ঈশ্বর এক, এক শান্তিধামই আত্মার উদ্দেশ্য। আমাদের লক্ষ্য এক, মন্ত্র এক, স্বর্গ এক, অন্তরে বাহিরে গৃহ এক, পরিবার এক, সপরিবারে এক রাজ্যে গিয়া উপনীত হইতে হইবে। একই স্বর্গধামের পথে চলিতে হইবে, ভিন্ন পথে চলিবার উপায় নাই, যিনি চলিবেন তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই লক্ষ্য পরিত্যাগ—মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ—একই। এই পথই মুক্তির পথ। ধন উপার্জ্জন কর, বিদ্যা উপার্জ্জন কর, কিম্বা জ্ঞানই লাভ কর, এই লক্ষ্য স্থির রাখিবে, বামে দক্ষিণে না গিয়া অটল ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হও। সংসারের জন্য সংসার করিলাম, ধনের জন্য ধন উপার্জ্জন করিলাম, কার্য্যের জন্য কার্য্যালয়ে, বিদ্যার জন্য বিদ্যালয়ে,

উপাসনার জন্য উপাসনালয়ে গেলাম, এরূপ স্থান বিশেষে বিভিন্ন লক্ষ্য ধারণ করিও না। একদিকে চক্ষু স্থির রাখিবে, একদিকে নয়ন সংস্থাপিত থাকিবে, যত কথা চিন্তা অবিভক্ত স্রোতে সেই দিকে ধাবিত হইবে। হৃদয় মন আত্মা, যত্ন ও পরিশ্রম, সমুদয়ের সমষ্টি এক লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। সর্ব্বদা যোগী হইয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার—যে দিকে সমস্ত জীবন ধাবিত হইবে সে স্বর্গধাম কোথায়? দেখ, স্বর্ণাক্ষরে মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। বিচিত্র সুন্দর ব্রহ্মরাজ্য বিশ্বাস নয়নে সেখানে দেখিতে পাইবে। সেই অনন্ত প্রীতি-ধাম, স্বর্গধামের যিনি রাজা তাঁহাকে অন্ধকারে অন্বেষণ করিতে হয় না। যিনি বিশ্বপতি হইয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে বাস করিতেছেন, এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভক্তি-করে এমনই তাঁহাকে ধারণ করা যায় যে প্রাণ শীতল হয়। সহস্র ক্রোশ অন্তরে সেই স্বর্গরাজ্য, অথচ উহা এই ক্ষুদ্র হৃদয়মধ্যে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্ম অনন্ত স্বর্গলোক একবার বিশ্বাস-চক্ষে দেখ, দুইই আমাদিগের অন্তরে। ঘরও আমাদিগের অন্তরে, গৃহদেবতাও অন্তরে, রাজাও আমাদিগের অন্তরে, রাজ্যও অন্তরে; ইহকাল অন্তরে, পরকাল অন্তরে, অন্তরে নিমীলিত নয়নে দেখ, জাজ্বল্যমান সেই ঈশ্বর-হস্ত-রচিত সুন্দর রাজ্য নয়ন-পথে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা বিশ্বাস-চক্ষে ঐ রাজ্য ঐ সুন্দর আলয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা পুরাকালের ঋষির ন্যায় বলেন "ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, এবং তাহারই জন্য আমি চেষ্টা করিব, যেন পরমেশ্বরের আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া, আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।"

গতবারে বলা হইয়াছে, স্বার্থপরতা স্বর্গরাজ্যের পথ নহে। সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের সকল বন্ধন ছেদন করিয়া, সেই শান্তিধামে উপনীত হইবার পথ নাই। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য স্বর্গধাম নহে। কল্পিত বৈরাগ্যে, স্বার্থপর উপাসনাতে স্বর্গধাম নির্ম্মিত হয় নাই। সমস্ত প্রজামণ্ডলী, সমস্ত নর নারী, সেই গৃহ-দেবতাকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছে ; সমুদয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এক পরিবার হইয়া অবস্থান করতঃ তাঁহার সেবা করিতেছে ; সকলে এক হৃদয় হইয়া এক পিতার পূজা করিতেছে ; এই অবস্থাই ব্রহ্মরাজ্য। হৃদয়রাজ্যে কি কখনও আমরা সেই স্বর্গধাম দেখি নাই ? সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যস্থ হইয়া, সেই দীনবন্ধু সকলের পূজা আরাধনা বন্দনা গ্রহণ করিতেছেন, স্তব স্তুতি গ্রহণ করিতেছেন। প্রেম-পুষ্প ভক্তি-পুষ্প তুলিয়া লইতেছেন,—ইহাই প্রকৃত স্বর্গ।

বারম্বার এই বেদী হইতে এই গম্ভীর সত্য তোমাদিগের নিকট বিবৃত হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বর এক ও সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলী এক পরিবার, এই অভ্রান্ত সত্যে ব্রাহ্মগণের এখনও তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন হয় নাই। শীঘ্র শীঘ্র এই বিশ্বাস অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগের মধ্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন কর। আমরা এখানে কি জন্য আসিয়াছি ? দীনবন্ধু আমাদিগের অন্তরে যে স্বর্গরাজ্যের আদর্শ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এই পৃথিবীতে সেই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এ পৃথিবীতে আমাদের আর কোন কাজ নাই। বিদ্যা অর্জ্জন, জ্ঞান শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, ইহার কিছুই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য নহে। পৃথিবী জঙ্গল কণ্টকে পরিপূর্ণ। এই জঙ্গল মধ্যে স্বর্গরাজ্য, শান্তিরাজ্য, প্রেম-রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে ;

সমস্ত কণ্টক ছেদন করিতে হইবে। কেহ যদি ইহার একটী কণ্টক উন্মুক্ত করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তিনি ধন্য। তাঁহার কার্য্যের ফল যতটুকু হউক, ক্ষতি নাই। লক্ষ্য স্থির ও সাধনের চেষ্টা থাকিলেই হইল। সকল জাতি এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবে না—এই লক্ষ্য, এই সাধন, এই একমাত্র চেষ্টা থাকিলেই পরিত্রাণ। সমস্ত সংসারের নর নারী এক হৃদয় হইবে, কোটী কোটী লোক এক লোক হইবে, কোটী কোটী আত্মা এক আত্মা হইবে, একজনের আত্মা উত্তেজিত হইলে সহস্র লোক জানিবে, ঢেউ গিয়া লাগিবে, ঈশ্বর-প্রেম শতধা হইয়া চারিদিকে সকলের হৃদয় প্রমত্ত করিয়া তুলিবে।

ঈশ্বর দয়া প্রকাশ করিলেন, এক আত্মা উন্মত্ত হইতে না হইতে সহস্র লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিল, শত সহস্র লোক মাতিয়া উঠিল; এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণত হইল। ভিন্ন হৃদয় হইলে পরিবার হয় না, যতদিন আমরা অভিন্ন হৃদয় না হই, ততদিন স্বর্গরাজ্য হইতে পারে না। পাঁচটী লোক ঈশ্বরকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁর নাম করুন, সেই পাঁচটী লোক স্বর্গের পরিবার হউন, পাঁচটী হইতে পঞ্চাশটী, পঞ্চাশটী হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার হইবে। আমার হৃদয়-গৃহদ্বার খুলিলে দেখিব কোটী কোটী আত্মা আমার হৃদয়ে শান্তি-নিকেতনে বসিয়া আছেন, স্বদেশের বিদেশের শত শত বন্ধু হৃদয়ঘরে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আকৃতি লইয়া আসিলেন না, অবয়ব লইয়া আসিলেন না, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আসিলেন না, সমস্ত পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া আসিলেন, ঈশ্বরের পরিবারে আমার হৃদয় পূর্ণ

হইল। ভাই ভগিনীতে মিলিয়া প্রথমতঃ এক ব্রাহ্ম পরিবার, পরে এক ব্রাহ্মপল্লী, ক্রমে সেই পল্লী হইতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপিত হইল। এইরূপ সাধন করিতে পারিলে পরিবার স্থাপন হয়। তখন বাহিরে আর প্রয়োজন নাই। কোটী কোটী ভ্রাতাকে এক ভ্রাতারূপে, কোটী কোটী ভগিনীকে এক ভগিনীরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে পরিবার সাধন পূর্ণ হইল। শত্রু আর তখন শত্রু থাকিল না, তাহাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষমা করিলাম। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দেওয়া, ধনহীনকে ধন দান করা, তখন স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সমস্ত জগৎ হৃদয়ে আসিল।

আমি আর ভাই ভগিনী এই তিন জন উপাসক এক উপাস্য ঈশ্বরকে লইয়া বসিলাম; উদ্দেশ্য এক, তিন জন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, তিন হৃদয় এক হইল, পিতার মুখ দর্শনে এক হৃদয় এক আত্মা হইল, অন্তরে পরিবার সাধন হইল। হৃদয় হইতে বাহির হইয়া দূরে যাইও না। হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের গৃহ অন্বেষণ কর। সেখানে সংসারের অত্যাচার অসদ্ভাব বিবাদ বিরোধের তাবৎ কারণ ক্ষমা কর। শত্রুর শত্রুতা ভুলিয়া যাও। ক্রমে সকলকে আত্মীয় কর। এইরূপে শত শত ভ্রাতা ভগিনীতে এক হৃদয় হইয়া একই স্তুতি উত্থিত হইল, এক হৃদয় কথা কহিল, এক ঈশ্বর রাজা হইয়া সকলের নিকট কর লইলেন, একদিকে সকলের প্রেম প্রবাহিত হইল, এক হৃদয় হইতে একই সময়ে 'ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং' উচ্চারিত হইল, এক ভক্তি-জল একই সময়ে সকলের চক্ষু হইতে পড়িল, সকলের ক্ষুদ্র হৃদয়-রাজ্যের মধ্যে প্রকাণ্ড স্বর্গরাজ্য এক সময়ে প্রকাশিত হইল! একথা স্বপ্নের কথা বলিয়া দূর করিয়া

দিও না। অন্তরে বিশ্বাস-নয়নে দেখ। যে পরিবার ভিতরে দেখিলে, তাহা বাহিরে সাধন কর। স্বহস্তে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মানসপটে অঙ্কিত সুন্দর গঠন সেই মন্দির আদর্শ করিয়া বাহিরে মন্দির গঠন কর। ব্রাহ্মগণ! আর ভিন্ন উদ্দেশ্য রাখিও না, কাল বিশেষে ভিন্ন হইও না। পাঁচ শত সেনাকে সেনাপতি অগ্রসর হইতে বলিলে একজনের ন্যায় চলিতে হইবে। এক আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বর এই জগতে সুন্দর স্বর্গের ঘর প্রস্তুত করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, সকলে তাঁহার অধীন হইয়া ঐ কার্য্যে যোগ দিব। কত ভাই ভগিনীকে তিনি আনিয়াছেন দেখ। ধন্য তাঁহারা, এই পৃথিবীতে যাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন আরম্ভ হয়।

লক্ষ্য সাধন।

সায়ংকাল, রবিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
১৪ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

কি সংসার, কি ধর্ম্মরাজ্যে জয়লাভের জন্য একাগ্রতা নিতান্ত আবশ্যক। মন এক বিষয়ের প্রতি যখন ধাবিত হয়, তখনই মনুষ্য জয়ী হয়। বিভক্ত মনোযোগ, বিভক্ত চেষ্টা দ্বারা কেহই স্বীয় লক্ষ্য সাধনে কৃতকার্য্য হয় না। অন্তর যদি দশটী বিষয়ে বিকৃত হয় আমরা সেই দশটীর কোনটীই লাভ করিতে পারি না। কেন না ঈশ্বর আমাদের মনের গঠন, বল, শক্তি এবং সকল প্রকার ক্ষমতা এরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন যে, দুটী বিষয়ও আমরা এক সময়ে আয়ত্ত করিতে পারি না। অতএব যদি ফললাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প

হইয়া থাক, তবে জীবনের একটী লক্ষ্য স্থির করিয়া একাগ্রতা সাধন কর। মনুষ্য-জীবনের সেই একমাত্র লক্ষ্য কি? ঈশ্বরের শান্তিধাম। যদি সেই রাজ্যে যাইতে চাও, সরল পথ অবলম্বন কর। কেবল দূর হইতে ঈশ্বরের প্রেম-মন্দির দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। ঐ মন্দিরের শোভা যদি তোমাদিগকে প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতে না পারে, তবে পদে পদে তোমাদের বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা। যদি সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাও, তবে প্রতিদিন কতদূর অগ্রসর হইলে আলোচনা করিয়া দেখ। সাবধান, সেই লক্ষ্য হইতে যেন কিছুই তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে। নিমেষের জন্য যদি সে পথ হইতে স্খলিত হও, নিশ্চয়ই নানাবিধ বিপদ এবং শত্রুরা আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

প্রত্যেক মনুষ্য, এক একটী লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন; এবং তজ্জন্য তিনি দায়ী। কোথায় সেই লক্ষ্য, কি সেই লক্ষ্য, প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা জানা আবশ্যক; উপযুক্ত চেষ্টা করিলেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানিতে পারেন। এই লক্ষ্য ভুলিয়া যাহারা সংসারের কর্ম্মজালে জড়িত, এবং পাপাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হয়, তাহাদের মন কিছুতেই স্থির হয় না। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিরা অন্তরে যে শান্তি উপভোগ করেন, অব্যবস্থিত চঞ্চলমতি বিষয়ীরা কখনই সেই গভীর সুখের আস্বাদন পাইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে এত অশান্তি এবং অস্থিরতা—একাগ্রতা এবং লক্ষ্য নিরূপণের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মসমাজে শত শত এমন লোক আছেন, এখনও যাঁহাদের লক্ষ্য স্থির হয় নাই। ধর্ম্ম জ্ঞান, সত্য ব্রত, পরোপকার, প্রেম এবং সাধুতা তাঁহাদের জীবনে

যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়; কিন্তু যে পথ দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে যাইতে হয়, এখনও তাঁহারা সে পথ ধরিতে পারেন নাই। সেই রাজ্যে যাইবার জন্য এক পথ। সেই পথ সোজা এবং সঙ্কীর্ণ। সেই পথে চল, ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারকে দেখিতে পাইবে। যদি অনেক পথ ধর, তবে সে রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

এই পরিত্রাণ পথে অগ্রসর হইবার জন্য একাগ্রতা নিতান্ত আবশ্যক। এক মন, এক হৃদয় এবং এক প্রাণ না হইলে কেহই ঈশ্বরের সেই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। অল্প পরিমাণে মিষ্ট অধিক পরিমাণে জলে মিশ্রিত করিলে, যেমন ক্রমেই সেই মিষ্টতার হ্রাস হইয়া অবশেষে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ অনেক বিষয়ে আমাদের মনোযোগ অনুরাগ এবং জীবন বিভক্ত হইলে কিছুতেই আমাদের মনোরথ সফল হয় না। আমাদের জ্ঞান, আমাদের প্রেম, এবং আমাদের বল অতি অল্প। এ সমুদয় অল্প শক্তির দ্বারা যদি এক ঘণ্টার মধ্যে শত প্রকার কার্য্য করি, তাহাতে কিয়ৎক্ষণের জন্য জগৎ চমৎকৃত হয়, কিন্তু তাহাতে কদাচ আমাদের লক্ষ্য সাধন হয় না। কারণ তাহাতে আমরা শীঘ্রই হীনবল এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি। অতএব আমাদের জ্ঞান, আমাদের প্রেম এবং আমাদের সমুদয় চেষ্টা, অবিভক্ত ভাবে এক লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত করিতে হইবে। আমাদের অল্প বুদ্ধি, অল্প ভাব এবং অল্প বল, যদি পাঁচ বিষয়ে বিব্রত হয়, তবে কোন বিষয়ই যথার্থরূপে আয়ত্ত হয় না। অতএব ভ্রাতৃগণ! যদি সিদ্ধকাম এবং সুখী হইতে চাও, তোমাদের সর্ব্বস্ব ঈশ্বরকে দান কর। জ্ঞান, বল, ভক্তি এবং তোমাদের সমুদয় শক্তি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিযুক্ত কর।

জীবনের সমুদয় বল এবং সমুদয় উদ্যম সেই স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য, যদি এক পথে নিয়োজিত হয়, নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শোচনীয় তাঁহাদের অবস্থা যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াও ব্রহ্মকে সমস্ত জীবন দান করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন কোথায় তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে, কাহার সেবা করিতেছেন, এবং কোন্ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহারা সংসারে আছেন।

প্রত্যেক ব্রাহ্মের ইহা স্পষ্টরূপ জানা উচিত যে, ঈশ্বর তাঁহাকে বিশেষ কি ভার অর্পণ করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, কোন্ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। ইহা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। জীবনের সাধারণ এবং বিশেষ লক্ষ্য সম্পর্কে ঈশ্বরের আদেশ প্রত্যেকের মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে, যথার্থ সাধন করিলেই তাহা প্রকাশিত হয়। অন্তর যখন জ্ঞান, ভক্তি, সুমতি এবং বিশ্বাসের দ্বারা নির্ম্মল থাকে, তখন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সেই আদেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। যখন এই আদেশ দৃষ্টি গোচর হয়, তখন সহস্র বাধা বিপত্তি আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না। পদ্মা নদীর শত শত তরঙ্গ যদি প্রাণবধ করিতে চায়, তথাপি সেই বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া, যেখানে আসিলে ভাই ভগ্নীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে পারি, অকুতোভয়ে সেখানে চলিয়া আসি। যতদিন না লক্ষ্য সিদ্ধ হয় ততদিন সেখানে থাকি। এই বঙ্গদেশের কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম অঞ্চলের শত শত যুবা কেন আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন? ঈশ্বর বলিলেন,

"ব্রাহ্ম হও" অমনই তাঁহারা পাপের কুমন্ত্রণা এবং বাহিরের সকল বিঘ্ন বিপদ তুচ্ছ করিয়া এই রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন, পিতা মাতার আর্ত্তনাদ, স্ত্রীর ক্রন্দন, বন্ধু বান্ধবদিগের অনুরোধ, বিষয় সম্পত্তির প্রলোভন, কিছুই তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিল না। যখন ঈশ্বরের আদেশ শুনিলেন তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয় স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। জিজ্ঞাসা কর—কেন তাঁহারা পৃথিবীর সকল বন্ধন ছেদন করিয়া এখানে চলিয়া আসিলেন? কাহার দিকে তাকাইয়া তাঁহারা সংসারের সুখ বিসর্জ্জন দিলেন? কাহার জন্যই বা অম্লানবদনে ধন, মান, জাতি, সম্ভ্রম, সকলই হারাইলেন? ইহা যে ঈশ্বরের আদেশ তাহার প্রমাণ কি? তবে কি শুদ্ধ কল্পনা এবং স্বপ্নের অনুরোধে এই অসম-সাহসের কার্য্য করিলেন? সাধ্য কি, সকল ব্রাহ্মযুবা এই কথা বলেন!

যখন সকলেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, তখন কে তাঁহাদের সহায় ছিলেন? এবং কাহার দুর্জ্জয় বলে তাঁহারা বলীয়ান্ হইলেন? ঈশ্বরের হস্তলিখিত পুস্তকে তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে বিশেষ আদেশ লিখিত ছিল। যাই সেই আদেশ দেখিতে পাইলেন, তখনই সংসারের সকল জাল ছেদন করিলেন। সংসারে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না; কিন্তু যখন ব্রাহ্মভ্রাতা এবং ব্রাহ্মিকা ভগ্নীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দয়াময়ের পূজা করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিলেন, এবং তাঁহাদের গূঢ় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। "ব্রাহ্ম হও" এই আদেশ তখন স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং সেই আদেশ পালন করিবার জন্য দুর্জ্জয় পরাক্রম লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এখন কি তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের কোন আদেশ নাই? ঈশ্বর কি এখন নীরব হইলেন? এই

মাত্র প্রমাণ হইল একবার তিনি আমাদের জীবনে কথা কহিয়াছেন। আমি জানি, তোমরাও কেহ কেহ জান, ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্যরূপে নিদ্রিতদিগকে জাগাইয়াছিলেন। আজ আবার বলিতেছি, যিনি একবার কথা বলিয়াছেন তিনি বারবার সর্ব্বদা সন্তানদিগের সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না, নিঃশব্দ হওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। তিনি সর্ব্বদাই সঙ্গে আছেন। তিনি বলিলেন, ঐ পুস্তক পড়, সত্য সত্যই তাঁহার কথা শুনিয়া যদি পড়িতে বসি, দেখিতে দেখিতে মনের অন্ধকার চলিয়া যায়, অন্তর হইতে বারবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতে থাকে; মনে হয় এক এক সত্যের অগ্নিতে জগতের রাশি রাশি ভ্রম ভস্মীভূত হইবে। তিনি বলেন ঐ সাধুসঙ্গ কর, নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে। এ সকল কথা ভক্তেরা স্পষ্টরূপে শুনিতে পান। ভক্ত সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করেন, প্রভো! কি আজ্ঞা বল, কোন্ পুস্তক পড়িব, কোথায় যাইব, কাহার কাছে গেলে তোমাকে ভালরূপে দেখিব? ভক্ত যখন দেখিলেন সকলের প্রেমজল শুকাইয়াছে, ভক্তি-বৃক্ষ প্রায় মরিল, তখন কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, পিতা! আমাদের গতি কি হইবে? ঈশ্বরের আদেশ হইল, সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎসব কর। ভক্তের আনন্দের সীমা রহিল না। ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হইল ঈশ্বর স্বয়ং সেই উৎসবের কর্ত্তা হইয়া অজস্রধারে প্রেম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর পূর্ণিত হইল, আবার সেই প্রেমবারি উথলিয়া সমস্ত দেশে জলপ্লাবন হইল। এইরূপ জগতের ভক্তদিগকে ঈশ্বর অনেক কথা বলিয়াছেন, এবং তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে। অতএব অল্প বিশ্বাসিগণ! সাবধান, ঈশ্বর ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন, এই সত্যে কদাচ অবিশ্বাসী হইও না।

ঈশ্বর বলিতেছেন বৎসগণ! তোমাদের সর্ব্বস্ব আমাকে দাও, অবিভক্ত হৃদয়ে কায়মনোবাক্যে তোমরা আমার সেবা কর, তোমাদের সংসারের ভার আমি নির্ব্বাহ করিব, তোমরা সংসারে থাকিয়া কেবল আমার কার্য্য কর, পাঁচ জনের কার্য্য করিলে বড় কষ্ট পাইবে, শীঘ্র লক্ষ্য স্থানে আসিতে পারিবে না। ভ্রাতাগণ ভগ্নিগণ! যদি অচিরে পিতার রাজ্য দেখিতে চাও, তবে তাঁহার এই কথা অবহেলা করিও না। তিনি প্রতিজনকে বলিতেছেন 'যাও পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া ভাই ভগ্নীদিগের সেবা কর। একাগ্র চিত্তে সমস্ত জীবন দান করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন কর, নিঃস্বার্থভাবে আমার পরিবারের মঙ্গল সাধন কর, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার প্রেমধামে লইয়া আসিব।' যদি বল সেই কার্য্যক্ষেত্রে অনেক বিভাগ, আমরা কোন্ বিভাগে কার্য্য করিব? দাতব্য বিভাগের কোন কার্য্য গ্রহণ করিব, না শিক্ষা বিভাগে থাকিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে শিক্ষা দিব, না নীতি বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? মনুষ্য এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। যাও ঈশ্বরের নিকট, তিনি যাহা বলিবেন নিঃসংশয় হইয়া সেই কার্য্য কর, কার্য্য করিতে করিতে শান্তি পরিত্রাণ লাভ করিবে। বুদ্ধির রাজ্যে কেহই ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পায় না। বুদ্ধির কথা শুনিয়া কাল বিদ্যা বিভাগে কার্য্য করিতেছিলাম, কিন্তু আজ ভাল বোধ হইল না, অমনই তাহা পরিত্যাগ করিলাম। ইহা চঞ্চল চিত্ত নাস্তিকের ভাব। যেখানে অন্তরে শান্তি, পবিত্রতা, অটলতা এবং অবিচলিত ভাব, সেখানেই ঈশ্বরের আদেশ। অতএব ভ্রাতৃগণ! তোমাদের প্রতিজনের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কি আদেশ, স্পষ্টরূপে তাহা শ্রবণ কর, এবং

পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া একাগ্র চিত্তে আজীবন সেই ব্যবসায় সাধন কর।

লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইব না, প্রেম কখনই শুষ্ক হইবে না সাহস করিয়া কে এই কথা বলিতে পারেন? কেবল তিনি—যিনি বলেন আমি আমার কার্য্য করি না কিন্তু আমার প্রতি যে ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ, আমি জীবনে তাহাই সাধন করি। জীবনে মরণে অবিচলিত ভাবে ঈশ্বরের সেই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন কর। যতদিন বাঁচিবে অবিভক্তভাবে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বল, সর্ব্বস্ব তাঁহাতে নিযুক্ত কর, মৃত্যুর সময় দুঃখ থাকিবে না। যদি এই এক কার্য্যে সমস্ত জীবন বিব্রত হয়, ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল সুখী হইবে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের মধ্যেও সেই একমাত্র প্রভুর ভাব দেখিয়া ধন্য হইবে। সাধক যেথানেই কেন থাকুন না, কি অরণ্যে কি পরিবার মধ্যে, সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পান। সেই এক ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের পরম মণি, তিনি তাঁহার চক্ষুর ভূষণ, সে চরণ সেবন তাঁহার হস্তের ভূষণ। তাঁহার প্রভু এক, পিতা এক, মাতা এক, উপাস্য দেবতা এক। এক লক্ষ্য সেই একমেবাদ্বিতীয়ং। পঞ্চাশটী ভাই ভগ্নী যদি একজনের পদতলে পড়িয়া থাকি এবং পঞ্চাশ জনের এক শত হাত যদি সেই এক প্রভুর সেবা করে, জগৎ জানিতে পারিবে একতার কেমন দুর্জ্জয় বল। এইরূপ যখন ক্রমে ক্রমে পাঁচ শত লোক এক শরীর এক প্রাণ এবং এক হৃদয় হইয়া এক পরিবার হইবে, তখন পৃথিবীতে আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইবে। এস, আমাদের সকলের বল, চেষ্টা, এক করি, সকলের সমবেত একাগ্রতা বাণের ন্যায় এক লক্ষ্যে বিদ্ধ হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

হে ঈশ্বর! আমাদের দুর্ব্বল মন দশ দিকে যায়, অনেক প্রভু তাই আজ পর্য্যন্ত তোমাকে পাইলাম না। দুঃখের সময় তোমাকে ছেড়ে আর একদিকে সুখ অন্বেষণ করি, আমাদের প্রাণ যদি তোমাকে চাইত তবে নিশ্চয়ই তোমাকে পাইতাম। আমি নিজের ইচ্ছায় মন্দিরে আসি, নিজের ইচ্ছায় ভাল পুস্তক পড়ি, স্পষ্টরূপে তোমার কথা শুনে কার্য্য করি না, এইজন্যই আমার দুঃখ দূর হয় না। তোমাকে একটু একটু প্রেম দিয়া কতকগুলি প্রভুর দাসত্ব করি; কিন্তু শ্মশানে কেহই কাছে থাকিবে না, কেবল তোমাকে লইয়া সেই অজানিত রাজ্যে যাইতে হইবে ইহা ভাবি না। বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম কিছুই সঙ্গে যাইবে না। তবে কেন তুমি যে পরকাল এবং অনন্তকালের সম্বল তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি না। একাগ্রতা শিক্ষা দাও, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার রাজ্যে চলিয়া যাই।